প্রথম আলো

Prothom Alo North America

11 July 2024, Thursday, 8th Year, Issue 382, 40 Pages

৮০০ বছরের ইতিহাসে প্রথম নারী অর্থমন্ত্রী যুক্তরাজ্যে

পৃষ্ঠা ২৫

চার বঙ্গকন্যার জয়ে বাংলা টাউনে চলছে আনন্দ উৎসব

পৃষ্ঠা ২৮

১১ জুলাই ২০২৪, ২৭ আষাঢ় ১৪৩১, ৫ মহররম ১৪৪৫, বৃহস্পতিবার, ৮ম বর্ষ , সংখ্যা ৩৮২, পৃষ্ঠা: ৪০

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং।

১০০ কোটি ইউয়ান সহায়তা দেবে চীন

ঢাকা অফিস

বাংলাদেশকে চারটি উপায়ে (অনুদান, সুদমুক্ত ঋণ, কম সুদে ঋণ ও বাণিজ্যিক ঋণ) ১০০ কোটি ইউয়ানের অর্থনৈতিক সহযোগিতা দেওয়ার কথা জানিয়েছেন চীনের প্রেসিডেন্ট। সেই সঙ্গে বাংলাদেশে তাঁর দেশের বিনিয়োগ বাড়ানোর ইচ্ছাও প্রকাশ করেন।

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৪

বাইডেন কি আত্মসমর্পণ করবেন?

প্রেসিডেন্ট নির্বাচন

ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে অস্থিরতা এখন চরমে। নিশ্চিত ভরাডুবির আশঙ্কা এড়ানোর কোন উপায় খুঁজে পাচ্ছেন না কেউ।

ইব্রাহীম চৌধুরী

সময় ডেমোক্র্যাটদের হাতছাড়া হয়ে গেছে অনেক আগেই। রাজনৈতিক দল হিসেবে আমেরিকার সাম্প্রতিক ইতিহাসে এমন গ্যাঁড়াকলে আর পড়তে হয়নি কোনো দলকে। প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন নির্বাচনের প্রার্থীতায় টিকে থাকা, না থাকা এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র। যেকোনো দিন তাঁর নির্বাচন থেকে স্বেচ্ছায় সরে যাওয়ার ঘোষণা আসতে পারে। যারা এখনো সমর্থন ঝুলিয়ে রেখেছেন, তারাও জানেন আসছে নির্বাচনে জো বাইডেনের পুনর্নির্বাচনের কোন সম্ভাবনা নেই। হোয়াইট হাউসের সাথে কংগ্রেসেরও দখল সম্পূর্ণ হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে ডেমোক্র্যাটদের। সমস্ত যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে অস্থিরতা এখন চরমে। নিশ্চিত ভরাডুবির আশঙ্কা এড়ানোর কোন উপায় খুঁজে পাচ্ছেন না কেউ।

প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন

গত ২৭ জুনের প্রথম বিতর্কের পর থেকে প্রেসিডেন্ট পদে আবারও নির্বাচনে টিকে থাকার সম্পূর্ণ যোগ্যতা হারিয়েছেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। ব্যক্তিগত অযোগ্যতা নয়, বয়সের কাছে অসহায় এক বাস্তবতায় তাঁকে নিয়তির কাছে এখন আত্মসমর্পণ করা ছাড়া কোন বিকল্প নেই। প্রাইমারির পথ পেরিয়ে আসা

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৪

ডেমোক্র্যাট নেতারা চান জো বাইডেন সরে দাঁড়াক

নিউজ ডেস্ক

মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়াতে জো বাইডেনের ওপর চাপ বাড়ছে। নতুন করে নিজ দল দল ডেমোক্রেটিক পার্টির আরও কয়েকজন জ্যেষ্ঠ নেতা এ আহ্বান জানিয়েছেন। নিজেদের মধ্যে এক বৈঠকে তারা বিষয়টি তুলে ধরেন। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি বলছে, ডেমোক্র্যাট নেতা হাকিম জেফরিসের সঙ্গে এক বৈঠকে অংশ নেন দলটি থেকে নির্বাচিত বেশ কয়েকজন কংগ্রেস সদস্য। তাদের মধ্যে জেরি নাডলার, মার্ক টাকানো ও অ্যাডাম স্মিথ নির্বাচন থেকে বাইডেনের সরে যাওয়ার পক্ষে মত দেন। জ্যেষ্ঠ নেতা জো মোরেলে ও জিম হিমেসও এতে সায় দিয়েছেন বলে জানা যাচ্ছে।

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ২

আন্দোলন চলবে উত্তাল ঢাকা

কোটাবিরোধী আন্দোলন

ঢাকা অফিস

বাংলাদেশের সংসদে আইন পাশ করে সরকারি চাকরিতে সকল গ্রেডে কোটা সংস্কারের দাবিতে বৃহস্পতিবার আবারও বাংলা ব্লকেড কর্মসূচি পালন করেছে শিক্ষার্থীরা। পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে রাজধানী ঢাকার শাহবাগ মোড়ে অবস্থান নিয়েছে তারা। এছাড়া, কুমিল্লায় কর্মসূচি চলাকালে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থী ও পুলিশের মধ্যে সংঘর্ষ ও ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার খবর পাওয়া গেছে।

এদিকে কোটা সংস্কার আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক নাহিদ ইসলাম কাল শুক্রবার বিকেল ৪টায় দেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিক্ষোভ মিছিলের ঘোষণা দেন।

তিনি বলেন, 'এক দফা দাবিতে আমাদের আন্দোলন। আমরা চাই সংসদে জরুরি অধিবেশন ডেকে আইন পাস

করতে হবে। তার আগ পর্যন্ত আমরা রাজপথে থাকব।'

নাহিদ আরও বলেন, 'সারাদেশে আন্দোলনকারীদের ওপর যে হামলা হয়েছে, তার বিচারের দাবিতে আগামীকাল বিকেল ৪টায় সারাদেশের সব ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হবে।'

কেন্দ্রীয়ভাবে বিকেল সাড়ে তিনটা থেকে কর্মসূচি ঘোষণা করা হলেও শিক্ষার্থীরা পাঁচটার কিছু আগে মিছিল

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

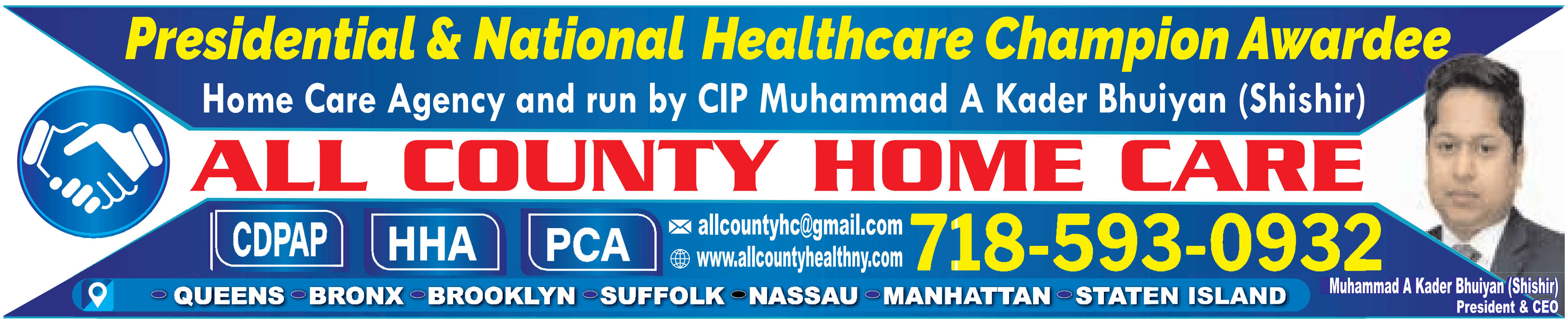

Queens Social Adult Day Care Center Inc

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইনক

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইনক একটি ডে-কেয়ার সার্ভিস সেন্টার। আমরা লিঙ্গ, জাতি অথবা ধর্ম বৈষম্যহীনভাবে সবধরণের গ্রাহক সেবা প্রদান করি। আমরা দুরারোগে অসুস্থ্য এবং প্রতিবন্ধী গ্রাহকদের, প্রবীণ ব্যক্তিদের নিরাপদ এবং উপযুক্ত ডে-কেয়ার সার্ভিস প্রদান করে থাকি। আমরা নিশ্চিত করি যেন গ্রহক মানসম্পন্ন সেবা আমাদের সেন্টার থেকে পেতে পারেন যাতে করে তাকে কোন নার্সিং হোমে যেতে না হয়। মেট্রোপলিটন এলাকায় আমাদের অভিজ্ঞ কর্মীরা সর্বাত্মক ডে-কেয়ার সেবা প্রদান করে থাকেন।

ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ফিল্ডট্রিপস্ (পিকআপ এন্ড ড্রপস্)
- ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- সংগীত চর্চা ও শোনার ব্যবস্থা

শিক্ষা কার্যক্রম

- কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- গ্রন্থাগার

শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম

- ইয়োগা, তাইচি, ব্যয়াম ও জিমের ব্যবস্থা
- ফিজিক্যাল থেরাপী

মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ

- রিলাক্সেশন স্কিল ট্রেনিং
- পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

বিনোদনমূলক কার্যক্রম

- পিকনিক
- যাদুঘর ভ্রমণ
- সমুদ্র সৈকতে পার্টি
- নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

আধ্যাত্মিক কার্যক্রম

- শান্ত সময়
- ধ্যান

অবসর কার্যক্রম

- কেরাম বোর্ড
- লুডু
- দাবা
- ধাঁধা
- অধ্যায়ন

We speak
Spanish, Urdu, Hindi & Arabic

আমরা ৭ দিনই খোলা

For details information please contact

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

Tribune Training Academy

SECURITY GUARD & OSHA TRAINING

সিকিউরিটি গার্ড ও ওশা লাইসেন্স ট্রেনিং

Get Your License Today!

Contact Us

Phone: 718-790-2664
Email: tribunest@gmail.com
40-38 75th Street, Elmhurst, NY 11373
www.tribunest.com

PARALEGAL BOOTCAMP TRAINING PROGRAM

The Paralegal Bootcamp Training Program

Registration open for 3rd
Paralegal Bootcamp
on U.S. Immigration Law

- Exclusive focus on U.S. Immigration Law
- Job Placement Opportunity in Leading U.S. Law Firms

Class Starts from August 10, 2024

Course Duration 50 Days (16 classes)

100% Refund for Top Performers

Deadline for Registration
August 01, 2024

Registration Link

info@paralegalbootcamp.us
www.paralegalbootcamp.us
301-919-5050

জ্যামাইকার সাটফিন বুলেভার্ডে এই প্রথম বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা ইমিগ্রেশনের জন্য মেডিকেল করি

মোহাম্মদ এ. ওয়াহিদ, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

আমাদের সেবাসমূহ

- যত্নসহকারে পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয়
- প্রাইমারি কেয়ার/ইন্টারনাল মেডিসিন
- রক্ত, প্রস্রাব, ইকেজি, সনোগ্রাম, এলার্জি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য ফ্লু/ভ্যাকসিন
- জব, স্কুল, টিএলসি সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা (ফিজিক্যাল এক্সাম)
- হেলথ ইনসুযরেন্স ছাড়া রোগীদের বিশেষভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে
- ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- স্কুল ফর্ম পূরণ, WIC ফর্ম, PAP Smear পরীক্ষা, ড্রাগ টেস্ট করা হয়
- স্কুল–কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- অন্য সব ধরনের চিকিৎসা অত্যন্ত যত্নসহকারে করা হয় এবং পরার্মশ দেওয়া হয়।
- আমরা প্রায় সব ধরনের ইনসুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।
  আমাদের অফিস প্রায় ৭ দিনই খোলা।

আপনি জানেন কি?

- বাংলাদেশি ও ভারতীয় অভিবাসীদের হৃদরোগের আশঙ্কা অন্যান্য আমেরিকানদের চেয়ে বেশি।
- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখ, থাইরয়েড, এ্যাজমা (হাঁপানি), বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, এলার্জি, যৌন রোগসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের আশঙ্কা সম্পর্কে জেনে নিন।

রুবিনা আক্তার, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

WAHID MEDICAL PLLC

147-28, Hillside Avenue, Jamaica, NY-11435
Tel: 718-487-3671, Fax: 718-487-3715

Gehi & Associates
ATTORNEYS AT LAW
www.gehilaw.com

Grand Opening
আমরা এখন Jackson Height

ফ্রি কনসালটেশন

74-09 37th Ave, Suite 205, Jackson Heights, NY 11372 — TEL: 718-263-5999
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417 — TEL: 718-577-0711
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432 — TEL 718-764-6911

*ইমিগ্রেশন *ব্যাংক্রাপসি *ক্রেডিট কার্ড মেটার *ডিভোর্স *সিটিজেনশিপ *চাইল্ড কাস্টডি *চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন *সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ান্সি ভিসা প্রসেসিং

- Do you want apply for a green card?
- Are you having credit card problems?
- Has your bank account been sealed?
- Are you being deported?
- Are you unable to pay your debts?
- Are you getting harrassed by creditors?

আমরা বাংলায় কথা বলি

WE ARE OPEN 7 DAYS a week

IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.

ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTING TO THEIR CREDITORS, PRIOR RESULTS DO NOT GUARANRTEE FUTURE OUTVCOME

CALL: 718-263-5999

*তুলনামূলকভাবে কম ফি *সন্ধ্যা এবং সাপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

সুরাইয়া রহমান

Medicare ও Medicaid-এর কভার করা সব পরিষেবা ও প্রেসক্রিপশনের ওষুধের জন্য একটি পরিকল্পনা:

- চিকিৎসা সেবা
- ভিজিটিং নার্স
- দাঁত, দৃষ্টি, শ্রবণ
- প্রেসক্রিপশনের ওষুধ
- ওভার-দ্যা-কাউন্টার (OTC)
- শারীরিক ও অকুপেশনাল থেরাপি
- বাড়িতে স্বাস্থ্য সহায়তাকারী
- প্রাপ্তবয়স্কদের ডে সেন্টার
- বিনোদন ও আহার
- পরিবহন এবং অন্যান্য!

সেইস্যাথে - প্রাত্যহিক জিনিসপত্র যেমন মুদি এবং প্রসাধন সামগ্রী ব্যবহারের জন্য আমাদের My Needs Card নিন**

আরো তথ্যের জন্য, ফোন করুন:
1-877-286-PACE (7223) | TTY 711 MON-FRI 8AM-8PM
centerlighthealthcare.org

*পরিষেবা, প্রেসক্রিপশনের ওষুধ এবং IDT দ্বারা নির্ধারিত OTC-এর জন্য চিকিৎসাগত আবশ্যকতা।
**My Needs Card, PACE স্ট্যান্ডার্ড বেনিফিট প্যাকেজের অধীনে প্রয়োজনীয় বা ইতোমধ্যে সরবরাহ করা Medicare এবং/অথবা Medicaid-এর কভার করা পরিষেবাগুলির বিকল্প নয়।

H3329_KeepingPACE2022_Newspaper_Approved 10132022 Bengali

বার্ধক্যের গতির সাথে তাল মিলিয়ে চলা

USA THEATER LIST RELEASING FROM 12TH JULY

NEW YORK
KEW GARDEN CINEMAS, QUEENS
SHOWCASE CINEMAS DE LUXE BROADWAY, HICKSVILLE
REGAL TRANSIT CENTER STADIUM 18 IMAX, WILLIAMSVILLE

NEW JERSEY
REGAL COMMERCE CENTER STADIUM 18 RPX, NORTH BRUNSWICK

NORTH CAROLINA
CINEMARK RALEIGH GRAND, RALEIGH

TEXAS
FUN MOVIE GRILL 3, RICHARDSON / DALLAS
CINEMARK 19 + XD, KATY / HOUSTON
CINEMARK SOUTHPARK MEADOWS 14, AUSTIN

FLORIDA
CINEMARK ORLANDO + XD, ORLANDO
CINEMARK PARADISE 24 + XD, MIAMI
REGAL SAWGRASS STADIUM 23 IMAX, SUNRISE

ILLINOIS
CINE LOUNGE AT NILES, CHICAGO

CALIFORNIA
CINE LOUNGE FREMONT 7, SAN FRANCISCO
CINEMARK CENTURY UNION LANDING 25 +XD, SAN FRANCISCO
CINEMARK CENTURY FOLSOM 14, SACRAMENTO
HARKINS MORENO VALLEY 16, MORENO VALLEY

ARIZONA
HARKINS ARIZONA MILLS 25 WITH IMAX, TEMPE
HARKINS NORTERRA 14, PHOENIX

MICHIGAN
CINEMARK SOUTHLAND CENTER & XD, DETROIT

GEORGIA
REGAL MEDLOCK CROSSING STADIUM 18 RPX, JOHNS CREEK
REGAL HOLLYWOOD STADIUM 24 @ NORTH I-85, CHAMBLEE

NEVADA
RENO PARKLANE 16, RENO

OKLAHOMA
HARKINS BRICKTOWN 16, OKLAHOMA CITY

INDIANA
REGAL GALAXY STADIUM 14, INDIANAPOLIS

ADVANCE TICKETS ON SALE

Check showtimes & tickets on website

অগ্রীম টিকিট পাওয়া যাচ্ছে

USA DISTRIBUTION
BIOSKOPE FILMS LLC

সম্পাদকীয়

বিদেশি বিনিয়োগ হ্রাস, ঋণমান অবনতী, চীনা ঋণ ও প্রধানমন্ত্রীর চীন সফর

বৈদেশিক মুদ্রার সংকট, কর ব্যবস্থায় ভোগান্তি আর নীতির ধারাবাহিকতা না থাকায় এক বছরের ব্যবধানে দেশে বিদেশি বিনিয়োগ কমছে ১৩ দশমিক ৬৭ শতাংশ। পরিকল্পনা করে বিদেশি বিনিয়োগের পরিস্থিতি উন্নয়ন না করলে আগামীতে পরিস্থিতি আরও খারাপ হবে। দেশের ব্যবসার পরিবেশ কেমন, সেটা মূল্যায়ন করে এমন মতামত দিয়েছে উদ্যোক্তা ও অর্থনীতিবিদরা। দেশে বিদেশি প্রতিষ্ঠানের চলমান ব্যবসার মুনাফা পুনরায় বিনিয়োগ অথবা নতুন করে বিনিয়োগ করাকে সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগের হিসাবে নেওয়া হয়। জাতিসংঘের বাণিজ্য ও উন্নয়ন বিষয়ক সংস্থা আঙ্কার্ডের হিসাবে ২০২৩ সালে দেশে বিদেশি বিনিয়োগ কমেছে আশঙ্কাজনক হারে। গত বছর বিদেশি বিনিয়োগ এসেছে ৩০০ কোটি ৪০ লাখ ডলার। যা আগের বছরের চেয়ে প্রায় ১৪ শতাংশ কম। ২০২২ সালে বিদেশি বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৩৪৮ কোটি ডলার। হিসাব বলছে, ২০১৮ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ এসেছে ১ হাজার ৭০২ কোটি ডলার। দেশে বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করতে ২০৪১ সাল নাগাদ ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। ৯৭টি অর্থনৈতিক অঞ্চলের নীতিগত অনুমোদন দিয়েছে সরকার। এর মধ্যে ৬৮টি অর্থনৈতিক অঞ্চল সরকারি এবং বাকি ১৯টি অর্থনৈতিক অঞ্চল বেসরকারি উদ্যোগ গড়ে তোলা হচ্ছে। ইতোমধ্যে সরকারি বেসরকারি ৩৯টি অঞ্চলের ভূমি অধিগ্রহণের কাজ চলছে। চট্টগ্রামের মীরেরসরাই, ফেনীসহ মোট ১১টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল বিনিয়োগের জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত রয়েছে। এসব অঞ্চলে বিনিয়োগের জন্য নানারকম সুবিধা দিয়ে আসছে সরকার।

ব্যাবসায়িক বিনিয়োগে বাধা, দেশের ঋণমানের অবনতি এবং যুক্তরাষ্ট্রের সুদহার বৃদ্ধির প্রভাব পড়েছে বিদেশি ঋণে। পর্যায়ক্রমে ১১.০৪ বিলিয়ন ডলারে নেমে এসেছে বেসরকারি খাতের স্বল্পমেয়াদি বৈদেশিক ঋণ। কিন্তু দেড় বছর আগেও এই ঋণের পরিমাণ ছিল প্রায় সাড়ে ১৬ বিলিয়ন ডলার।

দেশের ঋণমান অবনতির প্রভাব পড়েছে বিদেশি ঋণে। আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলো দেশের ঋণমান কমিয়ে দেওয়ার কারণে বিদেশি উৎস থেকে আগের তুলনায় কম ঋণ পাচ্ছেন ব্যবসায়ীরা। পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রের সুদহার বাড়ানোর প্রভাবও আছে বিদেশি ঋণের ওপর। ২৭ মে বাংলাদেশের দীর্ঘমেয়াদি ঋণমান দ্বিতীয়বারের মতো কমিয়ে দেয় যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বৈশ্বিক ঋণমাণ নির্ধারণকারী প্রতিষ্ঠান ফিচ রেটিংস ইনকরপোরেশন। বাংলাদেশের ফরেন কারেন্সি ইস্যুয়ার ডিফল্ট রেটিং (আইডিআর) 'বিবি মাইনাস' থেকে 'বি প্লাস' করেছে সংস্থাটি। আট মাস আগেও বাংলাদেশের ঋণমান কমিয়েছিল তারা।

এর আগে ২০২৩ সালের মার্চে আরেক আন্তর্জাতিক ঋণমান যাচাইকারী প্রতিষ্ঠান মুডিস ইনভেস্টর সার্ভিস দীর্ঘ মেয়াদে বাংলাদেশের ঋণমান কমিয়ে দেয়। প্রতিষ্ঠানটির মতে, বৈদেশিক লেনদেনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে এখন উঁচু মাত্রার দুর্বলতা ও তারল্যের ঝুঁকি রয়েছে। একই সঙ্গে চলমান সংকটের মধ্যে বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতাও প্রকাশ পেয়েছে। এ কারণে মুডিস বাংলাদেশের ঋণমান এক ধাপ কমিয়ে বিএ৩ থেকে বি১-এ নামিয়ে দেয়।

দেশে ব্যবসা সম্প্রসারণের সুযোগ সংকুচিত হওয়ায় এবং ডলারের দাম বেড়ে যাওয়ায় বিশাল প্রভাব পড়েছে নতুন বিনিয়োগে। ব্যবসায়ীরা এখন নতুন বিনিয়োগে ভয় পাচ্ছেন। পাশাপাশি রেটিং এজেন্সির নেতিবাচক রেটিংয়ের কারণে ঋণদাতাদের আস্থা কমেছে। ব্যবসায়ীদের এখন আর ঋণের প্রয়োজন হচ্ছে না। কারণ নীতি সহায়তার অভাবে তাঁরা নতুন বিনিয়োগ করছেন না এবং ব্যবসাও বাড়াচ্ছেন না। ক্রমেই দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য একটি অনিশ্চয়তার দিকে যাচ্ছে। আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর নেতিবাচক মার্কিং। পদে পদে দুর্নীতি, পদে পদে ঘুষ, পাশাপাশি ব্যবসা করতে গেলে এখন নানা সংকট। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড রীতিমতো হয়রানি করছে ব্যবসায়ীদের, যার ফলে দেশে ব্যবসার পরিবেশ নেই। এসব কারণে বিদেশি সংস্থাগুলো ঋণমাণ কমাচ্ছে।

সাধারণত বড় বড় প্রকল্প কিংবা অর্থনৈতিক সংকটের সময় চীনের কাছ থেকেই গত দেড় দশক ধরে সহায়তা পেয়ে আসছে বাংলাদেশ এবং অধিকাংশ বড় প্রকল্পের অর্থ যোগানের ক্ষেত্রে এখন চীনকেই বিবেচনা করা হয়। চীনের অর্থায়নে চট্টগ্রাম টানেল নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশের নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণ সম্পন্ন করেছে চীনা কোম্পানি।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য বলছে, ২০২৪ সালের মে মাস শেষে বেসরকারি খাতের স্বল্পমেয়াদি বৈদেশিক ঋণ ১১.০৪ বিলিয়ন ডলারে নেমে এসেছে, ডিসেম্বর শেষে যা ছিল ১১.৭৯ বিলিয়ন ডলার। ২০২২ সাল শেষে বেসরকারি খাতের স্বল্পমেয়াদি বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ ছিল ১৬.৪১ বিলিয়ন। অর্থাৎ দেড় বছরের ব্যবধানে ৫.৩৭ বিলিয়ন ডলার স্বল্পমেয়াদি বিদেশি ঋণ কমেছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, এ বছরের মার্চ পর্যন্ত দেশের সরকারি ও বেসরকারি খাতে মোট বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৯৯.৩০ বিলিয়ন ডলার। এর আগে, গত বছরের ডিসেম্বরে প্রথমবারের মতো বৈদেশিক ঋণ ১০০.৬৪ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছিল।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ প্রকাশিত 'মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি'র বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বিদেশি ঋণের সুদ পরিশোধ করতে হবে ২০ হাজার ৫০০ কোটি টাকা। গেল অর্থবছরের চেয়ে তা চার হাজার ৭০০ কোটি টাকা বেশি। গত অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট অনুসারে, বিদেশি ঋণের সুদ বাবদ সরকারের মোট ব্যয় দাঁড়াচ্ছে ১৫ হাজার ৮০০ কোটি টাকা। ২০২২-২৩ অর্থবছরে এ বাবদ ৯ হাজার ৪৩৭ কোটি টাকা পরিশোধ করা হয়। অর্থাৎ চার বছরের মধ্যে বিদেশি ঋণের সুদ পরিশোধ বেড়ে প্রায় দ্বিগুণ হচ্ছে।

চীন বাংলাদেশের জন্য একক বৃহত্তম ঋণদাতা দেশ। গত কয়েক বছর ধরে বাংলাদেশ প্রতি বছর গড়ে ২৩০ কোটি ডলার ঋণ কিংবা সহায়তা নিয়েছে চীনের কাছ থেকে। একটি হিসাবে দেখা যাচ্ছে, গত চার বছরে বাংলাদেশে তিন বিলিয়ন ডলার সহায়তা এসেছে চীন থেকে। এদিকে, চীনের প্রধানমন্ত্রী লি কিয়াংয়ের আমন্ত্রণে চার দিনের সফরে বেইজিং গেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো বলছেন, বিভিন্ন প্রকল্পের বিপরীতে প্রায় পাঁচশ কোটি ডলার ঋণ দেওয়ার বিষয়ে বেইজিংয়ের দিক থেকে ঘোষণা আসতে পারে এবং এই ঋণ চীনা মুদ্রায় দেওয়ার ওপরই জোর দেওয়া হচ্ছে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে।

প্রধানমন্ত্রীর সফর ঘিরে নতুন করে প্রশ্ন জেগেছে বাংলাদেশ ঋণের জন্য বারবার চীনের দ্বারস্থ হয় কেন? চীন কি ঋণের একমাত্র ভরসা নাকি বারবার চীনা ঋণের ফাঁদে পড়ছে বাংলাদেশ? এর উত্তরও পাওয়া গেছে নানা সমীকরণ মিলিয়ে।

সাধারণত বড় বড় প্রকল্প কিংবা অর্থনৈতিক সংকটের সময় চীনের কাছ থেকেই গত দেড় দশক ধরে সহায়তা পেয়ে আসছে বাংলাদেশ এবং অধিকাংশ বড় প্রকল্পের অর্থ যোগানের ক্ষেত্রে এখন চীনকেই বিবেচনা করা হয়। চীনের অর্থায়নে চট্টগ্রাম টানেল নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশের নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণ সম্পন্ন করেছে চীনা কোম্পানি। প্রায় শেষ হয়েছে পদ্মা সেতুর রেল সংযোগ প্রকল্প।

ওয়াশিংটন-ভিত্তিক থিঙ্ক ট্যাঙ্ক 'আমেরিকান এন্টারপ্রাইজ ইন্সটিটিউট' বা এইআই গত বছর যে ধারণা দিয়েছিল তাতে বাংলাদেশে মোট চীনা বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল সাত বিলিয়ন ডলারেরও বেশি। এছাড়া চীনের কয়েকটি কোম্পানি বিভিন্ন খাতে প্রায় ২৩ বিলিয়ন ডলারের নির্মাণ কার্যাদেশ পেয়ে কাজ সম্পন্ন করেছে কিংবা এখনও করছে।

বিশ্লেষকরা বলছেন, মূলত রাজনৈতিক যোগাযোগ, অর্থনৈতিক সক্ষমতা এবং প্রযুক্তিগত দক্ষতার কারণেই বাংলাদেশ গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পগুলোতে চীনা সহায়তা চেয়ে থাকে।

যুক্তরাষ্ট্রের গবেষণা প্রতিষ্ঠান এইড ডাটার তথ্য অনুযায়ী, ২০০৮ সাল পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র ও জাপান বাংলাদেশকে ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে এগিয়েছিল। কিন্তু ২০০৮ সালের ডিসেম্বরের নির্বাচনের মাধ্যমে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর দৃশ্যপট পাল্টে গেছে। এখন চীনই বাংলাদেশের জন্য একক বৃহত্তম ঋণদাতা দেশ। গত কয়েক বছর ধরে বাংলাদেশ প্রতি বছর গড়ে ২৩০ কোটি ডলার ঋণ কিংবা সহায়তা নিয়েছে চীনের কাছ থেকে। একটি হিসাবে দেখা যাচ্ছে, গত চার বছরে বাংলাদেশে তিন বিলিয়ন ডলার সহায়তা এসেছে চীন থেকে।

প্রধানমন্ত্রীর এবারের সফরেও একটি মেট্রোরেল রুট-সহ আরও কয়েকটি রেলওয়ে প্রকল্প এবং কয়েকটি সেতু নির্মাণ বা সংস্কারের বিষয়ে সমঝোতা হবে বলে বাংলাদেশ আশা করছে। তবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, চীন চাইলে আলোচনা হবে বহুল আলোচিত তিস্তা প্রকল্প নিয়েও।

আন্দোলনের দ্বারা কি শুধু জনগণই আক্রান্ত হবে

মামুনুর রশীদ

সম্প্রতি কোটাভিত্তিক আন্দোলনে ঢাকাসহ বিভিন্ন শহরে জনজীবন দীর্ঘ সময় ধরে স্থবির হয়ে পড়ে। এমনিতেই রাজধানী শহর ঢাকা প্রবল যানজটে আক্রান্ত থাকে। সাধারণ মানুষের কষ্টের শেষ নেই। গত রোববার আমি মানুষের অবর্ণনীয় কষ্ট দেখেছি। সমস্ত পথঘাট বন্ধ, জরুরি প্রয়োজনে কোথাও যাওয়ার জো নেই। নির্দিষ্ট স্থানে যাওয়ার সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। আন্দোলনটি যেহেতু আপাতদৃষ্টিতে সরকারের বিরুদ্ধে, কিন্তু তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে আদালত সরকারি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে রায় দিয়েছেন।

পক্ষান্তরে, এই আন্দোলন আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে। সংঘাতটা মূলত সরকার বনাম আদালত। সরকার এখানে নিরাপদ অবস্থানে থেকে বলছে, সর্বোচ্চ আদালতের রায় মান্য করা হবে। কিন্তু এখানে সরকার আন্দোলনকারীদের সঙ্গে বসে একটি সমাধান বের করার চেষ্টা করতে পারত, যাতে জনসাধারণের কষ্ট কিছুটা লাঘব হয়।

অতীতেও দেখেছি দীর্ঘ ধর্মঘট হয়েছে, হরতাল হয়েছে, অবরোধ হয়েছে। সেসবে সরকার নীরব ভূমিকা পালন করেছে। এই সব হরতাল-ধর্মঘটে মন্ত্রী-আমলা, সরকারের কিছু ক্ষতি হয় না, ক্ষতি হয় জনসাধারণের। কিন্তু দেখা গেছে, লাখ-কোটি টাকা মানুষের লোকসান হয়েছে। মানুষের যেমন লোকসান হয়েছে, তেমনি সরকারেরও লোকসান হয়েছে। কোনো সরকারই জনজীবনের দুর্দশার জন্য উদ্বিগ্ন নয়।

এখন দেখতে পাচ্ছি যে জনগণ এত দুর্ভোগ পোহাচ্ছে, তারাও এত সহনশীল হয়ে গেছে যে আন্দোলনের পক্ষে বা বিপক্ষে তাদের কোনো ভূমিকা নেই।

কোটাকে একটা যৌক্তিক জায়গায় নিয়ে আসা কি খুব কঠিন বিষয়? কোটা পৃথিবীর সব জায়গায় আছে। কিন্তু ক্যাডার সার্ভিস সব জায়গায় নেই। আর এই ক্যাডার সার্ভিসের জন্য অতীতে কখনো এত বড় আন্দোলন দেখা যায়নি। পাবলিক সার্ভিস কমিশনের প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তাদের জন্য মূলত এই আন্দোলন। কিন্তু তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের জন্য কোনো উচ্চবাচ্য নেই, সেখানেও তো কোটাপদ্ধতি আছে। তবে হ্যাঁ, মেধার বিষয়টি অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে। কিন্তু যে প্রক্রিয়ায় পরীক্ষাগুলো হয়, সেখানে কি মেধা বিচারের কোনো অবকাশ থাকে? সম্পূর্ণ মুখস্থবিদ্যার ওপর একটি পদ্ধতিতে এই পরীক্ষাগুলো হয়ে থাকে এবং দীর্ঘ সময়ক্ষেপণ করে এই পরীক্ষার ফলাফল ঘোষিত হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিবেচনাও মুখ্য হয়ে পড়ে। দেখা যায় কোনো কোনো শাসনামলে ক্যাডার সার্ভিসও প্রভাবিত হয়ে যায়। কবির ভাষায়, 'পৃথিবীতে নেই কোনো বিশুদ্ধ চাকরি'।

ঔপনিবেশিক আমলের প্রভাবে কর্মকর্তা-কর্মচারী বিভাজনে আমাদের দেশে চাকরির বিধিমালা তৈরি হয়। উপমহাদেশে এবং ব্রিটিশ কলোনিগুলোয় এখনো এই চাকরির বিধিমালা বলবৎ আছে। এসবকে প্রভাবিত করে থাকে উচ্চবর্গীয় আমলাতন্ত্র। যেহেতু রাজনীতিবিদেরা এখন পর্যন্ত জ্ঞানে-দক্ষতায় একটা উঁচুমাত্রা অর্জন করতে পারেননি, তাই তাঁদেরও আমলাতন্ত্রের আজ্ঞাবহ হয়ে থাকতে হয়। জনপ্রতিনিধিরা তাঁদের ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন নন ও ক্ষমতা প্রয়োগ করতে গিয়ে স্বজনপ্রীতি এবং প্রকৃত বিচার করা তাঁদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে।

যা-ই হোক, যেহেতু আন্দোলনটি আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে, তাই সরকারের উচিত হবে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে আলোচনায় বসে একটি যৌক্তিক মীমাংসায় পৌঁছানো এবং আদালতকে উপেক্ষা না করে আইনগতভাবে কীভাবে সমস্যার সমাধান করা যায়, সেই পথ খুঁজে বের করা।

এদিকে আবার সর্বজনীন পেনশনব্যবস্থা নিয়ে শিক্ষক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীদের একটা বড় আন্দোলন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে চলমান আছে। এ ক্ষেত্রে আদালতের কোনো ব্যাপার নেই, সম্পূর্ণ বিষয়টি সরকারের হাতে। সর্বজনীন পেনশনের বিষয়টি অবশ্যই আমাদের কাছে নতুন এবং যাঁরা সরকারি কর্মচারী নন, তাঁদের কাছে অবশ্যই আকর্ষণীয়। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে বৈষম্য। বিশুদ্ধ সরকারি কর্মচারীদের সঙ্গে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে এই বৈষম্য আছে। যেখানে শিক্ষা দেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, সেখানে শিক্ষকেরা যদি অবহেলিত বা নিজেদের উপেক্ষিত মনে করেন, তাহলে তাঁদের আন্দোলন ন্যায়সংগত।

আমার মাঝে মাঝে মনে হয়, যাঁরা ক্ষমতাবান, তাঁরা কখনো স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েননি। ছাত্রাবস্থায় শিক্ষকদের প্রতি তাঁদের যে আবেগ, সেটিও তৈরি হয়নি। ছোটবেলা থেকেই তাঁদের ক্লাসরুমের শিক্ষায় অবহেলা, কোচিং সেন্টার ও পরীক্ষার চাপ, ভারী ভারী বইয়ের বোঝা বহন করে তাঁরা ক্লান্ত হয়েছেন। কিন্তু এই পরিস্থিতির পরিবর্তনও সরকারের হাতে, সরকার সেই পরিবর্তন না করে কারিকুলাম ও শিক্ষাব্যবস্থাকে জটিল থেকে জটিলতর করেছে। বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষকেরা তাঁদের উপযুক্ত মর্যাদা থেকে বারবার বঞ্চিত হয়েছেন। প্রাইমারি শিক্ষকদের নিয়োগ-বাণিজ্য এবং অন্যান্য জটিলতায় তাঁরা নানাভাবে নিগৃহীত। সঠিক মানুষটি তাঁর সঠিক মর্যাদা পান না। কোনো বড় ধরনের সংস্কার শিক্ষার ক্ষেত্রে ঘটেনি। নানা অপ্রয়োজনীয় বিষয় এনে শিক্ষা কার্যক্রমকে প্রশ্নবিদ্ধ করা হয়েছে।

প্রতিবেশী দেশ ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের সাবেক শিক্ষামন্ত্রী এবং শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বেশ কিছু কর্মকর্তা-কর্মচারী দীর্ঘ দিন ধরে কারাবরণ করে আছেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে কোনো দুর্নীতি সেখানে সহ্য করা হচ্ছে না। কিন্তু যাঁরা সত্যিকারের শিক্ষক, তাঁদের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য একটা সামাজিক চাপ সব সময়ই থেকে যাচ্ছে।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের যারা ছাত্র, বর্তমানের শিক্ষাপদ্ধতিতে নম্বরের বিচারে তারা মেধাবী এবং এ কথা অনস্বীকার্য যে তারাই সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকরি করে থাকে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর এসব ক্ষেত্রে কোনো দায় নেই। বিপুল পরিমাণ অর্থ সেখানে লগ্নি হলেও রাষ্ট্রের প্রয়োজনে তাদের কোনো অংশগ্রহণ নেই। শিক্ষকদের একটা প্রধান অংশ সরকারের অনুসারী, সরকারের যেকোনো উদ্যোগে তাঁরা সহযোগিতা করে থাকেন। বর্তমানে অবশ্য সব দলের অনুসারীরাই এই আন্দোলনে যুক্ত হয়েছেন।

শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনার কথা শোনা যাচ্ছে প্রায়ই, কিন্তু কেনইবা এই অচল অবস্থা নিরসনে সরকার উদ্যোগী হচ্ছে না, তা কিন্তু আমাদের কাছে পরিষ্কার নয়। অনুমান করি, আমলাতন্ত্রের চাপের মুখে সরকার এ অবস্থায় বসতে চাইছে না। একদিকে কোটা আন্দোলনের জন্য অচলাবস্থা, অন্যদিকে শিক্ষাঙ্গনে একধরনের অনিশ্চিত অবস্থা। কোনোটাই সাধারণ মানুষের জীবনে কাঙ্ক্ষিত নয়।

একদিকে দ্রব্যমূল্যের উচ্চগতি, মুদ্রাস্ফীতি এবং দুর্নীতি সারা দেশ গ্রাস করে ফেলেছে। অন্যদিকে জনজীবনের দুর্দশা আমাদের এক অসহায় অবস্থায় নিপতিত করেছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এসবের সম্পূর্ণ দায় কি জনগণের? আগেই বলেছি, দুর্ভোগ হয় শুধু জনগণের, সরকারের হয় না। সবকিছু ঠিকঠাক চলে, চলে না শুধু কুড়িগ্রামের কোনো এক গ্রাম থেকে আসা ওই বেকার ছেলেটি যে চাকরির পরীক্ষা দিতে পারল না, চিকিৎসার জন্য যে মেয়েটি তার মুমূর্ষু পিতাকে নিয়ে ঢাকা শহরে এসেছে তার স্বাস্থ্যসেবা হলো না অথবা ঢাকার উপকণ্ঠ থেকে কোনো কৃষক তার জরুরি কৃষি উপকরণের প্রয়োজনে ঢাকায় এসেছে, তা সঠিক সময়ে সংগ্রহ করতে পারল না। হাজার হাজার মানুষ যানজটে স্থবির হয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠরত কোনো তরুণ ছাত্র কোনোমতে খেয়ে না খেয়ে পড়ালেখা করে একটা উপার্জনের প্রত্যাশী হওয়ার চেষ্টা করছে। আন্দোলনের সৃজনশীল পদ্ধতিও খুঁজে বের করা দরকার। জনগণ এমনি দুর্ভোগে আক্রান্ত, তার ওপর আন্দোলনের ফলে তারা যদি আরও আক্রান্ত হয়, এটা কি ঠিক হবে?

মুক্তিযোদ্ধা কোটা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। হ্যাঁ, এ কথা ঠিক, মুক্তিযোদ্ধারা দেশের বীর সন্তান। ১৯৭১ সালে তাঁদের ভূমিকার কথা জাতি বারবার স্মরণ করে, কিন্তু মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা তৈরি এবং প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধার সনদ বিতরণে বিভিন্ন সময়ে নানা ধরনের দুর্বৃত্তায়ন হয়েছে। ফলে সরকারের সচিব এবং দুর্নীতি দমন কমিশনের কর্মকর্তারাও অভিযুক্ত হয়েছেন। শুধু তা-ই নয়, দেশের বিভিন্ন জায়গায় এ ধরনের অভিযোগ পাওয়া গেছে। প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তানেরা এই কোটার অন্তর্ভুক্ত হলে কারও আপত্তি থাকার কথা নয়, কিন্তু যদি পরবর্তী প্রজন্মকে এখানে টেনে আনা হয়, তাহলে তা কতটা যৌক্তিক হবে, এটা বিবেচনার বিষয়।

আমি ২৩ বছর বয়সে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলাম, আমার পুত্রের বয়স এখন প্রায় ৫০। কাজেই আমার পুত্রের চাকরিপ্রার্থী হওয়ার কোনো কারণ নেই। সুতরাং অদূর ভবিষ্যতে মুক্তিযোদ্ধার কোটায় চাকরিপ্রার্থীদের কোনো সম্ভাবনা নেই। আজকের তরুণ প্রজন্মের কাছে বিষয়টি যদি বোঝা হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে পক্ষান্তরে মুক্তিযুদ্ধও কিন্তু আক্রান্ত হবে। অথচ মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল বলেই বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে এবং তার নানা সুফল আমরা ভোগ করছি। সবশেষে একটি কথাই বলতে চাই—আন্দোলনের দ্বারা কি শুধু জনগণই আক্রান্ত হবে?

প্রিয় ঋতু বর্ষা তাই...

সঙ্গীতা ইমাম

বর্ষা এক প্রশান্তির ঋতু। প্রচণ্ড দাবদাহের পর পৃথিবী শান্তি পায় বর্ষার শান্তিবারি বর্ষণে। ধুলি-ধূসর ধরণী বর্ষার সুশীতল স্পর্শে সজীব হয়ে ওঠে, প্রকৃতি ফিরে পায় তার হারানো সৌন্দর্য। ঘামে ভেজা শরীর নববর্ষার জলের ধারায় সিক্ত হতে উন্মুখ হয়। একটু বৃষ্টিতে পথঘাটে মানুষের আনন্দ চোখে পড়ার মতো। গ্রামে শহরে শিশুরা জল-কাদায় মাখামাখি হয়ে আনন্দে উদ্বেল হয়। মায়ের শাসনের কড়া চোখ এড়িয়ে পাওয়া এই আনন্দ যেন স্বর্গ সমান। রুক্ষ ধরিত্রী রসসিক্ত হয়ে কৃষকের মুখে হাসি ফোটায়। খাল-বিল নতুন জলের আগমনে মাছেরা খলবলিয়ে ওঠে। কোনো কোনো মাছ মেঘের গর্জন শুনেই পাড় বেয়ে উঠে আসে। আশপাশের বসতির শিশু ও নারীরা খলই হাতে ছাতা মাথায় হাজির হয়ে যায় জলাধারের ধারে—সে রাতই হোক বা দিন। রাত হলে হাতে থাকে টর্চ বা হারিকেন। শ্যেন দৃষ্টিতে খুঁজতে থাকে মাছের সারি। কারও কারও খলই ভরে ওঠে, তার আনন্দের সীমা থাকে না। তখনই কাছাকাছি ঘর থেকে ভেসে আসে খিচুড়ি আর মরিচ পোড়ার ক্ষুধা উসকে দেওয়া ঘ্রাণ। পেটে তখন ছুঁচোর ডন। খলই হাতে কচিকাঁচারা দৌড় লাগায় বাড়ির দিকে।

বাড়ি পৌঁছালে কাদামাখা সন্তানকে দেখে রেগে ওঠার আগে হাতের খলইটি বাড়িয়ে দেয় বুদ্ধিমান শিশু। মায়ের মুখ খলইয়ে তোলপাড় করা মাছগুলো দেখে খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তবুও সন্তানকে কপট বকুনি দিয়ে হাত থেকে মাছভর্তি খলইটা নিয়ে স্নানে পাঠান। মায়ের ঠোঁটের কোণে তখন সন্তান স্নেহ আর প্রাপ্তির আনন্দ।

লোকে বলে বর্ষায় বেড়ানো মাটি হয়ে যায়। কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা বলে, সমুদ্রস্নানে বর্ষা অনবদ্য। সমুদ্র ঢেউয়ে ভাসতে ভাসতে আকাশ থেকে ঝরে পড়া অবিরত জলধারায় অবগাহন এক অনির্বচনীয় অনুভব। বর্ষায় পাহাড়ে বেড়াতে গেলে নবধারায় স্নাত বৃক্ষরাজির সিক্ত সবুজ চোখের আরাম আর মনের প্রশান্তি। ঘরেও যদি থাকি গ্রিলের ফাঁক দিয়ে হাত বাড়িয়ে বারিধারা স্পর্শ করে শিহরিত হওয়া। কখনোবা ছাদবাগানের মাঝে দাঁড়িয়ে অবিশ্রান্ত জলধারায় অবগাহন বর্ষার আরেক প্রাপ্তি।

শহরের পথঘাট অব্যবস্থা আর নির্মাণ ত্রুটির কারণে জল থৈ থৈ হয়, মানুষের চলাচল সমস্যা হয়; তবে সে অপরাধ তো আর বর্ষার নয়। গ্রামে দূরদূরান্তে স্কুল-কলেজ বা কাজে যাওয়া কষ্টকর হয়ে ওঠে, সে কথা অসত্য নয়। তবে চাষাবাদের জন্য বর্ষা বড়ই সহায়ক। অতিবর্ষণ আবার ফসলের ক্ষতিও করে। বর্ষার পানিতে ডুবে ধান বা অন্য ফসল নষ্ট হয়ে গেছে—এমন অবস্থাও দেখা যায়। বেশির ভাগ সময় বর্ষাকালেই অতিবৃষ্টি বা পাহাড়ি ঢলে বন্যা হয়। তখন মানুষের দুর্গতির অন্ত থাকে না। ঘরবাড়ি ডুবে যায়। জানমালের ক্ষতি হয়। গবাদি পশু বাঁচানো যায় না। ঘর ভেঙে যায়। আশ্রয়কেন্দ্রে গিয়েও রক্ষা পান না অনেকে। ডায়রিয়া, সাপের কামড়, টাইফয়েডের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। নানাভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হন মানুষ।

গরমে অতিষ্ট হয়ে নারী শিশুরা 'আল্লাহ্ মেঘ দে পানি দে' গান গেয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরে মুষ্টিধান সংগ্রহ করে। সেই ধানে সিন্নি রান্না করে জলের দেবতাকে পূজা দিয়ে তুষ্ট করা হয় বৃষ্টি দেওয়ার জন্য। দেবতা তুষ্ট হন কিনা জানি না বৃষ্টি নামে দু একদিনেই। অপরদিকে অনবরত বর্ষা বন্ধের জন্য মায়ের একমাত্র সন্তানকে এক ঘটি জল দিয়ে উঠানে পাঠিয়ে একটা জল চৌকিতে রাখতে বলা হয়। কিছুক্ষণ পরই বৃষ্টি থেমে যায়। এগুলো অবশ্যই কাকতালীয়, তবুও বিশ্বাসে মিলায় বস্তু। তবে এগুলো আমাদের লোকাচারের অংশ হয়ে আছে। এই আচারগুলো আমাদের দেশজ সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ।

বর্ষার গানে কবিতায় বাংলা সাহিত্য ঋদ্ধ। বর্ষা বন্দনায় মুখর বাঙালির কাব্যচর্চা। বর্ষাকালে আকাশে মেঘের আনাগোনা, রঙ বদলানো সবই দেখার বিষয়, অনুভবেরও। তেমনি বৃষ্টির নানান ধারায় ঝরে পড়াও দ্রষ্টব্য। কখনো ঝিরঝির বৃষ্টি, কখনো ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টি, কখনো মুষলধারে বৃষ্টি, কখনোবা সাময়িক বিরতিতে বৃষ্টি এসবেরই বর্ণনা পাওয়া যায় গল্প, উপন্যাস বা ছন্দবদ্ধ কবিতায়। বর্ষার নূপুর-নিক্কন বাঙালির মনে দোলা দেয়। তাই বর্ষা রোম্যান্টিক আবেগী বাঙালির উদ্‌যাপনের। সেজন্যই শহুরে বাঙালি কংক্রিটের শহর জীবনকে আনন্দমুখর করতে আষাঢ়ের প্রথমদিনে বর্ষার আগমনবার্তা চারিদিকে ছড়িয়ে দেয় গান-নাচ-আবৃত্তির পরিবেশনা আর কথকতায়। বৃক্ষমেলা হয় এ সময়ে। শান্তিনিকেতনে কবিগুরু বৃক্ষরোপণ উৎসবের প্রচলন করেছেন বর্ষাকালে। এদিন গাছের চারা হাতে 'মরু বিজয়ের কেতন উড়াও হে শূন্যে...' গানটি গেয়ে আশ্রম শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদক্ষিণ করে।

বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে বর্ষাকে আবাহন করে বর্ষা উৎসব উদযাপন করে। শুরুতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের বকুলতলায়, তারপর একই অনুষদের লিচুতলায় বর্তমানে বাংলা একাডেমির নজরুল মঞ্চে আয়োজনটি অনুষ্ঠিত হয়। গান, নৃত্য, কথিকা, আবৃত্তি, নাটিকা ইত্যাদি নিয়ে উদীচীর বিভিন্ন শাখার শিল্পীরা উপস্থিত হন অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণে। দেশবরেণ্য আমন্ত্রিত শিল্পী, অতিথিবৃন্দও আসেন উৎসবের আনন্দ ও পরিবেশনায় পালক যুক্ত করতে। উদীচীর বর্ষা উৎসব এগিয়ে যাক সমুখপানে। শুধু সাংস্কৃতিক পরিবেশনাতেই নয়, প্রাণ-প্রকৃতি রক্ষার আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে উদীচী যেন বাংলার শ্যামলিমাকে রক্ষা করতে পারে এই প্রত্যাশা।

KARNAFULLY HOME CARE

KARNAFULLY HOME CARE

[কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসের আরেকটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান]

সততা এবং বিশ্বস্ততাই আমাদের বৈশিষ্ট্য

মেডিকেইড অনুমোদিত
CDPAP - এর আওতায়
আপনার পছন্দসই প্রিয়জনকে
সর্বোচ্চ স্বাস্থ্যসেবা
প্রদানের মাধ্যমে
অর্থ উপার্জন করুন

NYS
Department of
Health CDPAP

Mohammed Hasem, MBA
President and CEO

হোম কেয়ার সার্ভিস
নিলে আপনিও পেতে পারেন
প্রতি মাসে বাড়ি ভাড়া বাবদ
সর্বোচ্চ $৮০০ । আজই আসুন

347-621-6640
Fax: 347-338-6799
karnafullyhc@gmail.com
hasem@lovetocarehhc.com
info@lovetocarehhc.com

Main Office
167-18 Hillside Avenue, 2nd Fl
Jamaica, NY, 11432

Jackson Heights Branch
37-20 74th Street, 2nd Fl
Jackson Heights, NY, 11372

Buffalo Branch
1114 Walden Avenue
Buffalo, NY, 14211

www.lovetocarehc.com

মহাকাল অ্যাসাঞ্জদেরই মনে রাখবে

সেলিম খান

দীর্ঘ ১৪ বছর পর নিজ দেশ অস্ট্রেলিয়ায় ফিরে গেছেন জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জ, উইকিলিকসের প্রতিষ্ঠাতা। দেশ ছাড়ার আগে যারা ছিল না, এখন তারা আছে। স্ত্রী ও দুই মেয়ে। অর্থাৎ, পরিবারের কাছে ফিরে গেছেন তিনি। আসাঞ্জের মুক্তি যেমন বহু মানুষকে, বিশেষ করে যারা বাকস্বাধীনতা ও সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী, তাদের স্বস্তি দিয়েছে, তেমনি জন্ম দিয়েছে অনেক প্রশ্নেরও। যে কারণে তাঁর এই দীর্ঘ লড়াই, তা কী শুধু পরিবারের কারণে বা নিজেকে রক্ষার তাগিদে আত্মসমর্পণ করতে পারে? মহাশক্তিধর দেশের গোপন নথি প্রকাশকে অ্যাসাঞ্জ বা তাঁর সমর্থকেরা কোনো অন্যায় বলে মনে করেননি। তাঁরা সব সময় একে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা হিসেবেই দেখেছেন। সেই অ্যাসাঞ্জ কিনা ২০২৪ সালের মধ্যভাগে এসে বোঝাপড়ার ভিত্তিতে মার্কিন আদালতে দোষ স্বীকার করে নিজেকে মুক্ত করার ব্যবস্থা করলেন! ফলে নানা প্রশ্ন ওঠাই স্বাভাবিক।

কিন্তু যিনি লড়াই চালাচ্ছিলেন, তাঁর দিকটাও দেখতে হবে। অস্ট্রেলিয়ার নাগরিক ও পেশায় কম্পিউটার বিজ্ঞানী অ্যাসাঞ্জ প্রথম থেকে প্রমাণ দিয়েছেন, তিনি একজন ভিন্ন গোত্রের ব্যক্তিত্ব। সমর্থকেরা তাঁকে বাকস্বাধীনতার লড়াইয়ে চ্যাম্পিয়ন এবং স্বচ্ছতার প্রশ্নে নায়ক হিসেবে দেখেন। ভাবেন, মহাক্ষমতাধরের চোখে চোখ রেখে কথা বলতে পারেন। আর বিরোধিতাকারীরা তাঁকে একজন বেপরোয়া ব্যক্তি হিসেবে দেখেন, যিনি অন্যের জীবন ও জাতীয় নিরাপত্তা বিপন্ন করার পক্ষে যথেষ্ট। ফলে অ্যাসাঞ্জ কতটুকু দোষী আর কতটা নির্দোষ, তা নিক্তি মেপে হিসাব করা অত্যন্ত জটিল। এর সাথে আইন, নীতি-নৈতিকতা এবং ভূ-রাজনৈতিক বিবেচনা জড়িয়ে। সে কারণে এক কথায় উত্তর দেওয়া সম্ভব না।

জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জ ২০০৬ সালে প্রতিষ্ঠা করেন উইকিলিকস। তাঁর উদ্দেশ্যই ছিল ক্ষমতাধর রাষ্ট্র, প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির চেপে যাওয়া তথ্য জনসমক্ষে আনা, যাতে মানুষ তাদের প্রকৃত স্বরূপ জানতে পারে। বিশ্বের প্রায় সকল সংবাদমাধ্যমে যে ধারা চলে আসছে, তা সরকারি বয়ানে প্রচার মাত্র অথবা সরকার যতটুকু অনুমোদন করে তারই প্রতিফলন। মোদ্দা কথা বিনা বাক্য ব্যয়ে সবকিছু মেনে নেওয়া। ক্ষমতাকে প্রশ্ন না করা। যার যত বেশি ক্ষমতা, সে তত প্রশ্নহীন আনুগত্যের অধিকারী। কিন্তু বিশ্বের সব মানুষ তো এখনো ওই কাতারে চলে যায়নি। কিছু 'বেয়াড়া' লোকজন সব সময় ছিল, আছে, থাকবে। অ্যাসাঞ্জ তেমনই একজন। রাষ্ট্রীয় মিথ্যার অবগুণ্ঠন খুলে তাকে কাপড়হীন করে তোলাই তাঁর অপরাধ।

জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল রাষ্ট্রের গোপন নথি প্রকাশের। নথি সরবরাহকারী নাম প্রকাশে অস্বীকৃতি জানানো। কিন্তু এটাই তো সাংবাদিকতার প্রাথমিক পাঠ। ক্ষমতাধর রাষ্ট্র/ সরকার/ প্রতিষ্ঠান/ ব্যক্তি যা গোপন করতে চায় সংবাদমাধ্যমের দায়িত্ব সেটাই প্রকাশ করা। অ্যাসাঞ্জ সেই কাজটি করছেন। তিনি কোনোখান থেকে তথ্য চুরি করেছেন, এ অপবাদ তাঁকে কেউ দিতে পারবে না। এই কাজ তো ১৯৭০-এর দশকে ওয়াশিংটন পোস্টের দুই সাংবাদিক বব উডওয়ার্ড ও কার্ল বার্নস্টেইন করেছেন, যা আজও ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারি নামে পরিচিত। পেন্টাগন পেপার্স ফাঁস করে দিয়েছিল নিউইয়র্ক টাইমস। কই, তাদের তো কেউ কাঠগড়ায় দাঁড় করায়নি।

তাহলে অ্যাসাঞ্জ যখন আমেরিকার ক্ল্যাসিফায়েড ডকুমেন্টস বা অপ্রকাশিত গোপন নথিপত্র ফাঁস করে দেন তাঁর ওয়েবসাইটে, সেটা বাক স্বাধীনতার স্বঘোষিত রক্ষকেরা মানতে পারেন না কেন? সেখানে ইরাক ও আফগানিস্তানের যুদ্ধের লগ, গুয়ানতানামো বে কারাগারে বন্দীদের সাথে আচরণের তথ্য এবং আমেরিকার বিভিন্ন দূতাবাস থেকে পাঠানো তারবার্তা ছিল বলে? ব্র্যাডলি ম্যানিং নামে এক তরুণ মার্কিন সেনাসদস্যের কাছ থেকে এসব তথ্য তিনি পেয়েছিলেন। যদিও অ্যাসাঞ্জ হাজারো বিপদের মধ্যে কখনো তাঁর নাম বলেননি। ম্যানিং না স্বীকার করলে কেউ হয়তো সহজে জানতে পারত না এই সাহায্যের কথা। (এখানে বলে রাখা দরকার, ব্র্যাডলি ম্যানিং পরে লিঙ্গ পরিবর্তন করে পুরুষ থেকে নারী হয়েছেন। এখন তিনি চেলসি ম্যানিং নামে পরিচিত। লেখার পরের অংশে তাঁকে চেলসি নামে উল্লেখ করা হবে।)

> ▶ অ্যাসাঞ্জের সৌভাগ্য তিনি কোনো তৃতীয় বিশ্বের দেশের নাগরিক নন। এ কারণে মার্কিন আদালতে দোষ স্বীকারের মুচলেকা দিয়ে তিনি অস্ট্রেলিয়া ফিরে যেতে পেরেছেন। তবে জনমতের চাপে অস্ট্রেলিয়ার বর্তমান সরকার যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যকে সমঝোতার মাধ্যমে মুক্তি দিতে বাধ্য করতে পেরেছে।

২০১০ সালে উইকিলিকসে আমেরিকার গোপন নথি ফাঁস হওয়ার পরে নড়েচড়ে বসে বড় বড় সংবাদমাধ্যম। ব্রিটেনের গার্ডিয়ান, ফ্রান্সের লে মদেঁ, স্পেনের এল পাইস, জার্মানির ডের স্পাইজেল ও আমেরিকার নিউইয়র্ক টাইমসের মতো গণমাধ্যম ছিল এই কাতারে। তারা উইকিলিকসের তথ্য যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে প্রকাশ করে। কিন্তু যখনই অ্যাসাঞ্জ বুঝতে পারেন, কোনো বিষয় একটু রেখেঢেকে প্রকাশ করা হচ্ছে, তখনই তিনি ওই সংক্রান্ত সব নথি তাঁর সাইটে উন্মুক্ত করে দেন। একই অভিযোগে অ্যাসাঞ্জ বা চেলসির বিরুদ্ধে আমেরিকা অভিযোগ আনলেও এই বড় বড় সংবাদমাধ্যমের ব্যাপারে টু শব্দটিও করা হয়নি। ফলে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা বা বাকস্বাধীনতা কার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে আর কে বাদ যাবে, এ নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন তখনই ছিল, এখনো আছে। সবাইকে ভিন্ন ভিন্ন পাল্লায় মাপতে গিয়ে আমেরিকা নিজেকে প্রশ্নের মুখে ফেলে দিয়েছে।

এবার দেখা যাক এই 'অপরাধ'-এর জন্য গত ১৪ বছরে অ্যাসাঞ্জকে কতটা মূল্য দিতে হয়েছে। ২০১০ সালে প্রথম তিনি আটকে যান যুক্তরাজ্যে। সেখানে যখন তাঁকে কোনো অপরাধে কারাগারে পাঠানো যাচ্ছিল না, তখনই সুইডিশ কর্তৃপক্ষ অ্যাসাঞ্জের বিরুদ্ধে দুজন নারীর সাথে যৌন অসদাচরণের অভিযোগের জন্য গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে। অ্যাসাঞ্জ অভিযোগ অস্বীকার করেন এবং দাবি করেন, এ অভিযোগ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। এই অভিযোগে সুইডেনে প্রত্যর্পণ এড়াতে অ্যাসাঞ্জ লন্ডনে ইকুয়েডর দূতাবাসে আশ্রয় চান। এ নিয়েও চলতে থাকে আইনি লড়াই। শেষ পর্যন্ত ২০১২ সালে ইকুয়েডর তাঁকে তাদের দূতাবাসে আশ্রয় দেয়। ছয় বছর ছিলেন সেখানে। সাংবাদিক গ্লেন গ্রিনওয়াল্ড তখন অ্যাসাঞ্জের থাকার জায়গা নিজেই দেখে এসেছিলেন। তাঁর কথায়, এই ছয় বছরে অ্যাসাঞ্জের শরীরে কখনো সূর্যের আলো লাগেনি। কারণ যে দুই কক্ষের মধ্যে তিনি ছিলেন তার চারপাশে সর্বক্ষণ ছিল ব্রিটিশ পুলিশের কড়া পাহারা। ২০১৯-এ ট্রাম্প প্রশাসনের চাপে নত হয়ে ইকুয়েডর বের করে দেয় অ্যাসাঞ্জকে।

ব্রিটিশ পুলিশ গ্রেপ্তার করে উইকিলিকসের প্রতিষ্ঠাতাকে। ঠাঁই হয় বেলমার্শ কারাগারে, যাকে কিনা গুয়াতানামো বে কারাগারের সাথে তুলনা করা হয়। আসলেই অ্যাসাঞ্জ কত দুর্ধর্ষ অপরাধী ছিলেন বুঝুন! এই কারাগারে পাঁচ বছর থাকাকালে অধিকাংশ সময় তাঁর কেটেছে একক নির্জন কারাকক্ষে। এর সাথে তাঁর মাথার ওপর সব সময় খড়্গ হয়ে ঝুলছিল আমেরিকার হাতে তাঁকে তুলে দেওয়ার চাপ। আর একবার সেখানে গেলেই আজীবনের জন্য কারাবাস, এমনকি মৃত্যুদণ্ড হতে পারত। একটা মানুষ, যার অপরাধ নিয়ে বিতর্ক আছে, সে আসলে কত দিন এই ধরনের চাপ নিতে পারে।

অ্যাসাঞ্জের সৌভাগ্য তিনি কোনো তৃতীয় বিশ্বের দেশের নাগরিক নন। এ কারণে মার্কিন আদালতে দোষ স্বীকারের মুচলেকা দিয়ে তিনি অস্ট্রেলিয়া ফিরে যেতে পেরেছেন। বিশ্বের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ গত ১৪ বছর ধরে অ্যাসাঞ্জের পাশে ছিলেন। তবে অস্ট্রেলিয়ার বর্তমান সরকার দেশের জনমতের চাপে আমেরিকা ও যুক্তরাজ্যকে সমঝোতার মাধ্যমে মুক্তি দিতে বাধ্য করতে পেরেছে। অন্য কোনো দেশ পারত কিনা, জোর দিয়ে বলা কঠিন।

ইন্টারনেটের মুক্ত জগতে মানুষের মত ও পথের বাধাহীন প্রবাহের অন্যতম নজির জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জ ও উইকিলিকস। মানব ইতিহাস জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জকে দেখবে বহুদিক থেকে। সেখানে সাহসের সাথে থাকবে শঠতা; নৈতিকতার পাশে নীতিহীনতা; আইন ও বে-আইনের সহাবস্থান। যেভাবেই দেখুক না কেন, যুগে যুগে অ্যাসাঞ্জরা এসেছেন এবং আসবেনও। প্রবল প্রতাপের বিরুদ্ধের বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বরের জন্য নিন্দিতের চেয়ে নন্দিতই হবেন বেশি। মহাকাল তাঁদেরই মনে রাখবে।

লেখক: নির্বাহী সম্পাদক, ডিজিটাল মিডিয়া, ইনডিপেনডেন্ট টেলিভিশন

Law Offices

এক্সিডেন্ট কেইসেস

মেডিক্যাল ম্যালপ্র্যাকটিস ও হাসপাতালের ত্রুটিপূর্ণ শিশুর জন্ম

917-282-9256

(To schedule appointment only)

বিনামুল্যে পরামর্শ, প্রয়োজনে এটর্নী আপনার বাসায় অথবা হাসপাতালে আসবেন

Moin Choudhury, Esq.
Attorney at Law
এটর্নী মঈন চৌধুরী

আমরা অতীতে আমাদের ক্লায়েন্টদের জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি।

নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, মিশিগান
পেনসিলভেনিয়া, কানেকটিকাট, ফ্লোরিডা
জর্জিয়া ও ভার্জিনিয়াতে
আমাদে সহযোগী - লাইসেন্স প্রাপ্ত এটর্নীরা
আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

Timothy Bompart, Esq
Attorney at Law

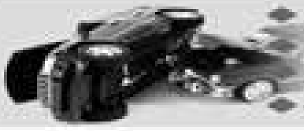

- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা,
- কাজের জায়গায় দুর্ঘটনা
- ট্রিপ এন্ড ফল
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম

এপয়েন্টমেন্টের জন্য কল করুন
৯১৭-২৮২-৯২৫৬

- কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
- ট্রিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- লেড পয়জনিং

ইমিগ্রেশন
- পলিটিক্যাল এসাইলাম
- বিনা পরীক্ষায় নাগরিকত্ব
- এডজ্যাস্টম্যান্টে অব স্টেটাস (গ্রীন কার্ড)

IMMIGRATION
- স্টুডেন্ট ভিসা
- ইনভেষ্টমেন্ট ভিসা
- বৈবাহিক সূত্রে গ্রীন কার্ড
- ডিপোর্টেশন কেইসেস
- ভিজিট ভিসা - এক্সটেনশন সহ
- সকল প্রকার ইমিগ্রেশন

সকল প্রকার ইমিগ্রেশন বিষয়ে কনসালটেশন ফি নুন্যতম ৫০ ডলার

Law offices of Timothy Bompart

37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Moin Choudhury Law Firm, P.C 292000 Southfield Road, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Immigration Petitions & Adjustment of Status.

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court. Prior result do not guarantee the outcome of any future cases.

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ

B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সুযোগ

- ব্যাবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সুযোগ

-যারা এক বছর বা তার আগে গ্রীনকার্ডের জন্য এপ্লাই করে অপেক্ষা করছেন তাদের জন্য রয়েছে সুখবর।

-আমরা এখন H1B ও EB5 এর ব্যাপারেও সহায়তা করি।

স্বনামধন্য আমেরিকান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি

FRANCHISE BROKER ACADEMY
Member

H1B	L1A VISA
EB5	E2 VISA
POLITICAL ASYLUM	

Captor USA, Inc.

Franchise & Business Consulting Firm

37-16, 73rd Street, Suite #402, Jackson Heights, NY 11372
Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590
Cell: (201) 456-3103, (646) 707 9067; Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com
New address 37-16, 73 street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

হটলাইন : +১ ২০১ ৪৫৬ ৩১০৩
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

প্রথম আলো
Prothom Alo North America

জাফর মাহমুদের প্রার্থীতায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই'র সমর্থন

উত্তর আমেরিকা অফিস

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন ইউএসএ ইউনাইটেড ফর প্রোগ্রেস এর ১৪ দফা এজেন্ডার প্রতি সমর্থন জানিয়েছে । ডেমোক্রেট প্রাইমারি ইলেকশনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় জয়ী কুইন্স কাউন্টি কমিটি মেম্বার আবু জাফর মাহমুদের প্রতিও আগামী নির্বাচনে সমর্থন জানানোর কথা ঘোষণা করেছেন ওই সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

৫ জুলাই শুক্রবার রাতে জ্যাকসন হাইটস এর নবান্ন রেঁস্তোরায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন এক অনির্ধারিত বৈঠকে আমন্ত্রণ জানান ড. আবু জাফর মাহমুদকে। এসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দ আমেরিকার আগামী নভেম্বরের নির্বাচনকে সামনে রেখে ড. মাহমুদের পক্ষে কাজ করার জন্য একটি রূপরেখা তুলে ধরেন। তারা বাংলাদেশের আন্ত: বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই এসোসিয়েনের সঙ্গে বৈঠক আয়োজনের কথাও জানান। বৈঠকে উপস্থিত থাকার জন্য আবু জাফর মাহমুদের সম্মতি প্রত্যাশা করেন।

ড. আবু জাফর মাহমুদ বলেন, আমেরিকার পরীক্ষিত নেতৃবৃন্দ তথা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের আগ্রহে তিনি ডেমোক্রেট প্রাইমারি নির্বাচনে অবতীর্ণ হন। ডেমোক্রেট রাজনীতিতে তার এই সক্রিয় অবস্থান আমেরিকার রাজনীতি তথা গণমানুষের সেবা করার এক অনন্য সুযোগ। তিনি বলেন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশনির নেতৃবৃন্দ একতাবদ্ধ হয়ে আমাকে তথা আমাদের সংগঠন পিপল আপের প্রতি সমর্থন জানিয়ে এই প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়েছেন।

এতে উপস্থিত ছিলেন চিটাগাং ইউনিভার্সিটি অ্যাল্যামলানাই এসোসিয়েশন নর্থ আমেরিকার সভাপতি মাহমুদ আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক আবু নোমান সরকার, সহ সভাপতি এস এম ইকবাল ফারুক, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক, ইয়াসমিন ফাত্তাহ ঝর্ণা প্রমুখ।,

টাকা হাতিয়ে নিতেই ব্যারিস্টার সুমনকে হত্যার হুমকি!

হবিগঞ্জ প্রতিনিধি

ব্যারিস্টার সুমন

সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার সৈয়দ সায়েদুল হক সুমনকে হত্যা নয়, প্রতারণার মাধ্যমে তার কাছ থেকে টাকা হাতিয়ে নেওয়াই ছিল গ্রেপ্তার সোহাগ মিয়ার উদ্দেশ্য। তিনি পেশায় একজন প্রতারক। তার বিরুদ্ধে একাধিক প্রতারণার মামলা রয়েছে। এর আগে গ্রেপ্তারও হন তিনি।

১০ জুলাই বুধবার বিকেলে নিজ কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান হবিগঞ্জের পুলিশ সুপার মো. আক্তার হোসেন। গ্রেপ্তার সোহাগ মিয়া মৌলভীবাজারের কুলাউড়া উপজেলার হিংগাজিয়া (মোবারকপুর) গ্রামের মন্তাজ মিয়ার ছেলে।

সংবাদ সম্মেলনে পুলিশ সুপার জানান, সোহাগ মিয়া ওরফে সুমেল মিয়া চুনারুঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে (ওসি) খুদেবার্তা পাঠিয়ে জানান, ব্যারিস্টার সুমনের জীবন ঝুঁকিতে রয়েছে। তাকে হত্যা করা হতে পারে। পরে এ বিষয়ে ২৮ জুন চুনারুঘাট থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করা হয়।

ডেমোক্র্যাট নেতারা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সংবাদমাধ্যমটি জানিয়েছে, ৭ জুলাই রোববার ডেমোক্রেটিক দলের নেতাদের মধ্যে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকের বিষয়ে জানান এমন ব্যক্তিদের বরাতে বলা হচ্ছে, ওই বৈঠকে উপস্থিত অন্য দলনেতারা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে বাইডেনের জয়ের সম্ভাবনা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তবে বিষয়টি নিয়ে প্রকাশ্যে কোনো মন্তব্য করেননি নেতারা।

আগামী নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হতে চলা নির্বাচনের আগে নির্বাচনী বিতর্কে ট্রাম্পের কাছে নাস্তানাবুদ হন বাইডেন। পরে ৮১ বছর বয়সী বাইডেনের বয়স ও শারীরিক সক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন জোরদার হয়। বিতর্ক পরবর্তী জরিপেও জনসমর্থনে এগিয়ে জায় ট্রাম্প। ফলে বাইডেনের প্রার্থিতা প্রত্যাহার নিয়ে শুরু হয় আলোচনা। নির্বাচন ঘনিয়ে আসতেই সেই আলোচনা জোরদার হচ্ছে।

গত সপ্তাহে প্রথম ডেমোক্র্যাট নেতা হিসেবে বাইডেনের প্রতি সমর্থন তুলে নেন লয়েড ডগেট। পাশাপাশি তাকে

> গত সপ্তাহে প্রথম ডেমোক্র্যাট নেতা হিসেবে বাইডেনের প্রতি সমর্থন তুলে নেন লয়েড ডগেট। পাশাপাশি তাকে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান।

নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান। প্রায় একই সময়ে বাইডেনের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় ডেমোক্র্যাটের অন্যতম প্রধান অর্থদাতা ডিজনি পরিবার। পরে এ তালিকায় আরও কয়েকজন নেতা ও অর্থদাতারাও যুক্ত হন।

এদিকে বাইডেন সাফ জানিয়ে দিয়েছেন নির্বাচন থেকে তিনি সরবেন না। সম্প্রতি এবিসি নিউজকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বাইডেন বলেন, একমাত্র ঈশ্বর চাইলেই কেবল নির্বাচন করবেন না তিনি। নিজেকে শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্বাচন করার জন্য সক্ষম বলেও দাবি বলেন এই মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

বাইডেন কি আত্মসমর্পণ করবেন?

প্রথম পৃষ্ঠার পর

নির্বাচনের মাত্র চার মাসের কম সময়ের আগে নতুন প্রার্থী নিয়ে ডেমোক্র্যাটরা কিছুই করতে পারবে না। যুক্তরাষ্ট্রের মতো বিশাল দেশে একটি নির্বাচনি প্রচারণার কাঠামো প্রস্তুত করাটাই সময়ের ব্যাপার। এছাড়া ডেমোক্র্যাট দলে জো বাইডেনের পর ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসের অবস্থান থাকলেও তাঁকে নিয়ে কারো কোন আশাবাদ নেই। জো বাইডেন সরে দাঁড়ালেও কমলা হ্যারিস ডেমোক্র্যাট প্রার্থী হয়ে যাবেন এমন কোনো দলীয় বিধান নেই। যা করতে হয় দলের কনভেনশনে করতে হবে। আগস্টের ১৯ তারিখ দলের জাতীয় কনভেনশন। প্রাইমারিতে জয় করে আসা জো বাইডেন স্বেচ্ছায় সরে দাঁড়ালেও কনভেনশনের আগে অন্য কোন প্রার্থী ঘোষণা দিতে পারবে না দলটি। জাতীয়ভাবে ডেমোক্র্যাট দলের এমন কোন তারকা নেই এখন, যাকে নিয়ে একটা বড় তোলপাড় সৃষ্টি হতে পারে এবং হতাশ ডেমোক্র্যাটদের এ স্বল্প সময়ে চাঙ্গা করা সম্ভব হবে।

আসছে নভেম্বরের নির্বাচনে সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প হেসে খেলেই জয়ী হবেন বলে মনে হচ্ছে। এ অবস্থার মধ্য দিয়ে আমেরিকার রাজনীতিতে গুণগত প্রতিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে। মার্কিন উগ্র জাতীয়তাবাদই হচ্ছে ট্রাম্পের দর্শন। এ উগ্রতাকে সংহত করতে গিয়ে যা করার, তাই করবেন ট্রাম্প। ডেমোক্র্যাটদের এবারের প্রত্যাশা ছিল, কংগ্রেসে অল্প কয়েকটি আসনে পিছিয়ে থাকা অবস্থা থেকে নির্বাচনের মাধ্যমে কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করা। মাত্র তিন মাস আগের জরিপেও এমনটি প্রত্যাশা করার অনেক কারণ ছিল। এখন নিউইয়র্ক, নিউজার্সির মতো ডেমোক্র্যাট প্রধান রাজ্যগুলোতেও জো বাইডেনের জনপ্রিয়তা তলানিতে নেমেছে। বহু কারণে বিভক্ত এবং হতাশ ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে আগামী নির্বাচন নিয়ে কোন উচ্ছ্বাস নেই। ফলে অনেকেই ভোট দেয়ার জন্য কেন্দ্রে পর্যন্ত যাবে না। ডেমোক্র্যাট ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে অল্প উপস্থিতির ফলাফল শুধু ট্রাম্পের পক্ষেই যাবে না, যাবে রিপাবলিকান কংগ্রেস বা সিনেট প্রার্থীর পক্ষেও। অল্প ব্যবধানে সিনেটে ডেমোক্র্যাটদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলেও, নভেম্বরে সিনেট রিপাবলিকানদের দখলে যাওয়াটা অনেকটাই নিশ্চিত।

আমেরিকার ইতিহাসে সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প শুধু পুনর্নির্বাচিত হয়েই ইতিহাস সৃষ্টি করবেন না। একই সাথে কংগ্রেস, সিনেটের দখল রিপাবলিকানদের হাতে যাচ্ছে। সুপ্রিমকোর্টে আগে থেকেই ট্রাম্প ঘরানার রক্ষণশীল বিচারকদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে। রাষ্ট্রের সবগুলো স্তম্ভে নিজেদের দল ও আদর্শের উপর নির্ভর করে ডোনাল্ড ট্রাম্প কী করবেন, কতটা বেপরোয়া হয়ে উঠবেন, এ নিয়ে শঙ্কিত আমেরিকার উদারনৈতিক ও মধ্যপন্থীরা।

সাবেক স্পীকার ন্যান্সি পেলোসী পর্যন্ত বলে ফেলেছেন, নির্বাচনের প্রার্থিতা থেকে সরে দাঁড়ানোর বিষয়টি এখন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের ইচ্ছার উপর নির্ভর করছে। দলের মধ্য থেকেই ক্রমাগত সামনে আসা চাপ মোকাবেলা করে জো বাইডেনের প্রার্থীতায় থাকার কোন সুযোগ দেখছেন না রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। আগামী সপ্তাহের মধ্যেই এ নিয়ে ঘোষণা আসার পর ডেমোক্র্যাটরা কোন প্রার্থী নিয়ে কীভাবে মাঠে নামবেন, এ নিয়ে অবশ্য কোন প্রকাশ্যে কথা নেই কারো মুখে। সময় ও বয়সের কাছে পরাজিত জো বাইডেন পরিস্থিতির কাছে অসহায় আত্মসমর্পণ করা ছাড়া আর কী করতে পারেন?

আন্দোলন চলবে, উত্তাল ঢাকা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

নিয়ে শাহবাগের দিকে অগ্রসর হন।

গত কয়েকদিনের তুলনায় বৃহস্পতিবার অধিক প্রস্তুতি ও সতর্কতা নিয়ে মাঠে নামতে দেখা গেছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে।

তবে, শিক্ষার্থীরা ব্যারিকেড ভেঙে মোড়ে চলে যান এবং সেখানে অবস্থান নেন।

এসময় কাউকে কাউকে পুলিশের এপিসির উপরও উঠে বসতে দেখা গেছে।

দেশের অন্যান্য স্থানেও বাংলা ব্লকেড পালন করছেন শিক্ষার্থীরা। সবখানেই আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারীবাহিনীর ব্যাপক উপস্থিতি দেখা গেছে।

দুপুরে ডিএমপি'র পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল, "যদি আন্দোলনের নামে জনদুর্ভোগসৃষ্টি করা হয় তাহলে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।"

"বাংলা ব্লকেড" কর্মসূচি চলাকালে কুমিল্লায় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পুলিশের ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া ও সংঘর্ষে অন্তত ১৫ জন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। আহতদের মধ্যে শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি সাংবাদিকও আছেন। কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

শিক্ষার্থীরা ঢাকা-চট্রগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ করার জন্য ক্যাম্পাস থেকে মিছিল নিয়ে বের হলে বাধা দেয় পুলিশ। এ সময় উত্তেজনাকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। এক পর্যায়ে সেটি ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া ও সংঘর্ষে রূপ নেয়।

এর বাইরে রাজধানীর আগারগাঁও এবং চট্টগ্রাম ও সাভারেও সড়ক অবরোধ করেছেন শিক্ষার্থীরা।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে বিপুল সংখ্যক পুলিশের উপস্থিতি দেখা গেছে। ঢাকা আরিচা মহাসড়কের ওই অংশে আপাতত বন্ধ আছে যান চলাচল।

সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে এ নিয়ে টানা ১১ দিন ধরে কর্মসূচি পালন করছেন দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা।

স্লোগানের পাশাপাশি শাহবাগে জড়ো হওয়া আন্দোলনকারীরা রাস্তায় অবস্থান নিয়ে প্রতিবাদী গান ও কবিতা আবৃত্তি করেন।

এসময় সেখান থেকে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের বাধা দেয়া ও হামলার নিন্দা জানানো হয়। এসব হামলায় বেশ

> সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে এ নিয়ে টানা ১১ দিন ধরে কর্মসূচি পালন করছেন দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। স্লোগানের পাশাপাশি শাহবাগে জড়ো হওয়া আন্দোলনকারীরা রাস্তায় অবস্থান নিয়ে প্রতিবাদী গান ও কবিতা আবৃত্তি করেন।

কয়েকজন শিক্ষার্থী আহত হয়েছেন বলে দাবি আন্দোলনকারীদের।

শাহবাগে যখন কোটা সংস্কারের দাবিতে শিক্ষার্থীদের 'ব্লকেড' চলছে তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্যে অবস্থান নেয় ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা।

ছাত্রলীগ সভাপতি সাদ্দাম হোসেনসহ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার নেতাদেরও সেখানে বক্তব্য রাখতে দেখা গেছে। এর আগে দুপুরে মধুর ক্যান্টিনে কোটা ইস্যুতে সংবাদ সম্মেলন করে ছাত্রলীগ।

সেখানে "এ আন্দোলনে কোনো প্রতিপক্ষ নেই" মন্তব্য করে সাদ্দাম বলেন, ইস্যুভিত্তিক আন্দোলনকে প্রলম্বিত করে রাজনৈতিক রূপ দেওয়া চেষ্টা করা হচ্ছে।"

কোটা নিয়ে সাম্প্রতিক আন্দোলন যে কারণে

২০১৮ সাল পর্যন্ত সরকারি চাকরিতে ৫৬ শতাংশ কোটা প্রচলিত ছিল বাংলাদেশে। তার মাঝে ৩০ শতাংশই ছিল মুক্তিযোদ্ধা কোটা।

বাকি কোটার মাঝে ১০ শতাংশ নারী কোটা, ১০ শতাংশ জেলা কোটা, ৫ শতাংশ কোটা ছিল ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের জন্য এবং এক শতাংশ কোটা ছিল প্রতিবন্ধীদের।

ওই বছরই বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা কোটা সংস্কারের দাবিতে কোটাবিরোধী আন্দোলন শুরু করে। শিক্ষার্থীদের দাবি ছিল যে কোটা ৫৬ শতাংশ না হয়ে ১০ শতাংশ করা হোক।

তাদের দাবির মুখে সে বছর প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণির চাকরিতে পুরো কোটা পদ্ধতিই বাতিল করে একটি পরিপত্র জারি করেছিল জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

সেসময় কোটা পদ্ধতি বাতিলের বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংসদে বলেছিলেন, "কোটা পদ্ধতি থাকলেই এ ধরনের আন্দোলন হবে বার বার হবে। প্রতিবন্ধী বা ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠী যারা আছেন তাদেরকে আমরা অন্যভাবে চাকরির ব্যবস্থা করে দিতে পারবো।"

কিন্তু ২০২১ সালে কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধার সন্তান ৩০ শতাংশ মুক্তিযোদ্ধা কোটা ফিরে পাবার জন্য উচ্চ আদালতে রিট করেন এবং গত পাঁচই জুন প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির সরকারি চাকরিতে ৩০ শতাংশ মুক্তিযোদ্ধা কোটা বাতিলের সরকারি সিদ্ধান্ত অবৈধ ঘোষণা করে রায় দেয় হাইকোর্ট।

হাইকোর্টের ওই রায়ের পর গত ছয় জুন থেকেই আন্দোলন করছেন শিক্ষার্থীরা। তবে কিছুদিন আন্দোলন চললেও মুসলিমদের অন্যতম বড় ধর্মীয় উৎসব ঈদ-উল-আজহা চলে আসায় ২৯শে জুন পর্যন্ত আন্দোলন স্থগিত রাখেন শিক্ষার্থীরা।

এরপর গত ৩০শে জুন থেকে ফের আন্দোলন শুরু করেন তারা এবং পহেলা জুলাই থেকে এই আন্দোলন দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে।

বুধবার আপিল বিভাগ হাইকোর্টের সেই রায়ে চার সপ্তাহের স্থিতাবস্থার আদেশ দিলেও শিক্ষার্থীরা জানায় তারা তাদের আন্দোলন চালিয়ে যাবে। আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের দাবি সরকারকে কোটা ইস্যুর একটি স্থায়ী সমাধান করতে হবে।

১০০ কোটি ইউয়ান সহায়তা দেবে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

চীনের রাজধানী বেইজিংয়ের গ্রেট হল অব দ্য পিপলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে এক বৈঠকে চীনের প্রেসিডেন্ট এ প্রতিশ্রুতির কথা জানান। এর আগে দেশটির প্রধানমন্ত্রী লি শিয়াংয়ের সঙ্গে একই ভবনে শেখ হাসিনা আলাদা বৈঠক করেন।

বাংলাদেশের সঙ্গে বিদ্যমান কৌশলগত ও গভীর সম্পর্ককে নিবিড় অংশীদারত্বে উন্নীত করার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং। একই সঙ্গে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সম্ভাব্য সব উপায়ে বাংলাদেশকে অর্থনৈতিক সহযোগিতা দেওয়ার।

বৈঠকের পর পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাছান মাহমুদ দুই নেতার মধ্যে আলোচনার বিষয়গুলো সাংবাদিকদের জানান। তিনি বলেন, বাংলাদেশের সঙ্গে সহযোগিতার বিষয়ে কথা বলতে শিগগির চীনের একটি কারিগরি দলের ঢাকা সফরে আসার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।

বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া মিয়ানমারের রোহিঙ্গাদের বিষয়টি সি চিন পিং নিজেই বৈঠকে তোলেন। তিনি বলেন, এটি বাংলাদেশের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে চীন সব উপায়ে বাংলাদেশকে সহায়তা দেবে। মিয়ানমার সরকার ও প্রয়োজনে রাখাইনের আরাকান আর্মির সঙ্গে যোগাযোগ করে রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে ভূমিকা রাখবে চীন, এমন প্রতিশ্রুতি দেন প্রেসিডেন্ট।

আওয়ামী লীগ ও চীনের কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে সম্পর্ক গভীরতর করার ওপর গুরুত্ব দিয়ে সি চিন পিং বলেন, সুশাসনের জন্য ভালো দল দরকার।

শেখ হাসিনা চীনের সঙ্গে বাণিজ্যে ব্যবধান কমাতে বাংলাদেশ থেকে আমদানি বাড়ানো, ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে চীনা বিনিয়োগ বাড়ানো, রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধান, ব্রিকসে বাংলাদেশকে অন্তর্ভুক্ত করাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুই শীর্ষ নেতাকে সহযোগিতার অনুরোধ জানান।

চীনা নেতারা বাণিজ্য ঘাটতি কমানোসহ সব বিষয়ে বাংলাদেশকে সহযোগিতার আশ্বাস দেন। তাঁরা বাংলাদেশের সঙ্গে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সব ক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। গত ২১-২২ জুন ভারত সফরের দুই সপ্তাহ পর শেখ হাসিনা এবার চীন গেলেন।

২১ সমঝোতা স্মারক, ৭ ঘোষণাপত্র সই

দুই প্রধানমন্ত্রীর বৈঠকের পর দুই দেশ পারস্পরিক সহযোগিতার জন্য ২১টি সমঝোতা স্মারক ও ৭টি ঘোষণাপত্র সই করে। এর মধ্যে নবায়ন হওয়া দুটি স্মারকও রয়েছে।

যে ২১টি ক্ষেত্রে স্মারক সই হয়, তার মধ্যে রয়েছে ডিজিটাল অর্থনীতি, ইয়ার্লুং জাংবো (ব্রহ্মপুত্র, যমুনা) নদীতে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের তথ্য বাংলাদেশকে দেওয়া, টেকসই অবকাঠামো উন্নয়নে সরকারি ও বেসরকারি অংশীদারত্ব, ব্যাংকিং ও বিমা নিয়ন্ত্রণ, চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্যসেবা জোরদার করা, বাংলাদেশ থেকে চীনে আম রপ্তানি, অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সহযোগিতার সম্পর্ক জোরদার করা, বাংলাদেশে নবম মৈত্রী সেতু নির্মাণ ও ষষ্ঠ মৈত্রী সেতু সংস্কার, নাটেশ্বরে প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানে পার্ক নির্মাণ প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই, চায়না মিডিয়া গ্রুপ (সিএমজি) ও সিনহুয়া নিউজ এজেন্সির সঙ্গে বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার (বাসস) সহযোগিতা।

সিলেট দক্ষিণ সুরমাবাসীর'র বনভোজন ও মিলনমেলা

নিউইয়র্ক

উত্তর আমেরিকা অফিস

৭ জুলাই রোববার নিউইয়র্ক ফেরী পয়েন্ট পার্কে বার্ষিক বনেভাজন উদযাপন করেছে সিলেট দক্ষিণ সুরমাবাসী। এই বনভোজন ও মিলন মেলায় সমেবত হয়েছিলেন বিপুল সংখ্যক প্রবাসী সিলেট দক্ষিণ সুরমাবাসী সহ কমিউনিটির অনেক গুরুত্বপূর্ণ নেতৃবৃন্দ ও ব্যক্তিবর্গ । আমেরিকার মাটিতে বাংলাদেশী সুস্থ সংস্কৃতি প্রচার প্রসারের ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান সংগঠনটি তাদের এই গৌরবময় পথচলাকে আনন্দময় করতে রোববার আয়োজন করে বার্ষিক বনভোজন। কমিটির সমন্বয়কারী কফিল আহমেদ চৌধুরী, ইসতিয়াকুল হোসেন, সাহেদ আহমেদ, মজলুম আহমেদ কামরান, আব্দুল আহাদ হেলাল, রিয়াজ উদ্দিন কামরান, শাহ সেলিম, আজাদুল ইসলাম, মারুফ রশিদ, ওলিউর রহমান তোরণ, নোমান আহমদ ও শাহ কামাল উদ্দিন এবং সম্মানিত অথিতিবৃন্দ ও কমিটির অন্যান্য সদস্যদের সাথে নিয়ে বনেভাজন উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট সমাজ সেবক ও শিক্ষা অনুরাগী আব্দুর রাজ্জাক। উদ্বোধনী সঞ্চালনায় ছিলেন মজলুম আহমদ কামরান ও সাহেদ আহমেদ ।

আয়োজকদের সুন্দর পরিকল্পনা আর নিউ ইয়র্ক, নিউ জার্সি, কানেকটিকাট স্টেট্ থেকে বিপুল পরিমান অতিথিদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে দিনশেষে তাদের আয়োজন ছিলো শতভাগ সফল।

এবারের বনভোজনে দিনব্যাপী অনুষ্টানসূচিতে ছিল খেলা-ধুলা ও রাফেল ড্র। খেলাধুলায় শিশু- কিশোর, যুবক- যুবতীদের বিভিন্ন ইভেন্ট ছাড়াও ছিল মহিলা পুরুষদের বিভিন্ন ইভেন্ট। দিন শেষে খেলাধুলায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। দুপুরে ছিল নানা স্বাদের খাবারের আয়োজন। উপস্থিত সিলেট দক্ষিণ সুরমাবাসী দিনভর গল্প- গুজব, আড্ডা আর কুশল বিনিময় কাটিয়েছেন। মিলন মেলার সার্বিক সহযোগিতা করেন আব্দুর রব চৌধুরী, শাহ শানুর আহমেদ, শোয়েব আহমেদ, ফটিক মিয়া, আনসার উদ্দিন আহমেদ প্রমুখ।

এবারের বনভোজনে প্রায় ছয়শতাধিক অংশগ্রহন করেন। সবশেষে রাফেল ড্র এর মাধ্যমে মিলন মেলা শেষ হয়।

সাংবাদিকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে চায় সরকার: আরাফাত

ঢাকা ডেস্ক

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকার পেশাদার সাংবাদিকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে চায় বলে জানিয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত। গতকাল মঙ্গলবার সচিবালয়ে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের নেতাদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে তিনি এ কথা জানান।

৯ জুলাই মঙ্গলবার বিকেলে সচিবালয়ে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের নেতাদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে তিনি এসব কথা বলেন।

এ সময় ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি সোহেল হায়দার চৌধুরী, সিনিয়র সহসভাপতি নজরুল ইসলাম মিঠু, সাধারণ সম্পাদক আকতার হোসেনসহ অন্যান্য নেতারা এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে গত পনেরো বছরে গণমাধ্যমের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটেছে।

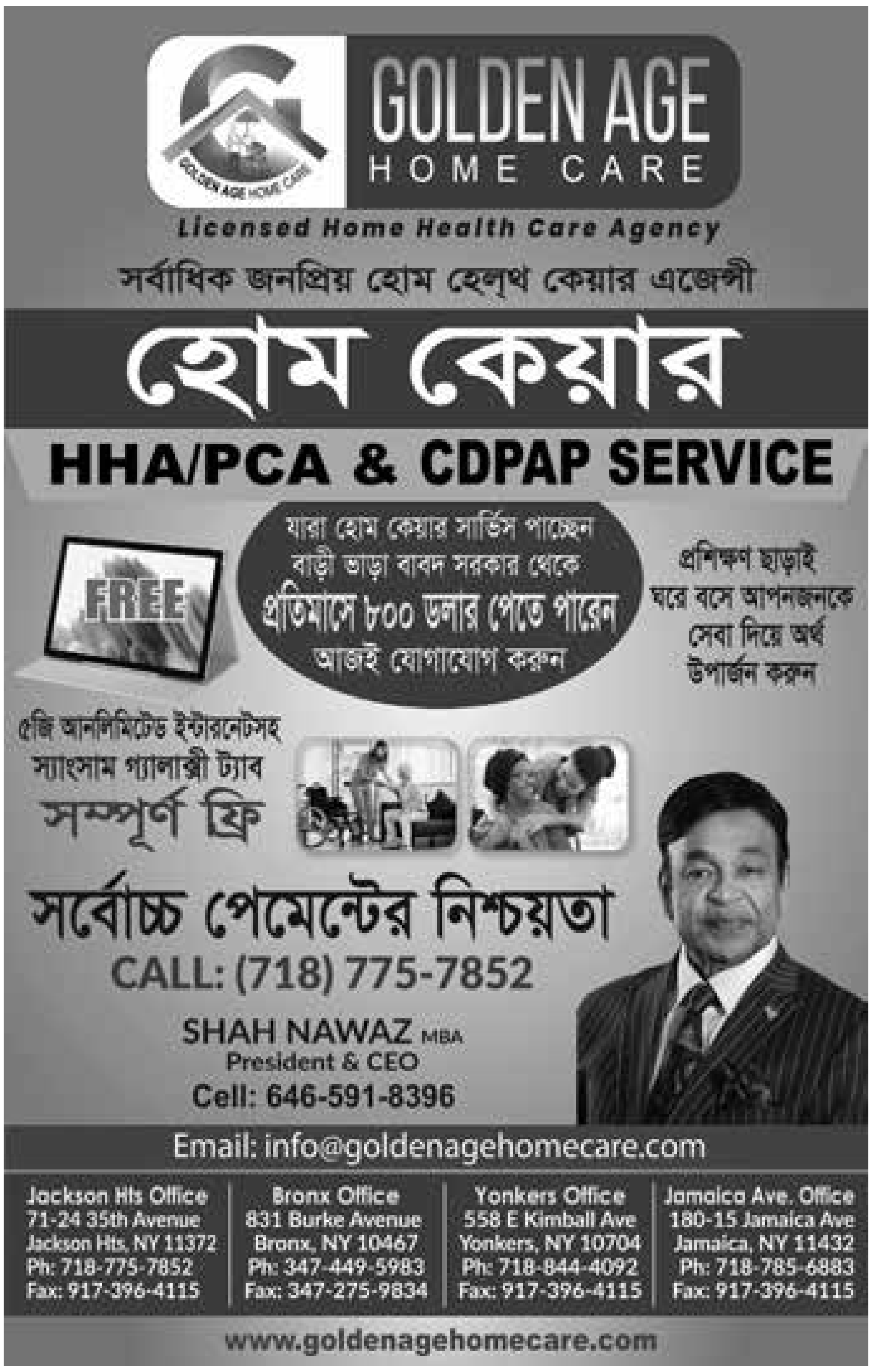

Wasi Choudhury & Associates LLC

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

SERVICES
- Represent Taxpayers for I.R.S./State Audit
- Tax Preparation: Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- Accounting: Payroll, Sales Tax, etc.
- Business Licenses
- ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

IRS e-file
IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

Member: naea NYSSEA

Wasi Choudhury, EA
Admitted to Practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক

Tel: 718-440-6712
718-205-3460
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক এর সদস্য পদ গ্রহণ / নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।

37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD

Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:
718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:	JAMAICA OFFICE:
30-04, 36th Avenue	170-12 Highland Avenue
LIC, NY 11106	Jamaica Estates, NY- 11432
Tel: 718-383-4500	www.drmrahman.com

Tax & Immigration Services

MOHAMMED PIER
Lic. Realestate Asso, Broker
EA, IRS, RTRP & notary Public
Cell: 917-678-8532

- Tax
- Immigration
- Real Estate
- Mortgage
- Notary

INCOME TAX
Income Tax Serice & Direct Deposit quick Refund & Electronic Filling

IMMIGRATION SERVICES
Citizenship & Family Application Affidavit of Support & all forms available

REAL ESTATE
For Buying & Selling houses mortgage services

IRS e-file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

বাড়ি বিক্রয়!

ব্রঙ্কস এলাকায় দুই ফ্যামেলী বাড়ি বিক্রয় করা হবে।

লোকেশন
ক্যাসেল হিল এভিনিউ, জেরেগা এভিনিউ, মরিস পার্ক এবং পেলাম পার্কওয়ে। যা বাংলাদেশি কমিউনিটির প্রাণকেন্দ্রে। বাংলাদেশী সুপার মার্কেট, মসজিদ, ট্রেন, স্কুল খুব নিকটে।

আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন:
আলি: 917-442-8648

শরীফ জামিলকে হয়রানি ও প্রাণনাশের হুমকি তৈরি হওয়া অত্যন্ত উদ্বেগজনক

হবিগঞ্জ প্রতিনিধি

শরীফ জামিল

দেশের অন্যতম পরিবেশ সংগঠক হবিগঞ্জের সন্তান, ধরিত্রী রক্ষায় আমরা (ধরা) এর সদস্য সচিব, ওয়াটারকিপার্স বাংলাদেশের সমন্বয়কারী শরীফ জামিলকে হয়রানি, মানহানী ও প্রাণনাশের হুমকি তৈরী হওয়া অত্যন্ত উদ্বেগজনক। আমরা এর নিন্দা জানাই।

সংবাদপত্রে বিবৃতি দেন বৃন্দাবন সরকারি কলেজের অব: অধ্যক্ষ বাপা হবিগঞ্জের সভাপতি অধ্যাপক মো: ইকরামুল ওয়াদুদ, হবিগঞ্জ প্রেসক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও বাপা হবিগঞ্জের সহ-সভাপতি প্রবীণ আইনজীবী এডভোকেট মনসুর উদ্দিন আহমেদ ইকবাল, বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও বাপা হবিগঞ্জের সহসভাপতি অধ্যাপক জাহান আরা খাতুন, বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা ও পরিবেশ সংগঠক মোহাম্মদ আলী মমিন, নাট্যকার সিদ্দিকী হারুন, এডভোকেট বিজন বিহারী দাস, খোয়াই রিভার ওয়াটারকিপার তোফাজ্জল সোহেল, পরিবেশকর্মী আব্দুল হান্নান, তানভীর আহমেদ, মোহাম্মদ শাহীন চৌধুরী ও সারওয়ার হোসেন।

বিবৃতিদাতারা বলেন, গত দুই দশক ধরে দেশের পরিবেশ ও প্রতিবেশ নিয়ে শরীফ জামিল লড়ে যাচ্ছেন। তাঁকে বিভিন্ন সময় নানাভাবে থামানোর চেষ্টা করা হয়েছে। একটি অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপত্তি জানানোয় তার জন্য এই ষড়যন্ত্র ও হুনকি তৈরী হয়েছে বলে জানা যায়।

ইতিমধ্যে তিনি গত ৩রা জুন ২০২৪ তারিখে এ সংক্রান্ত বিষয়ে বাড্ডা থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (২৩২ নং) করেছেন।

এ অবস্থায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে দেশের একজন সম্মানিত নাগরিকের অনিরাপত্তার সংবাদে আমরা তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি এবং আশু পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানাচ্ছি।

কঞ্জুস নাটকের মুগ্ধতায় মেট্রো ওয়াশিংটনবাসী

সুবীর কাশ্মীর পেরেরা

ফরাসি নাট্যকার মলিয়েরের-এর বিখ্যাত কমেডি 'দি মাইজার' অবলম্বনে কঞ্জুস নাটকটি মঞ্চায়ন করেছে নিউজ বাংলা নাট্যদল। ভার্জিনিয়ার ফলস চার্চস্থ জেমস লী কমিউনিটি থিয়েটারে অনুষ্ঠিত এই নাটকে বিপুল সংখ্যক দর্শক উপস্থিত ছিলেন। নাটকটি নির্দেশনা দিয়েছেন মিজানুর রহমান খান এবং সফি দেলোয়ার কাজল ।

গত ৬ই জুলাই হলভর্তি দর্শকের মুহুমুহু করতালি বলে দিয়েছিলো নাটকের সফলতার কথা।

নিউজ-বাংলার পরিচালক নাহিদ পারভীনের সঞ্চালনায় শুরুতেই স্বাগত বক্তব্য রাখেন নিউজ বাংলার পরিচালক নাইম রহমান। অনুষ্ঠানের শুরুতে ছিল সৃষ্টি নৃত্যাংগনের পরিবেশনা 'নৃত্যের বিবর্তনের ধারা' নিয়ে গুচ্ছ নৃত্য। সৃষ্টি নৃত্যাঙ্গনের পরিচালিকা, কোরিগ্রাফার, নৃত্যশিল্পী রোজমেরী মিতু রিবেরু'র পরিকল্পনা,কোরিওগ্রাফী এবং পরিচালনায় অসাধারণ নৃত্য পরিবেশন করেন সৃষ্টি নৃত্যাঙ্গনের শিল্পীগণ। এই সময় নৃত্যশিল্পী, নৃত্যগুরু লায়লা হাসানকে উৎফুল্লচিত্তে আনন্দ প্রকাশ করতে দেখা গেছে।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় ভাগে নিউজ-বাংলা ইঙ্ক এর পরিচালনা পর্ষদ এবং নিউজ পোর্টাল-নিউজ-বাংলা ডট কমের সম্পাদক পর্ষদকে পরিচয় করিয়ে দেন নিউজ-বাংলা ইঙ্কের সাধারন সম্পাদক এন্থনী পিউস গমেজ এবং নিউজ-বাংলা ডট কমের সম্পাদক সফি দেলোয়ার কাজল।

এ সময় নৃত্য শিল্পী এবং কোরিওগ্রাফার রোজমেরী মিতু রিবেরু এবং নাট্য শিল্পী এবং নাট্য পরিচালক মিজানূর রহমান খানকে প্রবাসে সাংস্কৃতিক অংগনে অবদানের জন্য নিউজ-বাংলার পক্ষ থেকে সম্মাননা এওয়ার্ড প্রদান করা হয়।

নাটকে মূল চরিত্রে অভিনয় করেন নাট্যকর্মী মিজানুর রহমান খান। অনবদ্য অভিনয় কৌশলে মুগধ করেন উপস্থিত দর্শকদের। মেট্রো ওয়াশিংটন সংস্কৃতিকর্মী,সাংবাদিক ও বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ উপস্থিত ছিলেন। নাটক শেষে দর্শক-শ্রোতা যেমন তৃপ্তির ঢেঁকুর তুলেছেন, তেমনি বলেছেন দু'একটি গঠনমূলক কথাও।

ইতোমধ্যে নিউজ বাংলা নাট্যদলের পরিবেশনা 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' নাটক মঞ্চায়ন করে ব্যাপক দর্শক প্রশংসা অর্জন করেন।

নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে য়ারা অভিনয় করছেন..হায়দার আলী :মিজানুর রহমান খান, কাযিম: আবু সরকার, লাইলী :রুম্পা বড়ুয়া, বদিউজ্জামাল :তিলক কর, মর্জিনা বেগম :আফরিন ফেন্সি, গোলাবজান :নাসরিনা মুন্না, লাল মিয়া :মো. আনোয়ার জামান, কালা মিয়া :তাপস দাস, দারোগা :প্রণব বড়ুয়া, আসলাম সাহেব :মাহফুজুর রহমান।

জব জবহেল্প জব
JOB HELP & APPLICATION PROCESSING SERVICES

সরকারি জব	বেসরকারি জব	এপ্লিকেশন প্রসেসিং
১. পোস্টাল জব	১.কাস্টমার সার্ভিস	১.নিউ পাসপোর্ট/নবায়ন
২. সিটি জব	২.অফিস অ্যাডমিন	২. ডুয়েল সিটিজেনশিপ
৩.সিভিল সার্ভিস জব	৩.ম্যানুফ্যাকচারিং জব	৩.পাসপোর্ট কারেকশন
৪.ইউ, এস, এ জব	৪. ডেলিভারি জব	৪. ফুড স্ট্যাম্প
৫.এম, টি , এ জব	৫. রেস্টুরেন্ট জব	৫.NYC হাউজিং /এফোর্ডএবল
৬. আই ,টি ইঞ্জিনিয়ার	৬. ট্রান্সপোর্টেশন জব	৬. মেইক রেজুমি /কভার লেটার

ট্রেনিং প্রোগ্রাম :
১।পোস্টাল জব (USPS)---(শনিবার—বৃহস্প তিবার)---------- (স:১০টা --বি: ৬টা)
২। ট্রাফিক এন.এজেন্ট ----------------------রবিবার ------------(বি: ২টা --বি: ৪টা)
৩।স্কুল সেফটি এজেন্ট ---------------------মঙ্গলবার --------------(দু.:১২টা --বি: ২টা)
৪ ।বেসিক কম্পিউটার ------------------ -------শনিবার--------------(বি:৩ টা ---বি: ৫টা
৫।৬ঘন্টা ডি.ডি.সি (ডিফেন্সিভ ড্রাইভিং কোর্স)---------------(স: ১০টা --বি: ৬টা)
৬।ট্যুরস এন্ড ট্রাভেলস --(নায়গ্রাফলস/W .DC /PA/নিউ ইয়র্ক এর ২০ টি স্থানে 1/2/3/5 দিনের ভ্রমণ।

POSTAL JOB : (করণীয়):
১। একবার পাশ করলে ৫০টি স্টেটের যেকোনো স্টেটে জব নেয়া সম্ভব।
২। সব স্টেটে বেতন আউটডোর পজিশন 19.33/ঘন্টা , ইনডোর পজিশন 20.05/ঘন্টা। পেনশন, প্রমোশন, ওভারটাইম, ছুটি, ইন্সুরেন্স, ইত্যাদি সকল সুবিধা বিদ্যমান।
৩। পরীক্ষায় খুব ভাল স্কোর নিয়ে পাশ করতে হয়।
৪। গ্রীন কার্ড /সিটিজেন (৫ বৎসরের রেসিডেন্স) বয়স কমপক্ষে ১৮ বৎসর ,উর্দ্ধসীমা নাই।
৫। এব্যাপারে এক্সাম এর জন্য"জব হেল্প " সেন্টারের সহযোগিতা নিতে পারেন।
৬। নিয়মিত জব সার্চ এর ব্যাপারে "জব হেল্প" থেকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।
৭। একবার ফেল করলে বা ইমপ্রোভমেন্ট দিতে হলে ২ বৎসর অপেক্ষা করতে হয়।
৮। আবেদন দাখিলের পর নিয়মিত ই-মেইল চেক করতে হয়. ইন্টারভিউ, ড্রাগটেস্ট, এক্সেপ্ট/ডিক্লাইন , ব্যাক-গ্রাউন্ড চেক ও ফিঙ্গারপ্রিন্ট এর ব্যাপারে অত্র প্রতিষ্ঠান জব পাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সার্বিক সহযোগিতা দিয়ে থাকে।

Job Help –Mob: 917-500-3937 Off: PH/FAX: 917-300-6160
148-45, Hillside Ave(2nd FL), Suite 203(A), Jamaica, NY 11435 By 'F' Train or BusQQ40,Q43,Q44,Q20A,Q20B to Sutphin Blvd.

জান্নাত ফার্মেসি
(জ্যাকসন হাইটসে সম্পূর্ন বাংলাদেশী মালিকাধীন প্রতিষ্ঠান)
GRAND RE-OPENING SALES

আপনার সেবায় আমরা নিয়োজিত
Now We Accept EBT, FOOD STAMP & OTC CARD
Bill Pay & Flexiload
Sim Activation
বাংলাদেশের ফোনে ফ্লেক্সিলোড
72-03 35th Ave, (Corner of 72nd St.) Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-732-4288, 718-835-2041, Fax: 718-732-4287,
Email: jannatpharmacy@gmail.com

ঔষধ সেবনের নির্দেশনা বাংলায় দেই
Free Delivery!
10% SENIOR DISCOUNT
Halal Vitamin & Supplements
5¢ Copy & $1 Fax
Phone Cards & Flexiload
Huge 99¢ Sections
Open: Monday – Saturday
10:00 am to 8:00 pm

উডসাইডে আপনাদের পাশে
Bismillah Pharmacy
6409 Broadway woodside
NY 11377
Phone 718-685-2017

জামাইকার সাটফিন বুলবার্ডে বাংলাদেশীদের সেবায় নিয়োজিত
আস্-সালাম ফার্মেসি

(সাটফিন বুলভাড, এফ ট্রেনের সাবওয়ে এবং তাজমহল রেস্টুরেন্টের নিকটে)
১৪৭-২৬, হিলসাইড এভিনিউ, জামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩৫
ফোন: ৭১৮-২৯১-০৭১৭

Akash Medical Care
আকাশ মেডিক্যাল কেয়ার

Akash Ferdaus MD
Internal & Geriatric Medicine

হার্টের ডাক্তার
Sudhesh Srivastava MD
Cardiologist

পায়ের ডাক্তার
Dr. M Nayeem
Podiatric Surgeon

Complete Physical & Follow up
DMV/TLC, School Physical
Flu Shots, Hajj & Umrah Vaccine
Blood, Urine Test, EKG
Immigration Physical
Podiatric Surgery
COVID Test & COVID Vaccine
All Types of Vaccine

FOR APPOINTMENT
718-431-0009
Hours:
Mon-Sat 10 AM to 8 PM
79 Church Avenue, Brooklyn, NY 11218

যাদের মেধায় আগামীর বাংলাদেশ চলবে, তাদের ওপর গুলি চালাচ্ছে

আমীর খসরুর মন্তব্য

বৃহস্পতিবার রাজধানীর গুলশান কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ মন্তব্য করেন।

ঢাকা অফিস

যাদের মেধায় আগামীর বাংলাদেশ চলবে, তাদের ওপর গুলি চালানো হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় রাজধানীর গুলশানে দলের চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ মন্তব্য করেন।

আমীর খসরু বলেন, 'বাংলাদেশে কোটা আন্দোলন তো আজকে নতুন শুরু হয়নি। অনেক দিন আগে থেকে চলছে। এই আন্দোলনে আগামী প্রজন্মের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। কারণ মেধাবীরা যদি দেশ গঠনে, পরিচালনার সুযোগ না পায়, সেই দেশ তো সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারে না। সরকার মেধাভিত্তিক একটা দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় কি না সেটাই হচ্ছে প্রশ্ন। তারা যদি সেটা চাইত, তাহলে এই খেলাধুলা করার তো কোনো দরকার ছিল না। একবার দেয়, একবার দেয় না। একবার কোর্টের কথা বলে, আবার নিজেরা বলে, এখন গোলাগুলি করছে, আহত করছে। কাদের আহত করছেন? আগামী প্রজন্মের নাগরিকদের, যারা বাংলাদেশকে পরিচালিত করবে। যাদের মেধায় আগামীর বাংলাদেশ চলবে, তাদের ওপর হামলা, আক্রমণ গুলি চালাচ্ছে তারা।'

আমীর খসরু আরও বলেন, 'আজকে ছাত্রদের ওপর গুলি, তাদের ওপর আক্রমণ, এগুলো তো আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। দেশে যখন অবৈধ, দখলদার, দেশবিরোধী সরকার থাকে, তাদের কাছ থেকে সমাধান পাওয়া দূরের কথা, তাদের কাজ একটাই—ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য এবং থাকার জন্য যে শক্তিগুলো আছে, তাদের ব্যবহার করতে হবে।'

'কোটা সংস্কার আন্দোলনে বিএনপি মদদ দিচ্ছে'—সরকারের দায়িত্বশীলদের এমন বক্তব্য প্রসঙ্গে বিএনপির এই নেতা বলেন, 'এখানে কে মদদ দিচ্ছে, কে মদদ দিচ্ছে না এসব কথা বলে তো পার পাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। কথা হচ্ছে, তাদের আন্দোলনের মেরিট আছে কি না, তাদের আন্দোলন যুক্তিযুক্ত কি না, সাংবিধানিক কি না, গণতান্ত্রিক কি না। এই প্রশ্নগুলো বিবেচনা না করে কে মদদ দিচ্ছে, এইসব কথা বলে পার পাওয়ার কোনো সুযোগ নেই।'

এদিন আগামীদিনের কর্মসূচি নির্ধারণে চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে যুগপৎ আন্দোলনের শরিক গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য, এনডিএম, গণফোরাম ও পিপলস পার্টির সঙ্গে আলোচনায় বসেন বিএনপির নেতারা।

কোটাবিরোধী আন্দোলন সর্বোচ্চ আদালতের বিরুদ্ধে শক্তি প্রদর্শন: কাদের

ঢাকা অফিস

ওবায়দুল কাদের

কোটাবিরোধী আন্দোলনকারীরা জনজীবনকে জিম্মি করে আইনি পন্থায় না গিয়ে দেশের সর্বোচ্চ আদালতের বিরুদ্ধে শক্তি প্রদর্শন করছে, যা অনভিপ্রেত ও সম্পূর্ণ বেআইনি বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। বৃহস্পতিবার ধানমন্ডির আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ হাসিনার রাজনৈতিক কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এ মন্তব্য করেন তিনি।

ওবায়দুল কাদের বলেন, 'আমরা গতকাল (বুধবার) শিক্ষার্থীদের ধৈর্য ধরে, সর্বোচ্চ আদালতের প্রতি সম্মান রাখার আহ্বান জানিয়েছিলাম। জনগণের দুর্ভোগ সৃষ্টি হতে পারে, তা পরিহারের আহ্বান জানিয়েছিলাম। কিন্তু আমরা লক্ষ করছি, বিষয়টি নিয়ে যখন বিজ্ঞ আদালতের সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা আছে, তাঁর প্রতি কোনো রকম সম্মান প্রদর্শন না করে, তথাকথিত বাংলা ব্লকেডের কর্মসূচি দিয়ে মানুষের জীবনযাত্রা ব্যাহত করার চেষ্টা করছে।'

সুপ্রিম কোর্ট আমাদের পবিত্র সংবিধানের অভিভাবক উল্লেখ করে তিনি বলেন, এই সংবিধানই দেশের সর্বোচ্চ আইন। সর্বোচ্চ আদালত যখন সরকার পক্ষ, আন্দোলনকারী ও মামলাকারী সকলের বক্তব্য শুনে এই বিষয়ের চূড়ান্ত বিচারিক প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছেন, ঠিক সেই মুহূর্তে আন্দোলনের নামে জনগণের চলাফেরায় বাধা সৃষ্টি বেআইনি।

ওবায়দুল কাদের বলেন, 'ইতিমধ্যে আন্দোলনকারীদের অনেকের সামাজিকমাধ্যম ও সংবাদমাধ্যমে ঔদ্ধত্যপূর্ণ ও শিষ্টাচারবহির্ভূত আচরণ মানুষের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে।

নিউ ইয়র্কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন

ইমা এলিস

যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কে বসবাসরত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থীরা দ্বিতীয়বারের মতো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করছে। কুইন্সের লাগোর্ডিয়া ম্যারিয়টে আনন্দঘন পরিবেশে এই উদযাপন হয় গত ১ জুলাই। ঢাকা ইউনিভার্সিটি এলামনাইদের উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠান শুরু হয় সমবেত কণ্ঠে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত গাওয়ার মধ্য দিয়ে। অনুষ্ঠান উপস্থাপনা ও পরিচালনায় ছিলেন বিশিষ্ট মিডিয়া ব্যক্তিত্ব ও শিক্ষাবিদ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ।

অনুষ্ঠানের সিংহভাগজুড়ে ছিল স্মৃতিচারণ। ক্যাম্পাস জীবনের কথা বলতে গিয়ে অনেকেই আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়েন। স্মৃতিচারণ করে বক্তব্য রাখেন ফরিদা চৌধুরী, মনজুর চৌধুরী, সিলভিয়া সাবেরিন, মোসা. ওয়াহিদা শামসুন, মো. আবদুল কাইয়ুম, সজল রোশান, লুবানা রশিদ এবং মো. গোলাম মোস্তফা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের রঙিন দিনগুলো নিয়ে আরও কথা বলেছেন কাজী জহিরুল ইসলাম, সুখন গোমেজ, মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, এম আরেফিন টুলু, রুবি আরেফিন, ড. মোহাম্মদ মুজিবুল হক, নাজিয়া আহমেদ চৌধুরী, অ্যাডভোকেট মুজিবুর রহমান, ইকবাল মোরশেদ, উমামা সিদ্দিকা এবং রওশন আরা বেগম।

গত কয়েক বছর ধরেই ঢাকা ইউনিভার্সিটি এলামনাইদের উদ্যোগে নিউইয়র্কে এই আয়োজন হয়ে আসছে। প্রতিটি আয়োজনেই যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানরত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থীদের সম্মাননা দেওয়া হয়। এ বছর সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার সজল রোশানকে সম্মাননা দেওয়া হয়েছে। কেক কেটে প্রিয় প্রতিষ্ঠানের জন্মদিন উদযাপন করেন সাবেক শিক্ষার্থীরা।

১৮ আগস্ট সিলেট এমসি এন্ড গভ. কলেজ অ্যাসোসিয়েশনের অভিষেক ও পুনর্মিলনী

উত্তর আমেরিকা অফিস

সিলেট এম সি এন্ড গভ কলেজ অ্যাসোসিয়েশন অব ইউএসএ' এর অভিষেক ও পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১৮ আগস্ট রোববার। উডসাইডের গুলশান টেরেসে অনুষ্ঠেয় অনুষ্ঠানমালায় সিলেটের ঐতিহ্যবাহী দুই কলেজের সকল সাবেক শিক্ষার্থীদের উপস্থিত থাকার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। আয়োজকদের পক্ষ থেকে দেয়া আমন্ত্রণ পত্রের মাধ্যমে অভিষেক ও পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক মোঃ শাহনওয়াজ চৌধুরী এবং সদস্য সচিব দেওয়ান শাহেদ চৌধুরী এ আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে অ্যালামনাই ম্যাগাজিন, ফটো এলবাম এবং মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান থাকছে।

আটলান্টিক সিটি ডেমোক্র্যাটিক কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

সুব্রত চৌধুরী

নিউ জার্সি রাজ্যের আটলান্টিক সিটি ডেমোক্র্যাট কমিটির সভা ৫ জুলাই শুক্রবার সন্ধ্যায় সিটির একটি ভেন্যুতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় আটলান্টিক সিটি ডেমোক্র্যাট কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। এতে পুনরায় আটলান্টিক সিটি ডেমোক্র্যাট কমিটির চেয়ারওম্যান নির্বাচিত হন কনস্ট্যানস ডেয়েস চ্যাপম্যান।

সভায় আটলান্টিক সিটির মেয়র মারটি স্মল, কাউন্সিলওম্যান এট লারজ স্টিফেনি মার্শাল, আটলান্টিক সিটি স্কুল বোর্ড সদস্য সুব্রত চৌধুরী, ওয়ালটার জনসন, কাশওয়ান ম্যাকিনলে, হলিশা ব্রিজারস, ডেমোক্র্যাট নেতা আব্দুর রফিক, ডেমোক্র্যাট কমিটি পারসন জাকিরুল ইসলাম খোকা, সৈয়দ মোঃ কাউসার, মোকতাদির রহমান, মোঃ আবদুল করিম, বেলাল উদ্দীন, লিপিকা আফরোজ সহ সংগঠনের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ও কর্মী-সমর্থকরা উপস্থিত ছিলেন।

মেয়র মার্টি স্মল তাঁর বক্তৃতায় গত জুন মাসে নির্বাচিত ডেমোক্র্যাট কমিটি পারসনদের অভিনন্দন জানান এবং তাঁদেরকে ডেমোক্র্যাট দলের অগ্রযাত্রায় সক্রিয় ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান।

ড. ইউনূসের অর্থ আত্মসাৎ মামলা বাতিলের আদেশ ২১ জুলাই

ঢাকা অফিস

শান্তিতে নোবেলজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসের বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) করা মামলা বাতিলের বিষয়ে ২১ জুলাই আদেশ দেবে হাইকোর্ট। দুই পক্ষের শুনানি শেষে বৃহস্পতিবার আদেশের এই দিন নির্ধারণ করেন বিচারপতি নজরুল ইসলাম তালুকদার নেতৃত্বাধীন দ্বৈত বেঞ্চ।

MITU DISABILITY CENTER
MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
MITU HOME CARE LLC.

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে প্রতি মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

RONJAN
(Disability Consultant)
646-730-8416

JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

MITU DISABILITY CENTER
- স্টেট ডিসএ্যাবিলিটি (TANF)
- ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি (SSI, SSDI)
- এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
- ইমিগ্রেশনের বিষয়ে সাহায্য করা হয়।

পরীক্ষা ছাড়াই আমেরিকার সিটিজেনশীপ

N-648 WAIVER

MITU PHYSICAL THERAPY P.C.

Nagah A. Alaidy
(ফিজিক্যাল থেরাপিষ্ট)

MITU HOME CARE LLC.
আপনি প্রতি সপ্তাহে আয় করুন

3747, 73rd Street, Suite # 215
Jackson Heights, NY 11372
(Kings Plaza)
Phone: 718-701-2666, 646-730-8416, Fax: 718-225-1025
Email: bonijronjan@yahoo.com

জকিগঞ্জ সোসাইটির বনভোজন, নতুন কমিটি ঘোষণা

জলি আহমেদ

জকিগঞ্জ সোসাইটি ইউএসএ এর বার্ষিক বনভোজন অনুষ্ঠিত হয়েছে ৬ জুলাই শনিবার। হাডসন নদীর পাশে ছায়াঘেরা স্নিগ্ধ এক পরিবেশে নিইউয়র্কের কর্টন পয়েন্ট পার্কে এ বনভোজন হয়। যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত জকিগঞ্জবাসীর উল্লেখযোগ্য অংশ বনভোজনে অংশ নেয়। বৃহত্তর সিলেট সহ বিভিন্ন অঞ্চলের বিশিষ্টজনেরাও অতিথি হিসেবে এই আয়োজনে অংশ নেন। বনভোজনে চিফ গেষ্ট ছিলেন ইউর ড্রিম হোম কেয়ারের সিইও ও প্রেসিডেন্ট এবং বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক প্রেসিডেন্ট ও ট্রাস্টি বোর্ডের বর্তমান চেয়ারম্যান এম এ আজিজ। তিনি বলেন, সিলেটবাসীর সঙ্গে আমার দীর্ঘদিনের সম্পর্ক।

আজকের এই জকিগঞ্জ সোসাইটির বনভোজন এটা একটা পারিবারিক বনভোজনের মতো। এখানে আমরা বাঙালিরা সবাই একটা পরিবারের মতো। সুন্দর অসাধারণ একটি বনভোজন আয়োজন করেছে জকিগঞ্জ সোসাইটি। এ জন্য তাদের ধন্যবাদ জানাই।

তিনি আরো বলেন, আসলে আমি একজন নিউইয়র্কের কনস্ট্রাকশন ব্যবসায়ী। কিন্তু কমিউনিটির মানুষকে সহায়তার জন্য আমার হোম কেয়ার খোলা। আপনারা যে কোনো প্রয়োজনে আসবেন আমাদের কাছে। আমরা সর্বোচ্চ সেবা দেয়ার চেষ্টা করবো। মনে রাখবেন, আমি আপনাদেরই ভাই, আপনাদেরই বন্ধু। আপনাদেরই একজন। বনভোজনে জকিগঞ্জ সোসাইটি ইউএসএ এর নতুন কমিটি ঘোষণা করা হয়। ২০২৪-২৫ মেয়াদের জন্য কমিটির সভাপতি হয়েছেন মো:কায়সারুজ্জামান চোধুরী, সহ সভাপতি মো:কাজী এনামুল হক, ফারুক আহমদ লসগর, আব্দুল মানিক। সাধারণ সম্পাদক মো:ইপন চোধুরী, সহ সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আব্দুল রব রাহাত, কাজী এনামুল হক আকরাম। আর সহ মহিলা সম্পাদক জিন্নাত আরা লস্কর । এসময় নতুন কমিটির সভাপতি কাউসারুজ্জামান চোধুরী সবার সহযোগিতা কামনা করে বলেন, আমাকে যে গুরু দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তা আমি পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে পালন করার চেষ্টা করবো।

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের সন্নিকটে বাংলাদেশি ডাক্তারদের দ্বারা পরিচালিত

মেডিকেল অফিস
We offer Quality Health Care

৮৭-৩১ ১৬৮ প্লেস, জ্যামাইকা নিউইয়র্ক-১১৪৩২
87-31, 168 Place, Jamaica NY 11432
৭১৮-২৯৭-৩২২০, ৭১৮-২৯৭-৩২২৬
718-297-3220, 718-297-3226

ডা: নাহরীণ মামুন এম.ডি
Board Certified Internal Medicine
& Women Health Expert

বাংলাদেশি মহিলা ডাক্তার

আমাদের সেবা সমূহ:
- শারীরিক চেক আপ
- টি.এল.সি টেস্ট
- ডায়াবেটিস
- উচ্চ রক্তচাপ
- হাই কোলেস্টরেল

ডা: মো: ইউসুফ আল মামুন এম.ডি
Board Certified Geriatrics & Internal Medicine

আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করি
Help with insurance problems and new applications

ডা: আহমেদ কে আসলাম এম.ডি

All kinds of Medical Managements
PAP Smear, Blood Test, EKG Pregnancy Test, TB Test, TLC, Vaccinations

চবি এলামনাই এসোসিয়েশন অফ ইউএসএ’র বনভোজন অনুষ্ঠিত

লংআইল্যান্ড

৬ জুলাই শনিবার লংআইল্যান্ডের হেকশেয়ার স্টেট পার্কে এই বনভোজন অনুষ্ঠিত হয়।

উত্তর আমেরিকা অফিস

চবি এলামনাই এসোসিয়েশন অফ ইউএসএ'র বনভোজন ২০২৪ অনুষ্ঠিত হয়েছে ৬ জুলাই শনিবার লংআইল্যান্ডের হেকশেয়ার স্টেট পার্কে। সকাল দশটা থেকে নিউইয়র্ক ও আশেপাশের অংগরাজ্য থেকে প্রায় দুইশতাধিক এলামনাই ও অতিথিরা উপস্হিত হন।

সকাল ১০:৪৫ মিনিটে বেলুন উড়িয়ে বনভোজন কমিটির আহবায়ক আশিক মাহমুদ, সভাপতি সোলায়মান, সাবেক সভাপতি শামসুল ইসলাম মজনু, এমলাক হোসেন ফয়সল, সেক্রেটারি বদিউল আলম, সিঃ এলামনাই মোশারফ হোসেন সুদন,যুগ্ম আহবায়ক হানিফ চৌধুরী, সদস্য সচিব কাওসার সরদার, কোষাধ্যক্ষ্য সাখাওয়াত হোসেন স্বপন, সদস্য শীতক, শরীফ, মনোয়ারুল হক সহ আরও অন্যান্য এলামনাই বৃন্দকে সংগে নিয়ে বনভোজনের শুভ উদ্বোধন করেন। সকালের নাস্তা পরিশনের পরে শুরু হয় একে একে বাচ্চাদের খেলাধুলা, মহিলাদের বালিশ খেলা, পুরুষের হাড়িভাংগা সহ অনেকরকম আনন্দ আয়োজন। উপস্হিত সকল বাচ্চা এবং মহিলাদের জন্য ছিল আকর্ষনীয় আনন্দ ও সম্মানি পুরস্কারের ব্যবস্থা ।

খাবারের টিমে দায়িত্বে থাকা নেতৃবৃন্দ এলামনাই ও অতিথিদেরকে তরমুজ চিপস সহ নানান খাবার পরিবেশন করেন। জোহরের নামাজ ও মধ্যাহ্ন ভোজ শেষে শুরু হয় আকর্ষনীয় রাফেল ড্র বিক্রি। পাশাপাশি কমিউনিটির নেতৃবৃন্দের সাথে এলামনাই ও অতিথিদের পরিচিতি পর্ব। মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নাচ ও গান গেয়ে সবাইকে মাতিয়ে তোলেন বাংলাদেশ থেকে আগত তরুন প্রজন্মের জনপ্রিয় সংগীত শিল্পী রেশমি মীর্জা এবং এলামনাই শিল্পী শামিমা খানম শাবনাজ ও মোঃ জাহাংগীর আলম।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই এসোসিয়েশন অব মিশিগানের বার্ষিক পিকনিক অনুষ্ঠিত

পার্থ সারথী দেব

যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান অঙ্গরাজ্যের ওয়ারেন সিটির হলমিচ পার্কে ৭ জুলাই রোববার ব্যাপক উৎসাহ, উদ্দীপনা ও আনন্দের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হল চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই এসোসিয়েশন অব মিশিগান এর চতুর্থতম পিকনিক। এতে ছিল খেলাধুলা, কুইজ প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, রাফেল ড্র, জমজমাট আড্ডা ।

বাংলাদেশ ও আমেরিকার জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। অনুষ্ঠানের উদ্ভোধন করেন পিকনিক কমিটির আহবায়ক লুত্ফুল বারী নিয়ন। সংগঠনের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত ও শুভেচ্ছা জানান সংগঠনের সভাপতি সৈয়দ মঈন দিপু ও সাধারণ সম্পাদক লুৎফর রহমান। পিকনিকের বিশেষ আকর্ষণ ছিল কুইজ (সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্ন) প্রতিযোগিতা। পনের মিনিটের শিক্ষনীয় এ প্রতিযোগিতার বিচারক ছিলেন উপদেষ্টা শাহ খালিশ মিনার ও সহকারী অধ্যাপক আমিনুল হক। দিনব্যাপী অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন মোহাম্মদ আফতাব, প্রদ্যন্ন চন্দ, সহযোগিতায় ছিলেন আবুল কালাম আজাদ ও ঈসা সালাউদ্দিন । সঙ্গীত পরিবেশন করেন আমজাদ হোসেন, সৈয়দ সাফি ও মোহাম্মদ হোসেন চৌধুরী। পিকনিকে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীবৃন্দ, হ্যামট্রাম্যাক সিটির কাউন্সিলরবৃন্দ, বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, সাংবাদিকবৃন্দসহ গন্যমান্য ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণ। সবশেষে

সরকার দুর্নীতিবাজ গোষ্ঠী তৈরি করছে: জিএম কাদের

ঢাকা অফিস

জিএম কাদের

চলমান কোটাবিরোধী আন্দোলন যৌক্তিক বলে মন্তব্য করেছেন সংসদের বিরোধীদলীয় নেতা ও জাতীয় পার্টির (জাপা) চেয়ারম্যান গোলাম মোহাম্মদ (জিএম) কাদের। বৃহস্পতিবার বিকেলে রংপুর সেনপাড়ার স্কাই ভিউ বাসভবনে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এ কথা বলেন তিনি।

সরকার একটা সুবিধাভোগী ও সুবিধাবাদী দুর্নীতিবাজ গোষ্ঠী তৈরি করে পৃষ্ঠাপোষকতা দিচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় নেতা।

জিএম কাদের বলেন, ‘কর্মক্ষেত্রে মেধাকে মূল্যায়ন করতে সীমিত আকারে নারী ও প্রতিবন্ধী কোটা রেখে সব কোটা বাতিল করা উচিত। এছাড়া স্বাধীনতার ৫৩ বছর পেরিয়ে নাতি–পুতির জন্য মুক্তিযোদ্ধা কোটাও বহাল রাখার কোনো যৌক্তিকতা নেই।’

‘পরিস্থিতি বিবেচনা ও জনমতে দেশের প্রায় ৯০ শতাংশ মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কোটা আন্দোলনকারীদের পক্ষে। তাই কোটার মাধ্যমে বিভাজন সৃষ্টি না করে আন্দোলনকারীদের সব দাবি-দাওয়া দ্রুত মেনে নেওয়া উচিত।’ যোগ করেন বিরোধীদলীয় নেতা।

আবেদ আলীদের মতো দুর্নীতিবাজদের প্রসঙ্গে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান বলেন, ‘সরকার একটা সুবিধাভোগী ও সুবিধাবাদী দুর্নীতিবাজ গোষ্ঠী তৈরি করছে। বরাবরই এসব দুর্নীতিবাজদের আবার পৃষ্ঠপোষকতাও করে যাচ্ছে তারা। ফলে দুর্নীতি করে রাতারাতি টাকার কুমির হয়েও আইনের ফাক–ফোঁকর দিয়েও পার পেয়ে যাচ্ছে দেশের হাজারও মহারথী দুর্নীতিবাজরা।’

এই ধারার ভবিষ্যৎ ভালো না উল্লেখ করে দুর্নীতিবাদের রুখতে সরকারকে আরও কঠোর ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান সংসদের বিরোধী দলের এই নেতা।

এসময় উপস্থিত ছিলেন জাতীয় পাটির রংপুর জেলা ও মহানগরের নেতাকর্মীরা।

চুক্তি নবায়নে জাতীয় পার্টি যুক্তরাষ্ট্র শাখার প্রতিবাদ

প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফর

উত্তর আমেরিকা অফিস

জাতীয় পার্টি যুক্তরাষ্ট্র শাখার সম্প্রতি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরে সমঝোতা চুক্তি নবায়নের প্রতিবাদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

৬ জুলাই শনিবার বিকাল ৬ টায় জ্যাকসন হাইট্স্থ নবান্ন রেষ্টুরেন্ট মিলনায়তনে জাতীয় পার্টি যুক্তরাষ্ট্র শাখার এক প্রতিবাদী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা হাজী আবদুর রহমানের সভাপতিত্বে, সাধারণ সম্পাদক সাবেক ছাত্রনেতা আবু তালেব চৌধুরী চান্দুর পরিচালনায় সভায় আরো উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন জাপার প্রধান উপদেষ্টা বীরমুক্তিযোদ্ধা গিয়াস মজুমদার, উপদেষ্টা মাহবুব রহমান চৌধুরী, জাপার সিনিয়র সহ সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা এডভোকেট হারিস উদ্দিন আহমেদ, সহ সভাতি বীর মুক্তিযোদ্ধা হারুনুর রশিদ, সহ সভাপতি শফিউল আলম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আবদুল করিম, সাংগঠনিক সম্পাদক মীর জাকির, কোষাধ্যক্ষ জি.এম. ইলিয়াছ, দপ্তর আকতার কবির, প্রচার ফেরদৌস ওয়াহিদ, সমাজ কল্যাণ মোঃ মুসলিম, যুব বিষয়ক সম্পাদক আবদুল মোতালেব, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক জেসমিন আকতার চৌধুরীম, যুগ্ম প্রচার সম্পাদক আউয়াল মুন্না, সদস্য মনির আহমেদ। সম্প্রতি শেখ হাসিনা ভারত সফরে ভারতের সঙ্গে ৩টি চুক্তি নবায়নসহ ১০টি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হওয়ার গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন, জাতীয় পার্টি যুক্তরাষ্ট্র শাখা। বর্তমান সরকার ভারতের উপর নির্ভরশীল করে ফেলছে। বাংলাদেশের সংবিধানের ১৪৫ অনুচ্ছেদে বলা আছে ভিন্ন রাষ্ট্রের সাথে কোন চুক্তি হলে তা জাতীয় সংসদে আলোচনা করে করতে হবে। জনগণের সম্মতি ছাড়া একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের উপর দিয়ে অন্য একটি দেশের ট্রেন চলাচলের চুক্তিতে দেশের স্বাধীন সার্বভৌমত্বে আঘাত হানা হবে। দেশে সাবেক পুলিশ প্রধান যে ভাবে দুর্নীতি করে হাজার হাজার কোটি টাকা লুট করেছেন এবং তাহার বিচার করতে পারছে না সরকার এমনকি সেই বেনজির সাহেবকে বিদেশে পালিয়ে যেতে সহেযাগিতা করেছে।

> জনগণের সম্মতি ছাড়া একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের উপর দিয়ে অন্য একটি দেশের ট্রেন চলাচলের চুক্তিতে দেশের স্বাধীন সার্বভৌমত্বে আঘাত হানা হবে।

একটি স্বাধীন দেশের পুলিশ প্রধান এইভাবে সাধারণ মানুষের সম্পদ লুট করে থাকে সেই দেশে আইনের কোন শাসন থাকে না। অতি দ্রুত বেনজীর আহমদকে গ্রেফতার করে আইনের আওতায় বিচার করতে হবে। সরকার নিজে ক্ষমতায় থাকার জন্য এইভাবে পুলিশ ব্যবহার করে দুর্নীতি করার সুযোগ করে দেয়।

MUNA CONVENTION
AUGUST 9TH - 11TH, 2024
ISLAM
PEACE & JUSTICE FOR HUMANITY
SCAN ME TO REGISTER
Join us this Summer
with families & friends
25,000+ Attendees from across the country
40+ World-Renowned Scholars
INQUIRIES? EMAIL US
CON.INFO@MUNA.US
DR. YASIR QADHI
DR. OMAR SULEIMAN
IMAM SIRAJ WAHHAJ
HARUN O RASHID
SHAUN KING
SHAYKH ABDUL NASIR JANGDA
DR. ABUL KALAM AZAD BASHAR
MUFTI HUSSAIN KAMANI
USTADHA TAIMIYYAH ZUBAIR
DR. ALTAF HUSAIN
CONVENTION HIGHLIGHTS
Separate Youth Conferences
Children's Learn & Fun
Lecture Series
Parallel Sessions
Young Sisters Programs
Separate women's cultural event
Sisters Programs
Matrimonial Services
Health Clinic
Cultural Events
Bazaar and Expo
Halal Food Counter
Discounted Hotels
PENNSYLVANIA CONVENTION CENTER
119 North Broad Street, Philadelphia, PA 19107
FOR BAZAAR BOOKING
MUNACONVENTION.COM
BAZAAR@MUNA.US
+1 (888) 824-MUNA

নিউইয়র্কে মিলবে বাংলাদেশি স্বাদে বেকারি পণ্য

ফ্রেশ বেকারি উদ্বোধন

জলি আহমেদ

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে বাংলাদেশিরা। বিশেষ করে আমেরিকার নিউইয়র্কের দিকে তাকালে মনে হবে এটি যেন বাংলাদেশরই একটি অংশ। কারণ এখানে প্রচুর বাংলাদেশিদের বসবাস। তাই এখানে বাংলাদেশি খাবারের চাহিদাও বেশ। সেটা যে খাবারই হোক না কেন। কথায় আছে, নিজের দেশের খাবারের স্বাদ বাঙালিদের কাছে অমৃত সমান। আর সে কথা মাথায় রেখেই নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের ৭৩ স্ট্রিটের বাংলাদেশ প্লাজার নিচ তলায় উদ্বোধন হলো বাংলাদেশি মালিকানাধীন 'ফ্রেশ বেকারি'।

৫ জুলাই শুক্রবার বাদ জুমা মিলাদ ও দোয়া মাহফিলের পর ফিতা কেটে এটি উদ্বোধন করা হয়। এখানের বেকারি পণ্যগুলো বাংলদেশের ৪০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পর্ণ সেফ জনের তত্ত্বাবধানে তৈরি হয়। সিঙারা, পুরী থেকে নিয়ে পাউরুটি, কেক, চিকেন, প্যাটিস, বিস্কুট, ক্রয়সেন্ট, মিষ্টিসহ সব ধরনের বেকারি পণ্য পাওয়া যায়। যাতে বাংলাদেশি স্বাদকে বজায় রাখার চেষ্টা করা হয়। ফলে নিউইয়র্কের মাটিতে বসে বাঙালি বেকারি স্বাদ নিতে পারবেন যে কেউ। বেকারির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, ইউর ড্রিম হোম কেয়ারের সিইও ও প্রেসিডেন্ট এবং বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক প্রেসিডেন্ট ও ট্রাস্টি বোর্ডের বর্তমান চেয়ারম্যান এম এ আজিজ, বাংলাদেশ প্লাজার সত্তাধিকারী মিনা ফারাহ ও তার কন্যা মৌসুমী, সিটি মেয়রের প্রতিনিধি মিসেস প্যাট্রেসিয়া, ফ্রেশ বেকারির সত্তাধিকারী সোহাগ আজম ও নাহিদ খান।

বাংলাদেশ সোসাইটির ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান এম এ আজিজ বলেন, এখন থেকে আমেরিকার মাটিতে বাংলাদেশী বেকারি পণ্য পাওয়া যাবে। এটা আসলে আমাদের প্রবাসীদের জন্য একটা সুখবর। আমি মনে করি এই বেকারি আমরা যারা আছি সবার। এটা সবার একটা প্রতিষ্ঠান।

সাউথ জার্সিতে ক্যাবি পরিবারের বনভোজন

সুব্রত চৌধুরী

১০ জুলাই বুধবার নিউজার্সি অঙ্গরাজ্যের কেপ মে চিড়িয়াখানায় সাউথ জার্সিতে বসবাসরত ক্যাবি পরিবার-পরিজনদের জন্য বনভোজনের আয়োজন করা হয়েছিল।

ক্যাব এসোসিয়েশন অব আটলান্টিক সিটির উদ্যোগে আয়োজিত বনভোজনে দীর্ঘদিন পর প্রবাসী বাংলাদেশিরা একে অপরকে কাছে পেয়ে আবেগতাড়িত হয়ে পড়েন।মেতে ওঠেন সুখ-দুঃখের আলাপনে।

বনভোজনে সকাল থেকেই ছিল বারবি কিউর আয়োজন। বনভোজনে অংশগ্রহনকারীদের মাঝে মধ্যাহ্ন ভোজে বিভিন্ন ধরনের উপাদেয় খাবার দাবার পরিবেশন করা হয়। বনভোজনে ছোট-বড় সবার জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রতিযোগিতামূলক খেলাধুলার আয়োজন করা হয়। বিপুলসংখ্যক প্রতিযোগী এতে অংশ নেয়।

বনভোজনে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। বনভোজন আয়োজক কমিটির কর্মকর্তারা এসব পুরস্কার বিতরণ করেন। র‍্যাফেল ড্রতে ছিল আকর্ষনীয় পুরস্কার ।

বনভোজনে বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সির সভাপতি মো: জহিরুল ইসলাম বাবুল, সাধারণ সম্পাদক মো: জাকিরুল ইসলাম খোকা , ট্রাস্টি বোর্ড এর চেয়ারম্যান আব্দুর রফিক ,

বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব আটলানটিক কাউন্টির প্রধান উপদেষ্টা সৈয়দ মোঃ কাউসার সহ কমিউনিটির গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহন করেন।

বনভোজন আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক মো. আইয়ুব ও সদস্য সচিব শেখ আসলাম আতিক এবং ক্যাব এসোসিয়েশন অব আটলান্টিক সিটির সভাপতি মো. মনিরুজ্জামান ও সাধারন সম্পাদক বেলাল হোসেন বনভোজনে অংশগ্রহণ করে তা সফল করায় প্রবাসী বাংলাদেশিদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

PEOPLE N TECH
A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005
EARN 100K TO 200K PER YEAR
• Selenium Automation Testing
• SQL Server Database Administration
• Business Analyst
PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.
Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu
Washington University of Science and Technology
Authorized Employment Agency by:
NYC Consumer and Worker Protection
Certified Training Institute by:
If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:
info@piit.us
1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448)
www.piit.us

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত আইনী প্রতিষ্ঠান
LAW OFFICES OF SURDEZ & PEREZ, P.C.
SURDEZ & PEREZ, P.C.
We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে
পরামর্শের জন্য ফি লাগে না
Free Consultation
কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি
আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহঃ
• গাড়ী দুর্ঘটনা
• বাস,ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
• ট্রেইন ইনজুরি
• এলিভেটর একসিডেন্ট
• স্কুল লায়াবিলিটি
• খেলার মাঠে দুর্ঘটনা
• বার্ণ ইনজুরি
• নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
• পিছলে পড়ে গেলে
• লেড পয়জনিং
• কুকুর কামড়ালে
• ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা
আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহঃ
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্নী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা
যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com
32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103
www.surdezperezlaw.com

Immigrant Elder Home Care LLC
হোম কেয়ার
ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করুন
$২১ প্রতি ঘন্টা
নিউইয়র্ক ষ্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা শ্বশুড়-শ্বাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।
কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
আজই যোগাযোগ করুন:
গিয়াস আহমেদ, চেয়ারম্যান / সিইও /৯১৭-৭৪৪-৭৩০৮
Corporate Office
37-05 74st, 2nd Fl
Jackson Heights, NY 11372
917-744-7308, 718-457-0813
Long Island Office
1 Blacksmith Lane
Dix Hill, NY 11731
718-406-5549
Bronx Office
2148 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-744-7308, 718-457-0813
Ozone Park Office
175 B Forbell Street
Brooklyn, NY 11208
Tel: 917-744-7308
Buffalo Office
642 Walden Avenue
Buffalo, NY 14211
Tel: 347-837-1162

BARI SUPERMARKET
বারী সুপার মার্কেট
WE CARE FOR YOUR NEEDS
BARI HOME CARE
বারী হোম কেয়ার
Your Health Our Care
পার্টি হলে বুকিং নেওয়া হচ্ছে
HALAL FOOD
حلال
HALAL FOOD
আপনজনদের সেবা করে আয়ের সুবর্ণ সুযোগ নিন
, নিউ ইয়র্ক স্টেটের স্বাস্থ্য বিভাগের সিডিপেপ একটি নতুন প্রোগ্রাম এর আওতায় আপনি ঘরে বসে আপনার পরিবারের সদস্য বা প্রিয়জনের সেবা করে প্রতি সপ্তাহে আয়ের সুবর্ণ সুযোগ নিতে পারেন। এটি একটি সহজ পদ্ধতি। আমরা আপনার হয়ে সমস্ত কাজ করে আয়ের সুযোগ করে দিব।
, আপনার প্রিয়জনের সেবার সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে। এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
, আপনজনদের আর একা থাকতে হবে না, আমরা আছি আপনাদের সেবায়।
, হোম কেয়ার সুবিধা পেতে আমরা কোন চার্জ করি না
, কেয়ারগিভারেরা অবকাশ ও অসুস্থতার জন্য পেইড লিভ পেয়ে থাকেন
, আমরা মেডিকেইড/ প্লান/ ফুড স্ট্যাম্প নতুন করে আবেদন এবং নবায়নের জন্য সাহায্য করে থাকি।
চলমান কেস ট্রান্সফার করে বেশি ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট পাবার সুবর্ণ সুযোগ নিন
WE ACCEPT EBT
আমরা ইবিটি ও ফুড স্ট্যাম্প গ্রহণ করি
BARI SUPERMARKET
ria Money Transfer
Munmun Hasina Bari
Chairman
Bari Supermarket
কাজ করার জন্য কোন ট্রেনিং বা সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নাই
Asef Bari (Tutul)
C.E.O.
CALL US TODAY:
718-898-7100, 631-428-1901
Fax: 646-630-9581
Jackson Heights Office:
37-16 73rd St, 4th FL
Suite 401
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-898-7100
Jamaica Office:
169-06 hillside Ave,
2nd FL
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-291-4163
Bronx Office:
2113 Starling Ave
2nd FL, Suite 201
Bronx, NY 10462
Tel: 718-319-1000
Buffalo Office
977 Sycamore St
2nd Floor,
Buffalo, NY 14212
Tel: 347-272-3973
Long Island Office:
469 Donald Blvd.
Holbrook, NY 11741
Tel: 631-428-1901
Ozone Park Office:
33 101 Ave,
Brooklyn, NY 11208
Tel: 718-942-5554
Brooklyn Office:
509 Mcdonald Ave
Brooklyn, NY 11218
Tel: 347-240-6566
Cell: 347-777-7200
Buffalo Office:
59 Walden Ave,
Buffalo, NY 14211
Tel: 716-891-9000
716-400-8711
1412 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462
Tel: 347-810-0087, 646-427-4867
Email: info@barihomecare.com, Web: www.barihomecare.com

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণ কেন্দ্রে
সবধরণের ইমিগ্রেশন সমস্যায়
KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES
দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এটর্নি
আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকি
ফ্যামিলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
এসাইলাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
ওয়েভারস (I-601, I-601A & I-212)
বর্ডারে গ্রেফতার, ডিটেনশন ও বন্ড
আপিল ও রিট অব ম্যান্ডামাস
U ভিসা, VAWA & SIJS
EB-1 EB-2 NIW & EB-3
বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
কন্স্যুলার প্রসেসিং ও 221(g) ভিসা রিফিউজাল
KHAIRUL BASHAR, MBA,LLM.
ATTORNEY AT LAW
CALL NOW
(718) 775-8509 - (212) 464-8620
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
7232 Broadway, Suite 301-302
Jackson Heights, NY 11372
Khairul@basharlaw.com
1629 K Street NW, Suite 300
Washington, D.C. 20006
(888) 771-4529
KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES
#Khairul Basharlaw
www.basharlaw.com
+1 (202) 983- 5504
Admitted in Washington, D.C., and Alabama State Bar | Parctice Limited to U.S. Immigration & Nationality Law in all 50 States

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
Nurul Azim
Your Any Question Contact Here
+1 516 451 3748
প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
পাবলিক অকশনের বাড়ি
ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com

PREMIUM SUPERMARKET
HALAL
PREMIUM SUPERMARKET
74-18, 37TH AVE, JACKSON HEIGHTS, NY 11372............ 347-658-4362
2101, STARLING AVE, BRONX, NY 10462 347-658-0134
CONTACT
WhatsApp Number
FREE PARKING IN BELLEROSE STORE
Sales Promotion Valid from Friday to Thursday (July 12 - 18, 2024) | Promo Code : PSP81
$100 OR ABOVE PURCHASE 1 BOX CHICKEN BIRIANY OR BEEF TEHARI FREE
WE ACCEPT EBT & OTC
SALE $3.99 /LB PRE-CUT FROZEN GOAT
SALE $2.49 /LB REGULAR CHICKEN
BUY 2 GET 1 FREE MEDIUM HARD CHICKEN
SALE $1.79 /LB NO CLEAN NO CUT MINIMUM 10 LB PURCHASE CHICKEN REGULAR LEG
SALE $21.99 /EA SIZE 10 / 12 CK FARMS HILSHA
SALE $24.99 /EA SIZE 4 KG ROHU
SALE $27.99 /EA SIZE 4 KG MRIGAL
SALE $14.99 /EA SIZE 1 KG KORAL WHOLE
SALE $10.99 /EA PANGASH WHOLE
SALE $9.99 /EA SIZE 1 KG WHOLE TELAPIA
SALE $8.99 EACH BAG SIZE 1 KG BAG BAG HAS 2 PICES MAGUR WHOLE
SALE $3.99 /LB GOLDEN POMPANO
SALE $3.49 /LB TILAPIA FILLET
SALE 2/$12.99 1 KG WHOLE PUTI
SALE 2/$5.00 250 GM HAOR BRAND GURA ESA BLOCK
SALE 2/$9.99 500 GM SAMPAN BRAND LOTIA BLOCK
SALE 2/$8.99 DRY LOTIA
SALE 3/$5.00 5 LB BAG IDAHO POTATO
SALE $5.99 /EA 2 LB BAG CK BRAND PANGASH STEAK
SALE $27.99 /EA 50 LB RICELAND WHITE RICE EXTRA LONG GRAIN
SALE $27.99 /EA 2.5 KG RED COW MILK POWDER
SALE $34.99 /EA 2.5 GAL MAZOLA CORN OIL
SALE $10.99 /EA OLIO VILLA BLENDED POMACE OIL
SALE $5.99 /EA 1 LTR TEZ MUSTARD OIL
WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT & EBT CARDS "MULTIPLE SALES CANNOT BE COMBINED & PRICE CAN CHANGE WITHOUT NOTICE"
STRICTLY CAN NOT COMBINE ANY SPECIAL OFFERS, DISCOUNTS OR COUPONS WITH ONE AND ANOTHER.
THESE SPECIAL OFFER VALID WHILE STOCKS LAST. PREMIUM STORE MANAGEMENT HAS THE RIGHT TO LIMIT THE QUANTITY ISSUED PER CUSTOMER.
PREMIUM SUPERMARKET
HALAL
256-11 HILLSIDE AVE, GLEN OAKS, BELLEROSE, NY 11004 CONTACT WhatsApp Number 347-657-8911
Sales Promotion Valid from Friday to Thursday (July 12 - 18, 2024) | Promo Code : PSP81
WE ACCEPT EBT & OTC
SPECIAL OFFER $100 PURCHASE 2 PCS FRIED CHICKEN WITH BISCUIT FREE
FREE PARKING IN BELLEROSE STORE
HELP WANTED
We Are Looking For
A Manager For A Supermarket.
3-4 Years Work Experience Required.
Very Attractive Salary And Incentives
Waiting For The Right Candidate
Email Your Resume
Hr@premiumgroupnyc.com Or
Call 718-679-9983
For Details.
আবশ্যক
আমরা একটি সুপার মার্কেটের জন্য
একজন ম্যানেজার খুঁজছি।
৩-৪ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা প্রয়োজন।
খুবই আকর্ষণীয় বেতন এবং প্রণোদনা।
সঠিক প্রার্থীর জন্য অপেক্ষা করছি।
আপনার জীবনবৃত্তান্ত ইমেল করুন
HR@PremiumGroupNYC.com
বা 718-679-9983
নম্বরে কল করুন বিস্তারিত জানার জন্য।

সাতকানিয়া সমিতি ইউএসএ ইনক
SATKANIA SAMITY USA INC.
৪র্থ বার্ষিক বনভোজন
ও ঈদ পুনর্মিলনী ২০২৪
Annual Picnic & Eid Reunion 2024
স্থান: বেলমন্ট লেক স্টেট পার্ক
BELMONT LAKE STATE PARK
625 Belmont Ave, West Babylon, NY 11704
OAK PAVILION
পার্ক / প্যাভেলিয়ানে পৌঁছানোর সময়: সকাল ১০টা
যাতায়াত ব্যবস্থা: নিজস্ব পরিবহন
২৮শে জুলাই ২০২৪ রবিবার
SUNDAY JULY 28, 2024
প্রিয় সাতকানিয়াবাসী,
অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, ৪র্থ বারের মতো আমাদের সকলের প্রিয় সংগঠণ সাতকানিয়া সমিতি ইউএসএ ইনক এর আয়োজনে ২৮শে জুলাই রবিবার ২০২৪ বার্ষিক বনভোজন ও ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।
উক্ত বার্ষিক বনভোজন ও ঈদ পুনর্মিলনীতে আমেরিকায় অবস্থানরত সকল সাতকানিয়াবাসীকে অংশগ্রহণ করার জন্য সবিনয় অনুরোধ করা যাচ্ছে।
আকর্ষণীয় র‍্যাফেল ড্র
খেলাধুলা
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
সংগীত পরিবেশন করবেন জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী
রাজীব
নাজু আকন্দ
আমন্ত্রণে:
আহমদ নবী চৌধুরী, আহবায়ক, 929-637-9046
খোরশেদ আলম, প্রধান সমন্বয়কারী, 917-873-3601
মোহাম্মদ সফিউল্লাহ, সদস্য সচিব, 646-733-8464
যুগ্ম আহবায়ক
ডাঃ নূর মোহাম্মদ, 212-365-4557
আবদুস সালাম, 201-993-1347
যুগ্ম সমন্বয়কারী
সাহাব উদ্দীন চৌধুরী, 646-491-1570
মোঃ রবি, 917-496-9566
যুগ্ম সদস্য সচিব
মোঃ সামসুদ্দোহা (সোহেল), 718-219-9363
মোহাম্মদ মুসা, 929-272-8925
করিম রেজা, উপদেষ্টা, 917-400-4789
আলহাজ্ব মোঃ এ জাফর, উপদেষ্টা, 929-400-4626
নাসের চৌধুরী, উপদেষ্টা, 917-251-3946
শাহিদা সিকদার হাই, উপদেষ্টা, 646-327-2005
যোগাযোগ
জ্যামাইকা
কনিকা ধর মুনমুন 718-737-2605
মোঃ নূর হোসাইন 631-535-3954
ব্রঙ্কস
মোঃ ইরফান নিশাত 347-774-6700
বিধান চন্দ্র দে 917-686-9339
ম্যানহাটন
মোঃ জুবায়ের 347-774-6664
জ্যাকসন হাইটস
বাহারুল ইসলাম এজাজ 646-821-3882
লং আইল্যান্ড
রফিকুল ইসলাম 929-537-7494
বাফেলো
হাসান মুরাদ 646-575-8015
সাজ্জাদ হোসেন সাব্বির 347-605-5347
এস্টোরিয়া
মোঃ আবদুল আউয়াল 347-832-6582
নিউজার্সী
মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম 201-234-2244
আটলান্টিক সিটি
মোঃ এ রহিম 609-233-2846
ওজন পার্ক
মোঃ নুরুজ্জামান 929-310-1305
মোঃ জাহাঙ্গীর 347-863-2025
সালাহ্ উদ্দিন 339-204-3390
কানেকটিকাট
জিন্নাত আলম সুমি, 917-400-3170
জোবায়ের আরিফ, 203-760-0253
শওকত, 203-760-0420
রফিকুল আনোয়ার, 203-344-8329
ব্রুকলিন
মোঃ লোকমান সিকদার 917-708-4291
সজল দাশ 917-775-4434
বোরহান উদ্দিন 347-941-9214
পেনসেলভেনিয়া
প্রফেসর কালা মিঞা 717-668-1584
জসিম উদ্দিন 267-774-3208
ধন্যবাদান্তে
আবুল কাসেম
সভাপতি
646-413-2229
আমিন উল্লাহ
সাধারণ সম্পাদক
347-394-9052
প্রচারে: মোঃ লোকমান সিকদার, ৯১৭-৭০৮-৪২৯১, প্রচার সম্পাদক কর্তৃক প্রচারিত

ষড়যন্ত্রকারিদের বিরুদ্ধে সজাগ থাকতে হবে প্রবাসীদের

নিউইয়র্কে মির্জা আজম

মির্জা আজম বলেন, জিয়াউর রহমানের পুত্র তারেক রহমান লন্ডনে বসে শেখ হাসিনাকে হত্যা করতে চায়।

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কে বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং সচেতন প্রবাসীগণের সমাবেশে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মির্জা আজম এমপি বলেন, পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট সপরিবারে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার নেপথ্য নায়ক রাজাকারের দোসর জিয়াউর রহমানের পুত্র তারেক রহমান লন্ডনে বসে শেখ হাসিনাকে হত্যা করতে চায়। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে ক্ষমতাচ্যুত করতে চায়, মুক্তিযুদ্ধের মধ্যদিয়ে অর্জিত বাংলাদেশকে তারা পাকিস্তান বানাতে চায়। এজন্যে ষড়যন্ত্রকারিদের বিরুদ্ধে প্রবাসীদের সজাগ থাকতে হবে নিজ নিজ অবস্থান থেকে।

আর এটা সকলেই জানি যে, ষড়যন্ত্রের মূল ঘাঁটি হচ্ছে এই আমেরিকা।

বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশনের যুক্তরাষ্ট্র শাখার উদ্যোগে ৯ জুলাই সন্ধ্যায় নিউইয়র্ক সিটির জ্যাকসন হাইটসে 'শেফ মহল' পার্টি হলের এ সমাবেশে মির্জা আজম এমপি আরো বলেন, খন্দকার মোশতাক এবং জিয়া গংদের ষড়যন্ত্রের লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা থেকে দূরে সরানো। সে অভিপ্রায়ে প্রতিরাতেই সামরিক জান্তা জিয়ার নির্দেশে ঢাকাস্থ কেন্দ্রীয় কারাগার ও আশপাশে শতশত মানুষকে ফাঁসি দেয়া হয়-যার প্রায় সকলেই ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং বঙ্গবন্ধুর চেতনায় উজ্জীবিত সামরিক অফিসার। মির্জা আজম বলেন, সেই জিয়ার সৃষ্টি বিএনপি এখন একই খেলায় মেতে উঠেছে। শেখ হাসিনাকে হত্যার একের পর এক চেষ্টা চালানো হচ্ছে। খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে বেশ কয়েক দফা হত্যার চেষ্টা চালানো হয়। কিন্তু পরম করুণাময়ের অশেষ রহমতে প্রতিবারই তিনি প্রাণে বেঁচে গেছেন। শেখ হাসিনাকে হত্যার সেই নীল নক্শা বাস্তবায়িত করতে এখন খালেদা জিয়া ও জিয়াউর রহমানের পুত্র তারেক রহমান সব ধরনের চেষ্টা চালাচ্ছে। স্বাধীনতার বিপক্ষ শক্তির সহায়তা নিয়ে তারেক রহমান বাংলাদেশকে একটি ব্যর্থ রাষ্ট্রের তকমা দিতেও কুণ্ঠা করছে না।

মির্জা আজম বলেন, একাত্তরে বঙ্গবন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারিরা ঘুনাক্ষরেও আশা করেননি যে, তারা বেঁচে থাকবেন। কিন্তু তারপরও পাক হায়েনার দল ৩০ লাখ বাঙালিকে হত্যা করেছে। হত্যার হুলিখেলা চলছে এখনো সেই একাত্তরের মতোই রাজাকার আর বিএনপি মিলে। প্রবাসের বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের উদ্দেশ্যে মির্জা আজম বলেন, ৯৬ সালে শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী হবার পরই মুক্তিযোদ্ধাগণের জাতীয় সম্মান পুনরুদ্ধার করা হয়।

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় দাফনের পদক্ষেপ গ্রহণের পর ২০০৯ সালে পুনরায় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে শেখ হাসিনা বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের সম্মানী ভাতা চালু করেন। এখন স্মার্ট কার্ড দেয়া হচ্ছে। যাবতীয় সুযোগ সুবিধা বহাল করা হয়েছে। মির্জা আজম বাংলাদেশে চলমান কোটাবিরোধী আন্দোলনের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন, এটা খুবই দু:খজনক। তাই কারা এমন আন্দোলনে মদদ দিচ্ছে সেটিও ভেবে দেখতে হবে। ইতিমধ্যেই বিএনপির নেতা রুহুল কবীর রিজভি বলেছেন যে, এর চেয়ে পাকিস্তানেই তারা ভালো ছিলেন। এজন্যে মুক্তিযোদ্ধা কোটা বিলুপ্তির আন্দোলনে তারা মদদ দিচ্ছে।

এ সমাবেশে ২৮ মুক্তিযোদ্ধাসহ শতাধিক প্রবাসী ছিলেন।

সভাপতিত্ব করেন বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল কাদের মিয়া। বিশেষ সম্মানীত অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন নিউইয়র্কে বাংলাদেশের কন্সাল জেনারেল মো. নাজমুল হুদা।

বাংলাদেশী মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
ডাঃ শামসি রহমান
PRIMARY CARE PHYSICIAN
Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Queens Hospital Center and
North Shore University Hospital
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ মহিলা ডাক্তার
ডাঃ মোঃ আব্দুল বাছিত
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
Board Certified in Internal Medicine
Assistant Professor of Medicine
Mount Sinai School of Medicine
Queens Hospital Center
সেবা সমূহ
Same Day Appointment
Walk-in Welcome
প্রাইমারী কেয়ার/ মেডিসিন বিশেষজ্ঞ।
অফিসেই রক্ত, প্রশাব পরীক্ষা ও ইকেজির ব্যবস্থা আছে।
ফ্লু, হজ্বসহ অন্যান্য ভ্যাকসিন।
জব, স্কুল, টি.এল.সি (TLC) সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা।
ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস চেক-আপের ব্যবস্থা।
যাদের হেলথ্ ইন্সুরেন্স নাই বিশেষ চিকিৎসার সুযোগ।
জামাইকা অফিস - রোগী দেখার সময়:
সোম থেকে শুক্রবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত।
শনিবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৩ টা পর্যন্ত।
ওজনপার্ক অফিস - রোগী দেখার সময় ঃ
মঙ্গলবার থেকে শুক্রবার ঃ বিকাল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৭:৩০ মিঃ পর্যন্ত।
শনিবার ঃ বিকাল ৩টা থেকে ৫:৩০ মিঃ পর্যন্ত।
বাছিত মেডিকেল কেয়ার
JAMAICA OFFICE:
166-41 88th Ave,
Jamaica, NY 11432
Tel: 917-780-4510
Fax: 347-875-3911
JACKSON HEIGHTS OFFICE:
40-37 74th Street
Elmhurst, NY 11373
Tel: 917-780-4510
Fax: 347-875-3911
OZONE PARK OFFICE:
97-47 77th Street,
Ozone Park, NY 11416
Tel : 718-307-5796
Fax : 347-875-3911

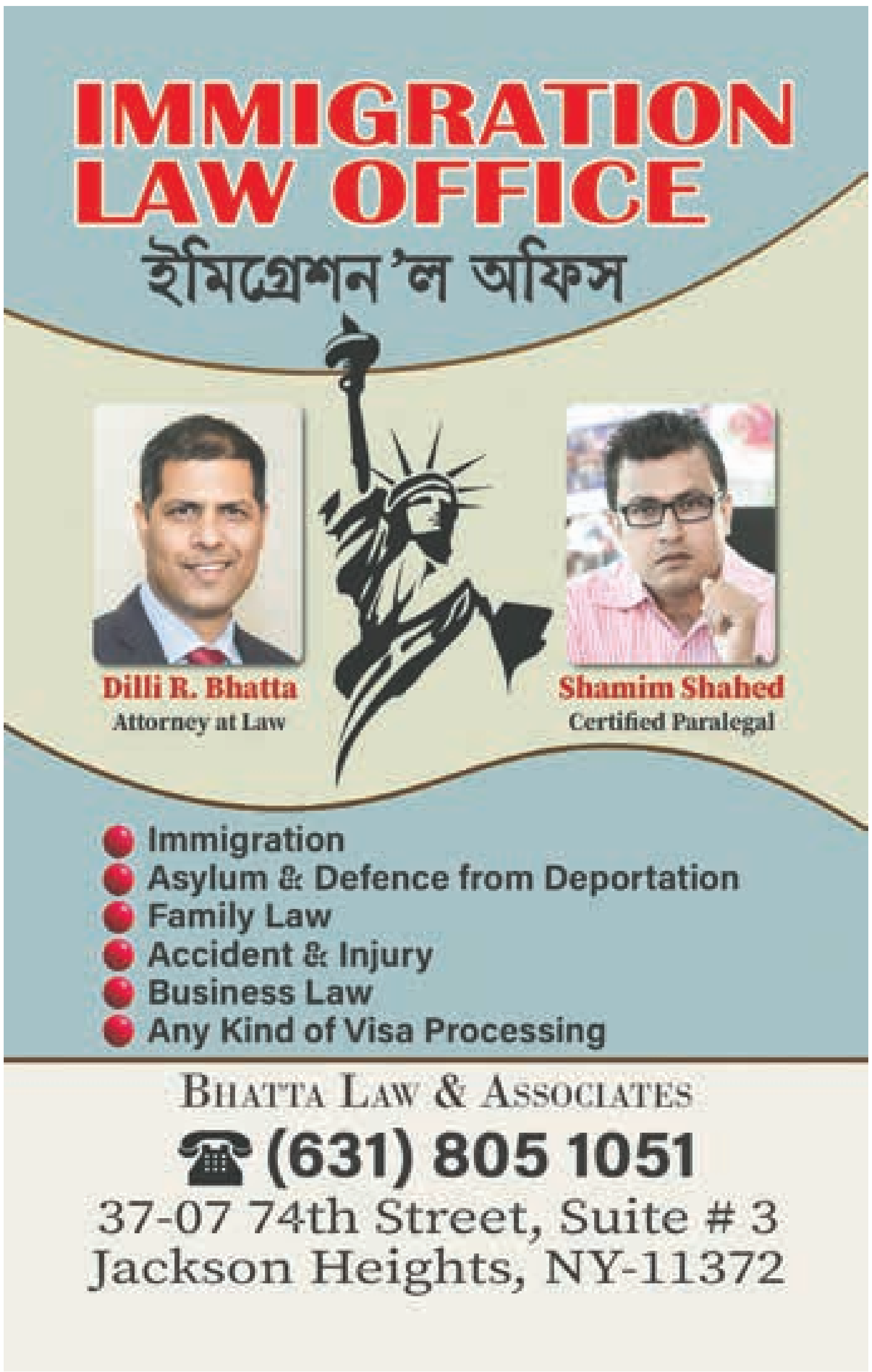
IMMIGRATION
LAW OFFICE
ইমিগ্রেশন 'ল অফিস
Dilli R. Bhatta
Attorney at Law
Shamim Shahed
Certified Paralegal
Immigration
Asylum & Defence from Deportation
Family Law
Accident & Injury
Business Law
Any Kind of Visa Processing
BHATTA LAW & ASSOCIATES
(631) 805 1051
37-07 74th Street, Suite # 3
Jackson Heights, NY-11372

SARAH CARE USA
CDPAP & HOME CARE SERVICES
CDPAP/ PCA/ HHA
No Certificate Required
Highest pay With Benefit
We speak Bangali, Hindi, Urdu, Punjabi, Spanish & Creole
Dr.Gee Cee pat
Vice President
Dr.Shajadi Parvin
CEO/President
WITH
Best income
Up to
$85.000
Annually
LAN/RN
OT/PT/DIETICIAN
Medical Supply
WORK
AT HOME
NEED JOB?
CALL US: 917-745-0949
আমরা ট্রান্সফার কেইসের ক্ষেত্রে
সর্বোচ্চ রেট দিয়ে থাকি
FREE SERVICE: to Apply & Renew DOH/Medicaid/Medicare/SNAP
Corporate Office:
37-18-73rd Street, Suit 301,
Jackson Height, NY 11372
Jamaica Office:
170-05 Hillside Ave, NY 11432
185-08, Hillside Ave, NY 11432
Brooklyn Office:
2033 Bath Ave,
Brooklyn NY 11214
Bronx Office:
2148 Starling Ave,
Bronx, NY 10482
Buffalo Office:
3685 Harlem RD
Cheektowaga, NY 14215
We have offices in Queens, Brooklyn, Bronx, Manhattan, Staten Island, Syracuse, Westchester, Nassau & Suffolk Country
cdpap@sarahcareusa.com| Fax: 201-489-8035
Phone: 917-745-0949, 929-468-6102 | www.sarahcareusa.com

আমেরিকান কারি এ্যাওয়ার্ড ১৭ নভেম্বর

উত্তর আমেরিকা অফিস

আগামী ১৭ নভেম্বর নিউইয়র্কে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে 'আমেরিকান কারি অ্যাওয়ার্ড ২০২৪'। নিউইয়র্কের কুইন্সের টেরেস অন দ্য পার্কে অনুষ্ঠিত হবে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। ৪ জুলাই বৃহস্পতিবার জ্যামাইকাস্থ খলিল বিরিয়ানীতে আমেরিকান কারি অ্যাওয়ার্ডের পক্ষ থেকে মিট দ্য প্রেসের আয়োজন করা হয়। এসময় বক্তব্য রাখেন আমেরিকান কারি অ্যাওয়ার্ডের প্রতিষ্ঠাতা মাস্টার শেফ মো. খলিলুর রহমান, সহ—প্রতিষ্ঠাতা এনামুল হক এনাম এবং আইন উপদেষ্টা মাস্টার অফ ল' এন মজুমদার।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে মো: খলিলুর রহমান বলেন, আমি পেশায় একজন শেফ। নিউইয়র্কের খলিল বিরিয়ানি হাউজের প্রতিষ্ঠাতা, চিফ শেফ এবং সিইও। খুব অল্প সময়ের মধ্যে খলিল বিরিয়ানি হাউজ নিউইয়র্ক তথা পুরো যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং সুপরিচিত খাবারের ব্র্যান্ডে পরিণত হয়েছে। শুধু প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যেই নয়,স্থানীয় আমেরিকানসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষের কাছেও আমাদের খাবারসমূহ সমান জনপ্রিয়।

তিনি আরো বলেন, আমাদের যাত্রা কিন্তু খুব বেশি দিনের না। ২০১৭ সালে নিউইয়র্কে খলিল বিরিয়ানি হাউজ যাত্রা শুরু করে। আর অল্পসময়ের মধ্যেই আমাদের খাবার মানুষের পছন্দের তালিকার শীর্ষে স্থান করে নিয়েছে। সাম্প্রতিককালে আমরা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের নামানুসারে 'বাইডেন বিরিয়ানি' নামে নতুন একটি ডিশ চালু করেছি। ব্যতিক্রমী এই ডিশটি আমেরিকায় বেশ আলোচিত হয়েছে এবং জনপ্রিয়তা পেয়েছে। ভবিষ্যতে এরকম আরও কিছু ডিশ প্রচলনের ইচ্ছা আমাদের আছে।

আমেরিকান কারি অ্যাওয়ার্ডের সহ—প্রতিষ্ঠাতা এনামুল হক এনাম বলেন, জনপ্রিয়তার পাশাপাশি গ্রাহক সেবায় অনন্য অবদানের জন্য খলিল বিরিয়ানি হাউজের সত্ত্বাধিকারী এবং প্রধান শেফ হিসেবে অর্জন করেছেন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের অন্যতম সম্মানজনক পুরস্কার 'প্রেসিডেন্সিয়াল লাইফ টাইম অ্যাওয়ার্ড'। পাশাপাশি ২০২২ সালে পেয়েছেন কালিনারি শিল্পের অস্কার হিসেবে খ্যাত 'ব্রিটিশ কারি অ্যাওয়ার্ড'। যা অত্যন্ত সম্মানজনক একটি পুরস্কার।

তিনি আরো বলেন, 'ব্রিটিশ কারি অ্যাওয়ার্ড' পাওয়ার পর মাস্টার শেফ খলিলুর রহমানের মাথায় আসে, 'ব্রিটিশ কারি অ্যাওয়ার্ড'—এর মতো করে 'আমেরিকান কারি অ্যাওয়ার্ড' করলে কেমন হয়? তখন তিনি বিষয়টি নিয়ে আমার সাথে আলাপ করেন। আমি বিজনেস আমেরিকা ম্যাগাজিনের প্রতিষ্ঠাতা, এনআরবি ওয়ার্ল্ড এবং গ্লোবাল এনআরবি চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি—এর অন্যতম চালিকাশক্তি। ইতোমধ্যে আমি আন্তর্জাতিক মানের অনেক বড় বড় ইভেন্ট আমেরিকাসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আয়োজন করেছেন।

প্রাণবন্ত প্রথম আলো বাংলাদেশ আড্ডা

৪৪তম বঙ্গ সম্মেলন

বিশেষ প্রতিনিধি

ভাষা, সংস্কৃতি ও সম্পর্কের কোন সীমারেখা নেই। গৌরবের নানা স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে বাঙালিরা নিজেদের আত্মপরিচয়ই শুধু নয়, উৎসের সাথে সম্পর্ককে দৃঢ় রাখতে অবিচল। ভালোবাসা, চর্চা ও বিস্তৃতির মাধ্যমে বাংলা ভাষাটাকেই আমাদের টিকিয়ে রাখতে হবে। বাংলা ও বাঙালিত্ব টিকে থাকার জন্য বাংলা ভাষাকে ধরে রাখাই আমাদের অন্যতম প্রধান কাজ।

৫ জুলাই শুক্রবার ইলিনয়েস রাজ্যের ঐতিহাস শিকাগো নগরে ৪৪তম বঙ্গ সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে 'বাংলাদেশ আড্ডায়' বক্তারা এসব কথা বলেছেন। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা আয়োজিত ব্যতিক্রমী এ আয়োজনে সম্মেলনে যোগ দেয়া বাংলাদেশি বাঙালি ছাড়াও ঢাকা থেকে প্রবীণ প্রকাশক ও লেখক আমিনুল ইসলাম যোগ দেন। সম্পাদক ইব্রাহীম চৌধুরীর উপস্থাপনায় বাংলাদেশ আড্ডা শুরু হয়। এ আড্ডা কখনো হালকা কৌতুক থেকে শুরু হয়ে দেশ, জাতীয়তা ও জনসমাজ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথার অবতারণা ঘটে।

প্রকাশক ও লেখক আমিনুল ইসলাম বাংলা ভাষার মুদ্রণ ও প্রকাশনা নিয়ে কথা বলেন। 'বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন এর সেকাল একাল' গ্রন্থের এ লেখক পর্তুগিজসহ ব্রিটিশদের হাত ধরে, তাদের বাণিজ্য ও শাসনের প্রয়োজনে বাংলা মুদ্রণ শিল্পের যাত্রার কিছু বিষয় উল্লেখ করেন। মুদ্রণ শিল্পের পাঁচশ বছরের ইতিহাসে আজকের বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে শিল্পটি নানা সমস্যা সংকটকে মোকাবেলা করছে বলে উল্লেখ করেন।

শিকাগোতে বসবাসরত বাংলাদেশি জনসংগঠক, শিকাগো ফোবানার সাবেক আহ্বায়ক মকবুল আলী আশির দশকের শুরুতে ছাত্রাবস্থায় আমেরিকায় তাঁর অভিবাসনের ইতিহাস বর্ণনা করেন। স্বদেশিদের ঐক্যবদ্ধ রাখার নানা প্রয়াসে জড়িয়ে থাকার স্মৃতিময় দিনগুলোর উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশ থেকে অভিবাসীর সংখ্যা শিকাগো এলাকায় এখনো খুব বেশি হয়ে উঠেনি। এ সংখ্যা যদিও দিনে দিনে বাড়ছে বলে তিনি জানালেন।

সমালোচনার ফাঁকে ফাঁকে কথা বলছিলেন ইব্রাহীম চৌধুরী। তিনি বলেন, বাংলাদেশ থেকে আসা বাঙালিদের ব্যাপক অভিবাসন ঘটেছে গত তিন দশকে। এরমধ্যে অনেকেই শক্ত অবস্থানে পৌঁছালেও বাংলাদেশ থাকা আসা অভিবাসীরা এখনো মার্কিন সমাজে নিজেদের গুছিয়ে নেয়ার পর্বে রয়েছেন। ব্যক্তিগত সাফল্য ও সামাজিক সম্পৃক্ততার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশি বাঙালিরাও দ্রুত মার্কিন সমাজে দৃশ্যমান হচ্ছেন বলে তিনি উল্লেখ করেন।

'বাংলাদেশ আড্ডা' মঞ্চে নিজের কাব্যগ্রন্থ থেকে কবিতা পাঠ করেন কবি বেনজীর সিকদার। প্রেম ভালোবাসা এবং মানুষের একাকীত্বের হাহাকার নিয়ে তাঁর রচিত কবিতাটি ব্যাপক প্রশংসা পায় উপস্থিত দর্শক শ্রোতাদের।প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার নিয়মিত লেখক কবি বেনজীর শিকদার সম্মেলনে কবিতা নিয়ে একটি আলাদা পর্বেও আলোচনা ও কবিতা পাঠে উপস্থিত ছিলেন।

১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে বাংলাদেশ ছেড়ে আসা পাবনার যুবক, মার্কিন মুল্লুকে সফল শিক্ষাবিদ ড. দুলাল ভৌমিক বলেন, এখনো নিয়মিত দেশে যাওয়ার চেষ্টা করেন। দেশ, জাতীয়তা ও সময়ের সংকট নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার অবতারণা করেন অধ্যাপক ড. দুলাল।

আলোচনায় যোগদেন প্রখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ কৌশিক সেন। তিনি, জনস্বাস্থ্য, চিকিৎসা এবং এ নিয়ে কায়েমি স্বার্থবাদীদের চক্রের উল্লেখ করেন। ড. সেন বলেন, স্বাস্থ্য খাত বেনিয়া চক্রের কাছে জিম্মি। বাংলা ও বাঙালিত্ব নিয়ে তিনি বলেন, আমাদের ভাষাটাকে বাঁচিয়ে রাখলেই বাঙালিত্ব ধরে রাখা সম্ভব এবং এ ব্যাপারে সবাইকে মনোযোগী হওয়ার আহ্বান জানান।

বঙ্গ সম্মেলনে প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা দলের সাথে যোগ দেয়া নাসির সিকদার, সুস্থ শরীরের জন্য নিয়মিত দৌড় দেয়ার গুরুত্ব নিয়ে কথা বলেন। এ নিয়ে নিজের অভিজ্ঞতা এবং বিজ্ঞান ভিত্তিক তথ্য উপাত্ত নিয়ে নাসির শিকদারের উপস্থাপনা ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়।

বাংলাদেশ আড্ডায় অন্যান্যের মধ্যে আলোচনায় যোগ দেন নতুন প্রজন্মের প্রতিভাবান যুবক বিভাস ভট্টাচার্য। আর্টিফিসিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং এর অধ্যাপক রুনা ভৌমিক জানান, তিনিও পাবনা থেকে আসা স্বামীর সাথে নিয়মিত বাংলাদেশ সফর করে থাকেন। নিজে পশ্চিম বঙ্গের নারী হলেও বাংলাদেশের সাথে তাঁর আত্মিক সম্পর্কের সুখকর বর্ণনা উঠে আসে রুনা ভৌমিকের চৌকস আলাপচারিতায়।

আলোচনায় অংশ নিয়ে ডাঃ দিলীপ নাথ জানান, তিনি নিয়মিত বঙ্গ সম্মেলনে যোগ দিয়ে আসছেন।

তিনদিন ব্যাপী বঙ্গ সম্মেলনে ১৩০টির বেশি অনুষ্ঠানমালায় প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার ' বাংলাদেশ আড্ডা' ছিল ভিন্ন মেজাজের। প্রাণ খুলে সবাই কথা বলেছেন। নিজেদের যুক্ত করেছেন। এর আগে ব্যাপক আয়োজনে চার হাজারের বেশি মানুষের উপস্থিতিতে সম্মেলনের উদ্বোধন হয় ৪ জুলাই বৃহস্পতিবার। মঞ্চে শোভা পাচ্ছিল যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ভারত ও বাংলাদেশের পতাকা।

দ্বিতীয় দিনে আইবিইএ (ইন্টারন্যাশনাল বাংলা এন্টাটেইনমেন্ট এওয়ার্ডস) পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। এ পুরস্কার পেয়েছেন বাংলাদেশের অভিনেতা চঞ্চল চৌধুরী। সুনেত্রা ঘটকের নামকরণে এই পুরস্কার তুলে দিয়েছেন তাঁর সুযোগ্য পুত্র পরমব্রত চট্টপাধ্যায়। বঙ্গ সম্মেলনে চলচ্চিত্রের এ পুরস্কার অনুষ্ঠানের সহযোগী ওটিটি প্ল্যাটফর্ম হইচই।

বঙ্গ সম্মেলন উপলক্ষ্যে দুই বাংলার তারকাদের সমাবেশ ঘটে শিকাগো শহরে। বাংলার নারীরা শাড়ি পরে পুরো সম্মেলন কেন্দ্রই নয়, শহর চষে বেড়াচ্ছেন। সম্মেলন কেন্দ্রে শাড়ি বেচার অনেকগুলো স্টলে ছিল উপচে পরা ভিড়।

বঙ্গ সম্মেলনে ইব্রাহীম চৌধুরীর 'গৃহছাড়া লক্ষ্মীছাড়া' গ্রন্থ নিয়ে আলোচনা

বিশেষ প্রতিনিধি

একজন সংবাদমাধ্যম কর্মি হিসেবে চার দশকের বিচরণে বহু ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়েছে। সংবাদ লেখার দ্রুততার মধ্যেও যাপিত জীবন ও কর্মের অভিজ্ঞতা নিজের বোধ ও বোধিকে নাড়া দিয়েছে বারবার। একজন লেখক হিসেবে বই প্রকাশ করতে গিয়ে সেসব অভিজ্ঞতা প্রসূত প্রতিক্রিয়া পাঠকদের জন্য উপস্থাপিত হয়েছে 'গৃহছাড়া লক্ষ্মীছাড়া' গ্রন্থে।

৬ জুলাই শনিবার যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরে অনুষ্ঠিত বঙ্গ সম্মেলনের সমাপনী দিনে বই আলোচনায় নিজের বই নিয়ে এসব কথা বলেছেন সদ্য প্রকাশিত গ্রন্থ গৃহছাড়া লক্ষ্মীছাড়া গ্রন্থের লেখক, সাংবাদিক ইব্রাহীম চৌধুরী। বঙ্গ সম্মেলনের এবারের আয়োজনে সাহিত্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বেশ কিছু অনুষ্ঠানমালার আয়োজন ছিল। এরমধ্যে ছিল প্রবাসে থাকা লেখকদের প্রকাশিত বই নিয়ে আলোচনা।

লেখক শ্যামল দাস গুপ্তের সঞ্চালনায় আয়োজিত গ্রন্থ আলোচনায় লেখকরা তাদের প্রকাশিত বই নিয়ে আলোচনা করেছেন। নিজেদের মধ্যে পরিচিতি বিনিময় করেছেন। দেশের বাইরে থাকা নানা পেশার লোকজন কেমন করে বাংলা সাহিত্য এবং বাংলা ভাষায় গ্রন্থ রচনায় জড়িয়ে আছেন, তা উঠে এসেছ আলোচকদের আলোচনায়। শ্যামল দাস গুপ্তসহ নিজেদের বই নিয়ে এবং নিজেদের সাহিত্য কর্ম নিয়ে অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেছেন প্রণব কুমার মিশ্র, সুজয় দত্ত, শুভ্র দত্ত, অমিও কুমার বসু, অঞ্জন রায়, দিলীপ নাথ,

সুদীপ্তা চট্টপোধ্যায়, সৃজা সাহা, অর্জমা সাহা প্রমুখ।

আলোচকরা দেশের বাইরে বাংলা ভাষায় লেখকদের মধ্যে যোগসূত্র সৃষ্টির বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেছেন। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা সম্পাদক ইব্রাহীম চৌধুরী তাঁর নিজের লেখা গ্রন্থ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে প্রবাসে সাহিত্য চর্চার সমস্যা নিয়ে কথা বলেন। বাংলা ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য, বাংলা ভাষার প্রসারের জন্য প্রবাসে সাহিত্য চর্চাকে আরও সংগঠিত করার উপর তিনি জোরারোপ করেন।

উল্লেখ্য চারটি গ্রন্থের লেখক ইব্রাহীম চৌধুরীর সর্বশেষ গ্রন্থ 'গৃহছাড়া লক্ষ্মীছাড়া' গত একুশে বইমেলায় প্রকাশিত হয়েছে। দ্যু প্রকাশনি থেকে প্রকাশিত বইটি রকমারি ডট কম সহ দেশের শীর্ষস্থানীয় লাইব্রেরিতে পাওয়া যাচ্ছে।

দুবাইয়ে সড়ক দুর্ঘটনায় পাঁচ বাংলাদেশি নিহত

নিউজ ডেস্ক

৭ জুলাই রোববার বাংলাদেশ সময় সকাল সাড়ে ১০টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত পাঁচ বাংলাদেশি ঢাকার নবাবগঞ্জ ও দোহার থানার বাসিন্দা বলে জানা গেছে। আমিরাতের আজমান প্রদেশে তারা বসবাস করতেন।

বাংলাদেশ কনস্যুলেটের কনসাল জেনারেল বি এম জামাল হোসেন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

নিহত প্রবাসীরা হলেন, নবাবগঞ্জের বালেঙ্গা গ্রামের লুৎফর রহমানের ছেলে মো. রানা (৩০), আব্দুল হাকিমের ছেলে মো. রাশেদ (৩২), শেখ ইরশাদের ছেলে মো. রাজু (২৪), শেখ ইব্রাহীমের ছেলে ইবাদুল ইসলাম (৩৪) এবং দোহার বাজার এলাকার মো. মঞ্জুর ছেলে মো. হিরা মিয়া (২২)। তারা একই জায়গায় কাজ করতেন।

জানা গেছে, সকালে ওই পাঁচ জন কাজের জন্য আবুধাবি যাচ্ছিলেন।

তাদের বহন করা গাড়িটি আবুধাবি রোডে সাহামা এলাকায় পৌঁছালে বিস্ফোরিত হয়। এতে ঘটনাস্থলেই পাঁচ জনের মৃত্যু হয়।

১ 'পয়সা' তুলতে গিয়ে গ্রেপ্তার, হলো ডাকাতির মামলা

নিউজ ডেস্ক

আমেরিকার একটি ব্যাংক থেকে মাত্র ১ সেন্ট তুলতে গিয়ে ডাকাতির মামলার মুখে পড়েছেন ফ্লোরিডার এক বাসিন্দা। গত শনিবার দেশটির সামটার কাউন্টির চেস ব্যাংকের একটি শাখায় এ ঘটনায় গ্রেপ্তার হয়েছেন তিনি।

সামটার কাউন্টি শেরিফের কার্যালয়কে উদ্ধৃত করে মার্কিন সংবাদমাধ্যম নিউইয়র্ক পোস্ট জানিয়েছে, অভিযুক্তের নাম মাইকেল ফ্লেমিং।

শেরিফ কার্যালয় গ্রেপ্তারি হলফনামায় জানায়, ফ্লেমিং ব্যাংকটিতে প্রবেশ করেন, ১ সেন্ট তোলার জন্য স্লিপ পূরণ করেন এবং তা ক্যাশিয়ারের কাছে জমা দেন। এ সময় ক্যাশিয়ার ফ্লেমিংকে জানান, তিনি শুধুমাত্র ১ সেন্ট তুলতে পারবেন না।

এ সময় ফ্লেমিং ক্যাশিয়ারকে বলেন, 'তুমি কি চাও আমি অন্য ভাষায় কথা বলি?' হলফনামায় তাদের কথোপকথনের আর কোনো তথ্য প্রকাশ করা হয়নি। তবে কার্যালয়ের কয়েকজন ডেপুটি জানিয়েছেন, এ ঘটনায় ক্যাশিয়ার ভয় পেয়ে যান এবং সহিংসতার শঙ্কায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে খবর দেন।

কখনো বৃষ্টি হয় না বিশ্বের যে গ্রামে

রোমেনা রোজী

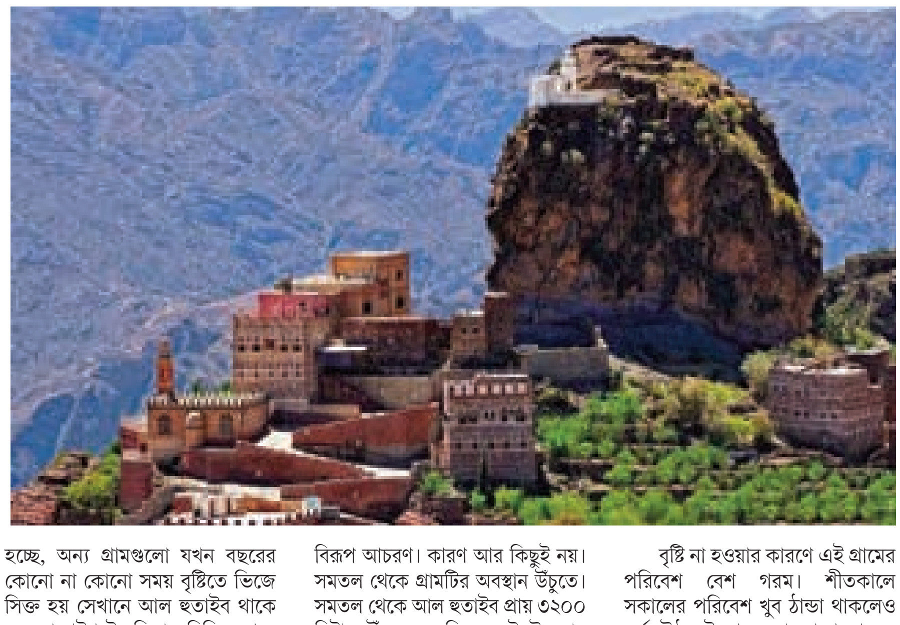

বৃষ্টি প্রকৃতির এক অনন্য আশীর্বাদ। বৃষ্টি হয় বলেই প্রকৃতি এত সুজলা-সুফলা। বালুময় মরুভূমি থেকে সবুজ সমতল কিংবা পাহাড়ি এলাকা—পৃথিবীর সব অঞ্চলে কম বেশি বৃষ্টিপাত হয়। তবে পৃথিবীতে এমন একটি গ্রাম আছে যেখানে কখনো বৃষ্টি হয় না। পৃথিবীর সব অঞ্চলেই কম বেশি বৃষ্টিপাত হয়। তবে কখনো কি এমন কোনো স্থানের কথা শুনেছেন, যেখানে কখনোই হয় না বৃষ্টিপাত।

আশ্বর্যের বিষয় হচ্ছে, এটি মরুভূমির কোনো স্থান নয়। আরো অবাক করা বিষয় হলো এখানে রীতিমতো মানববসতি রয়েছে। রয়েছে সুন্দর বাড়িঘর ও প্রাচীন স্থাপনা। প্রচুর পর্যটকেরও আগমন ঘটে এখানে।

গ্রামটির নাম আল হুতাইব। ইয়েমেনের রাজধানী সানার প্রশাসনিক এলাকা জাবল হারজের পার্বত্য অঞ্চলে এর অবস্থান। বেশ সমৃদ্ধ গ্রাম এটি। এখানে স্কুল, মাদ্রাসা-মসজিদ সবই রয়েছে। এমনকি ষোড়শ শতকের একটি স্থাপনাও আছে। অর্থাৎ স্বাভাবিক আর দশটা গ্রামের মতোই। আরও আছে নজরকাড়া সববাড়িঘর ও প্রাচীন স্থাপনাসমূহ। প্রতিবছর প্রচুর পর্যটকেরও আগমন ঘটে সেখানে। আবার ক্ষেত-খামারও রয়েছে।

তবে অন্য গ্রাম থেকে এর পার্থক্য হচ্ছে, অন্য গ্রামগুলো যখন বছরের কোনো না কোনো সময় বৃষ্টিতে ভিজে সিক্ত হয় সেখানে আল হুতাইব থাকে শুকনো খটখটে। বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে যখন বছরের বিভিন্ন সময়ে বৃষ্টিপাত হয়, ঠিক তখন আল হুতাইবে গ্রাম থাকে শুকনো। এই গ্রামে যেহেতু কখনো বৃষ্টি হয় না, তাই সেখানকার আবহাওয়া বেশ শুষ্ক।

কিন্তু কেন? কেন প্রকৃতির এই বিরূপ আচরণ। কারণ আর কিছুই নয়। সমতল থেকে গ্রামটির অবস্থান উঁচুতে। সমতল থেকে আল হুতাইব প্রায় ৩২০০ মিটার উঁচুতে অবস্থিত। এই উচ্চতার কারণেই এখানে বৃষ্টিপাত হয় না। কারণ স্বাভাবিক বৃষ্টির মেঘ জমে সমতল থেকে ২০০০ মিটার উঁচুতে। ফলে মেঘ জমে যে বৃষ্টি হয় তা আল হুতাইবের নিচে ঝরে পড়ে। আর মেঘ না থাকলে বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনাও থাকে না।

বৃষ্টি না হওয়ার কারণে এই গ্রামের পরিবেশ বেশ গরম। শীতকালে সকালের পরিবেশ খুব ঠান্ডা থাকলেও সূর্য উঠলেই প্রচণ্ড খরতাপে পুড়েন সেখানকার মানুষেরা।

তবে এই বৃষ্টি না হওয়া নিয়ে তেমন মাথা ব্যাথা নেই এখানকার বাসিন্দাদের। তারা এই প্রকৃতির সঙ্গে দিব্যি মানিয়ে নিয়ে বংশ পরম্পরায় বসবাস করছে।

৮০০ বছরের ইতিহাসে প্রথম নারী অর্থমন্ত্রী যুক্তরাজ্যে

নিউজ ডেস্ক

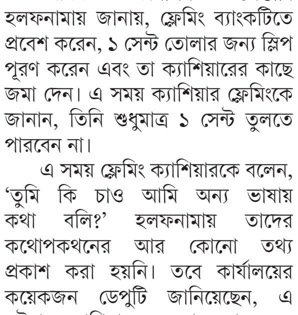
রাচেল রিভস

প্রথমবারের মতো নারী অর্থমন্ত্রী নিয়োগ দিয়েছে যুক্তরাজ্য। তবে যুক্তরাজ্যের নতুন মন্ত্রিসভায় সবচেয়ে বড় চমকে ৪৫ বছরেরর্ রাচেল রিভস, যিনি দেশটির ৮০০ বছরের ইতিহাসে প্রথম অর্থমন্ত্রী।

যুক্তরাজ্যে অর্থমন্ত্রীর পদের নাম 'চ্যান্সেলর অব একচেকার' বা রাজকোষের চ্যান্সেলর। যুক্তরাজ্যে নতুন সরকারের প্রধান আকর্ষণ এখন তিনিই।

দেশটির এবারের সাধারণ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ জয় পেয়ে ক্ষমতায় বসেছে লেবার পার্টি। শুক্রবার বাকিংহাম প্রাসাদে রাজা তৃতীয় চার্লস আনুষ্ঠানিকভাবে লেবার পার্টির নেতা স্যার কিয়ের স্টারমারকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দেন।

এদিকে, প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের অল্প সময়ের মধ্যেই সরকারের বিভিন্ন পদে মন্ত্রীদের নাম ঘোষণা করেন কিয়ের স্টারমার।

যাচেল রিভস ২০০০ সাল থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত ব্যাংক অব ইংল্যান্ডে (যুক্তরাজ্যের কেন্দ্রীয় ব্যাংক) দায়িত্ব পালন করেছেন।র্ যাচেল বলেন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পথ হলো স্থিতিশীলতা, বিনিয়োগ এবং সংস্কার। যুক্তরাজ্যের পাবলিক সার্ভিসের পুননির্মানে অর্থায়নের বিষয়টিকে গুরুত্ব দেবেন তিনি।

যুক্তরাজ্য সরকারের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হচ্ছেন দেশটির অর্থমন্ত্রী। দক্ষিণ লন্ডনে বেড়ে ওঠার্ যাচেল ২০১০ সালে লিডস ওয়েস্ট থেকে প্রথমবার এমপি হিসেবে নির্বাচিত হন।

ম্যাকডোনাল্ডসে সালাদ বিক্রি বন্ধ কেন

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

বিশ্বখ্যাত ফাস্ট-ফুড চেইন ম্যাকডোনাল্ডস এক সময় যে সালাদ বিক্রির বিজ্ঞাপনে প্রচুর ডলার খরচ করত, মেন্যু থেকে এখন বাদ পড়েছে সেই সালাদই। কর্তৃপক্ষের দাবি, মানুষ ম্যাকডোনাল্ডসে ঢুকে বার্গার আর ফ্রাই খেতে চান। সালাদ ভোক্তাদের পছন্দের তালিকায় এখন আর সেরকম নেই। ২০২০ সাল থেকে সালাদ বিক্রি বন্ধ করে দিয়েছে ম্যাকডোনাল্ডস।

মার্কিন সংবাদমাধ্যম ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের বার্ষিক গ্লোবাল ফুড ফোরামে এক সাক্ষাৎকারে ম্যাকডোনাল্ডস যুক্তরাষ্ট্র-এর প্রেসিডেন্ট জো এরলিংগার এ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'যদি মানুষ সত্যিই ম্যাকডোনাল্ডসের সালাদ চায়, তবে আমরা সানন্দে এটি পুনরায় চালু করব।'

তিনি বলেন, 'তবে আমাদের অভিজ্ঞতা যা প্রমাণ করেছে তা হলো, ভোক্তারা ম্যাকডোনাল্ডস থেকে যা খুঁজছেন তা এটি নয়।' জো এরলিংগার বলেন, 'মানুষ ম্যাকডোনাল্ডসে ঢুকেই ফ্রেন্স ফ্রাই খোঁজেন, 'ফাইভ ডলার মিল' খোঁজেন, গরম ও সতেজ স্যান্ডউইচ খোঁজেন। আমরা তাদের এগুলোই সরবরাহ করছি।'

১২০টি দেশে ৩৮ থেকে ৩৯ হাজারের মতো ম্যাকডোনাল্ডস রেস্তোরাঁ রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৪০ সালে ব্যবসা শুরু করে এই ফাস্ট ফুড জায়ান্ট।

যারা রেস্তোরাঁয় গিয়ে স্বাস্থ্যকর খাবারের খোঁজ নেন কিংবা নিরামিষাশী বা শিশুদের জন্য উপযুক্ত খাবার হিসেবেও বিবেচনা করা হতো সালাদকে। এ ধরনের ভোক্তাদের মোটামুটি এক চ্যালেঞ্জের মুখেই ফেলেছে ম্যাকডোনাল্ডসের নতুন মেন্যু। সিএনএন লিখেছে, ম্যাকডোনাল্ডস করোনা মহামারির আগে পর্যন্ত কয়েক দশক ধরে সালাদ পরিবেশন করে আসছিল। সালাদ আছে এমন আশ্বাসেই অনেক ভোক্তা ম্যাকডোনাল্ডস রেস্তোরাঁতে ঢুকতেন। এই খাবার মেন্যু থেকে বাদ দেয়ায় তাই কিছুটা হতাশ তারা।

২০১৮ সালে ম্যাকডোনাল্ডসের সালাদ নিয়ে ঘটে এক ঘটনা। ওই বছর দূষিত খাবার বা পানির মাধ্যমে রোগে আক্রান্ত হন অনেক মানুষ। তখন অভিযোগ ওঠে, এই অসুস্থতার সম্ভাব্য উৎস ম্যাকডোনাল্ডসের সালাদ। যুক্তরাষ্ট্রের সেন্টার্স ফর ডিসিস কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশনের (সিডিসি) দাবির পরই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে প্রায় ৩ হাজার রেস্তোরাঁয় সালাদ বিক্রি বন্ধ করে দেয় ম্যাকডোনাল্ডস। ওই ঘটনার দুই বছর পর ২০২০ সালে বিশ্বজুড়ে করোনা মহামারি শুরু হলে রেস্তোরাঁগুলোতে শ্রমিকের অভাব দেখা দেয়। এর সঙ্গে আরও কিছু সংকটও তৈরি হয়। এ অবস্থায় সবচেয়ে জনপ্রিয় আইটেমগুলো ফোকাস করার জন্য অন্য আইটেমে কাটছাঁট করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ২০২০ সালে ম্যাকডোনাল্ডস মূল মেন্যু থেকে সালাদ সরিয়ে দেয়।

ইমাম ও কমিউনিটি লিডারদের সম্মানে মুনা'র নৈশভোজ

উত্তর আমেরিকা অফিস

মুসলিম উম্মাহ অফ নর্থ আমেরিকা মুনা'র আগামী ৯, ১০ ও ১১ আগস্ট অনুষ্ঠেয় 'মুনা কনভেনশন ২০২৪ সামনে রেখে ইমাম ও কমিউনিটির লিডারদের সম্মানে মতবিনিয়ম ও ডিনারের আয়োজন করেন মুনা নিউইয়র্ক নর্থ জোন। ১ জুলাই মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয় সিটির বাংলাদেশীদের বাণিজ্যিক রাজধানী খ্যাত জ্যাকসন হাইটসে মুনা সেন্টারে। নিউইয়র্ক নর্থ জোন সভাপতি মো: রাশেদুজ্জামান সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মুনার ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট হারুন অর রশীদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন মুনার ন্যাশনাল এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর আরমান চৌধুরী, সিপিএ।

মুনা কনভেনশন ২০২৪ বাস্তবায়নে বিভিন্ন পরামর্শ দিয়ে সাংবাদিক, ইমাম, কমিউনিটি লিডার, ব্যবসায়ীদের মধ্য থেকে বক্তব্য রাখেন, সাপ্তাহিক বাংলাদেশ পত্রিকার সম্পাদক ডা: ওয়াজেদ এ খান, সাপ্তাহিক জন্মভূমির সম্পাদক রতন তালুকদার, মসজিদ আবরারের ইমাম ও খতিব মাওলানা আবুল খায়ের, মসজিদ বায়তুল আতিক মসজিদের খতিব মাওলানা নজরুল হক, সানি সাইড মসজিদে ইব্রাহিমের ইমাম ও খতিব ইমাম ইউসুফ, উডসাইড বায়তুল জান্নাহ মসজিদ পরিচালনা কমিটির সভাপতি মো: তোহফাজ উদ্দিন, মসজিদে ইব্রাহিমের সভাপতি পারভেজ রহমান, শিক্ষাবিদ ড. আবুল কাসেম, প্রফেসর সৈয়দ আহমেদ, এনওয়াইপিটির সিনিয়র কর্মকর্তা সামসুল হক, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী এমকে রহমান মাহমুদসহ আরো অনেকে। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মুনা নিউইয়র্ক নর্থ জোনের শিক্ষা সম্পাদক মমিনুল ইসলাম মজুমদার।

ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট হারুন অর রশীদ, ইমাম ও কমিউনিটির নেতৃবৃন্দের সার্বিক সহযোগিতায় কামনা করে বলেন, আল্ালহর অশেষ রহমতে, বিগত বছরগুলোতে বিশাল আকারের মুনা কনভেনশন বা¯—বায়ন করতে আমরা সক্ষম হয়েছি।

মিশিগানের হ্যামট্রাম্যাকে শ্রীশ্রী জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা

পার্থ সারথী দেব

যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান অঙ্গরাজ্যের হ্যামট্রাম্যাক শহরে গত ৭ জুলাই রোববার ব্যাপক উৎসাহ, উদ্দীপনা ও আনন্দের মধ্য দিয়ে শ্রীশ্রী জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। এবারই প্রথম জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা তিথি অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হয়েছে। জানা গেছে, শহরের বেলমন্ট সনাতন সংঘের উদ্যোগে এ রথযাত্রার আয়োজন করা হয়। বিপুল সংখ্যক মানুষের উপস্থিতিতে এ রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। আয়োজকদের সুত্রে জানা গেছে দুই বছর আগে এ রথযাত্রা শুরু হয়। এবার তৃতীয় বছরে পদার্পণ করলো। বিকেল পাঁচটার পর ভক্তদের উপস্থিতিতে বেলমন্ট স্ট্রীট থেকে রথের দড়িতে টান দেয়া হয়। রথটির সাথে বিরাট একটি শোভাযাত্রা ঢাক ঢোল, কাঁশর ও মন্দিরা বাজিয়ে কীর্তন করে নগরীর বিভিন্ন পথ প্রদক্ষিণ করে হ্যামট্রাম্যাক শহরের সিটি স্কয়ারে যায়। সেখানে রথযাত্রা সম্বন্ধে ভক্তবৃন্দ, সিটির কর্মকর্তাসহ অন্যরা সংক্ষিপ্ত বক্তব্য প্রদান করেন, অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন মৃদুল কান্তি সরকার। রথযাত্রায় ভক্তবৃন্দরা নাম কীর্তন পরিবেশন করেন। রথটি শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমার সময় রাস্তার দুই পাশে দাড়িয়ে মানুষজন হাত নাড়িয়ে তাদেরে অভ্যর্থনা জানান, কোন কোন গাড়ী চালক হর্ণ বাজিয়ে শোভাযাত্রার সাথে একাত্মতা প্রকাশ করতে দেখা যায় । হ্যামট্রাম্যাক শহরের পুলিশ নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন। নারীরা শাড়ি ও পুরুষদেরকে পাঞ্জাবী পরে শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়। মা বাবার সাথে শিশু কিশোর, কিশোরীরা পায়ে হেটে শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করে। অনেকের হাতে ছিল জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার ছবি। শিশু, কিশোর,যুবক, যুবতী, তরুণ, তরুণী, প্রবীণসহ সকল বয়সের মানুষ এতে অংশগ্রহণ করেন। বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে শোভাযাত্রাটি আবার বেলমন্ট স্ট্রীটে ফিরে আসে। এখানে আসার পর গান, কীর্তন পরিবেশন করা হয় এবং লুট দেয়া হয়। সবশেষে শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারী সবাইকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

মিশিগানের প্রবাসী বাংলাদেশিদের দ্বারা পরিচালিত মন্দিরগুলোতে সব সময়ই বিভিন্ন ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়ে থাকে, সনাতন সংঘের রথযাত্রার এই উদ্যোগে ভক্তমন্ডলিরা খুবই আনন্দিত।

বাগেরহাট জেলা সোসাইটির বনভোজন

উত্তর আমেরিকা অফিস

বাগেরহাট জেলা সোসাইটি ইউএসএ এর বনভোজন ৩০ জুন রোববার বেইজলী পন্ড পার্ক নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ১১ টায় অনুষ্ঠিত বাগেরহাট জেলা সোসাইটির বনভোজনে অতিথি ছিলেন জজ সোমা সাইদ, সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদে খান, কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব এবিএম ওসমান গনি, ছদরুন নূর, রিয়েলেটর, আনোয়ার হোসেন, কমিউনিটি বোর্ড মেম্বার আহসান হাবিব, শাহ্ জে চৌধুরী, জাসির কবির, করিম চৌধুরী, রাব্বী সাইদ, মোঃ সিরাজুল ইসলাম, রিপন, গাজীপুর জেলা সোসাইটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক, সোনালী ব্যাংকের সিইও সহ অনেকে। সভাপতি লিটু চৌধুরী অনুষ্ঠানের কাযর্ক্রম উদ্বোধন করেন এবং সাধারণ সম্পাদ বাবুল হাওলাদার, আহ্বায়ক ফারুক তালুকদার, প্রধান উপদেষ্টা সৈয়দ আল আমিন রাসেল, প্রধান সমন্বয়কারী শেখ আনসার আলী, সদস্য সচিব রায়হান পারভেজ ,যুগ্ম অহ্বায়ক চয়ন মিস্তরী, সমন্বয়কারী স্বপন তালুকদার ও হ্যাপি চৌধুরী, যুগ্ন সদস্য সচিব রাসেল আবেদিন, সাবি'ক ব্যবস্থাপনায় মুরাদ খন্দকার, সিরাজুল ইসলাম,শাহ্ রহমান, শেখ মনিরুজ্জামান, জাকির হোসেন, নুরুল ইসলাম নান্নুসহ অনান্য সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। ছোট ছেলেদের ও মেয়েদের দৌড় প্রতিযোগিতা এবং বড় ছেলে ও মেয়েদের বিভিন্ন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সকালের নাস্তাসহ দুপুরে সুস্বাদু খাবার সরবরাহ করেন মামাস্ রেস্টুরেন্ট জ্যাকসন হাইটস। তরমুজ, মজার চা ও চানাচুর মুড়ি ছিল মজাদার খাবার। কিছু সময় বৃষ্টির কারণে কাযর্ক্রম বিঘ্নিত হয়। পরে র‌্যাফেল ড্র অনুষ্ঠানে ১০ টি আকর্ষণীয় পুরষ্কার। তারমধ্যে প্রধান ছিল স্বর্ণের চেন প্রথম পুরষ্কার। জজ সোমা সাইদ বড়দের দৌড় প্রতিযোগিতা পরিচালনা করেন। প্রায় ৩৫০ জনের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠানটি ছিল প্রাণবন্ত ও মুখরিত। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

REGISTERED NURSE REQUIRED
(New Jersey)

- প্রতিষ্ঠান: Renowned Home Care Organization
- পদ: Registered Nurse (RN)
- অভিজ্ঞতা: নতুন বা ১/২ বছর
- স্থান: Paterson, New Jersey.

Please send your resume at info@captorusacorp.com
Or call us at +1 (973) 553-2690
আবেদনের শেষ সময়: 07/25/2024

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার সাটফিন ও ১০৯ রোডের নিকটে ৭ মিনিট দুরত্বে ট্রেন ও বাস ১ ব্লক দুরত্বে নতুন রেনুভেটেড দুই বেড, লিভিং ১ বাথ কিচেন ভাড়া দেয়া হবে। মসজিদ, গ্রোসারি স্কুল নিকটে। ভাড়া ২৩৫০ ডলার। ফোন 646-645-9830

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকার সাটফিন ও ১০৯ রোডের নিকটে ৭ মিনিট দুরত্বে ট্রেন ও বাস সংলগ্ন বাস লাইন বেসমেন্ট, ১ বেড, ১ বাথ, কিচেন নতুন রেনুভেটেড ভাড়া দেয়া হবে। মসজিদ, গ্রোসারি, স্কুল নিকটে। ভাড়া ১৩৫০ ডলার। স্বামী স্ত্রী অগ্রাধিকার। ফোন 646-645-9830

আবশ্যক

হিউম্যান হোমকেয়ার কোম্পানীতে কাজ করার জন্য আগ্রহী কিছু কর্মী আবশ্যক। জরুরি ভিত্তিতে রিজ্যুমি পাঠানোর অনুরুধ করছি। newal.saki@humancareny.com

রুম ভাড়া

জামাইকার সাটফিন ব্লু বার্ডে একটি রুম সাবলেট ভাড়া দেওয়া হবে,সা-বওয়ে ও গ্রোসারী থেকে তিন মিনিটের দূরত্ব,একজন অথবা দুজন মহিলা হলে ভালো হয়। 347-238-7171

লোক আবশ্যক

সারাহ হোমকেয়ারে কাজ করার জন্য কিছু লোক আবশ্যক। আগ্রহীরা কল করুন ফোন: 917-745-0949

পাত্র চাই

কাপ্তাই কর্ণফুলী পেপার মিলস এলাকায় Born & Raise ১৯ দিনের শর্ট ডিভোর্সী পাত্রীর জন্য American Citizen & Green Card Holder পাত্র আবশ্যক। পাত্রীর বয়স ২৬ বছর। বড় ভাই 347-612-9207, বাবা 01912340475. (কল করুন দুপুর ২টা থেকে রাত ২টা পর্যন্ত)।

বাসা ভাড়া

মে মাস থেকে নিউ বেইসমেন্ট ভাড়া হবে. PS 33 and Police Station থেকে এক ব্লক দূরে Queen Village এ মনোরম পরিবেশে বেইসমেন্ট ভাড়া হবে. স্টুডেন্ট আর স্বামী স্ত্রী অগ্রাধিকার পাবে. আলাদা কিচেন আর বাথরুম এবং বড় দুইরুম. দুই Block এর ভিতর Q1,Q27,Q88 ,Q36,Q43 and N26, N22 and N6 bus. স্ট্রিট পার্কিং (ঝাড়ু নাই)সব সময় খালি থাকে. যোগাযোগ - 3475925884

রুম ভাড়া

রিচমন্ড হিল এলাকায় বাস স্ট্যান্ডের পাশে এক রুম ভাড়া যাবে। কর্মজীবী/স্টুডেন্ট নারী হতে হবে। জেএফকে এয়ারপোর্টের কাছেই চমৎকার লোকেশন। যোগাযোগ: মিসেস আহমেদ 917-398-0783

বাসা ভাড়া দেওয়া হবে

3 Bed, 1 Bath, Living Dining and Kitchen. (বাসা হতে ওয়ার্কিং দূরত্বে মসজিদ, স্কুল, গ্রোসারি শপ।) ADD: 27 peace st, Buffalo. যোগাযোগ: 518 364 0930

অফিস ভাড়া

জ্যামাইকার হিলসাইডে ১৬৮ স্ট্রিটের প্রাইম লোকেশনে একটি অফিস রুম ভাড়া হবে। গেষ্ট ওয়েটিং রুমসহ আনুষাঙ্গিক সুবিধা রয়েছে। ফোন: 646-403-6500

Registered Nurse Required (New Jersey)

প্রতিষ্ঠান: Captor USA Corporation.
পদ: Registered Nurse (RN)
অভিজ্ঞতা: নতুন বা ১/২ বছর
স্থান: Paterson, New Jersey.
Please send your resume at info@captorusacorp.com
Or call us at +1 (973) 553-2690
আবেদনের শেষ সময়: ২০/০৭/২০২৪

ন্যানী আবশ্যক

মিজুরী রাজ্যের সেন্টলুইসে বসবাসকারী নবজাতক শিশু এবং দুই বছরের শিশু আন্তরিকভাবে দেখাশুনা এবং সপ্তাহে তিনদিন রান্না করাসহ অন্যান্য কাজে (পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা) সহযোগিতা করার জন্য ন্যানী আবশ্যক। থাকা খাওয়াসহ মাসে বেতন ১,৫০০ ডলার। প্রতি ছয় মাসে একবার নিউইয়র্কে যাতায়াতের সুযোগ থাকবে এবং যাতায়াতের খরচ বহন করা হবে। যোগাযোগ: ৭৬৫-৬০৯-৭২২৪

আবশ্যক

"Immigration law firm in Queens is looking for a Receptionist. Candidates should be extremely organised and should have excellent communication and public relation skills.Candidate should speak Hindi, English and Bengali. Training will be provided by a law firm. Handsome salary will be offered. Please email your resume at "ravi@gehilaw.com

আবশ্যক

কুইনসের একটি ইমিগ্রেশন ল' ফার্মে রিসিপসনিস্ট আবশ্যক। প্রার্থীকে উঁচু মাত্রার অরগেনাইজড এবং জনসংযোগে দক্ষ হতে হবে। পাশাপাশি প্রার্থীকে হিন্দি, ইংরেজি এবং বাংলা ভাষায় কথা বলায় দক্ষ হতে হবে।
ল' ফার্মে কাজের জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। ভালো বেতনের এ চাকুরীর জন্য আগ্রহীরা রিজুমি ইমেইল করুন: ravi@gehilaw.com

পার্টনার আবশ্যক

পেনসিলভিনিয়া York এ অবস্থিত Solar Panel ও Garment Factory এর জন্য পার্টনার এবং বিনিয়োগকারী আবশ্যক। EB5 বিনিয়োগ ভিসার আওতায় পরিবার শুদ্ধ গ্রিনকার্ডের সুযোগ আছে। যোগাযোগের ঠিকানা: 202-683-5854.
Email: amrsolarllc@yahoo.com

রুম ভাড়া (sub let)

South Richmond hill এ নিরিবিলি পরিবেশে ১ লা জুলাই/২০২৪ থেকে ২য় তলায় একটি রুম ভাড়া দেয়া হবে (850 $). স্বামী-স্ত্রী অগ্রগন্য! যোগাযোগ=347 653 6748

বডিম্যান আবশ্যক

লং আইল্যান্ড সিটিতে অটো রিপেয়ার শপে বডিম্যান (ম্যাকানিক) আবশ্যক। আলোচনা সাপেক্ষে ভাল বেতন। 38-24, 24 street. Phone: 718-902-8232

ইমিগ্রেশনে সহযোগিতা

আমেরিকায় নতুন বা পুরাতন- আপনার দরকার ওয়ার্ক পারমিট, সোশ্যাল এবং ফাইনালি গ্রীনকার্ড। যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন- একটা ব্যবস্থা আমরা করে দেবই। দেশে থাকা আত্মীয়-বন্ধুকে আনতেও আমরা সহযোগিতার পথ দেখাই। ইমিগ্রেশনের যে-কোন জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য কল বা টেক্সট করুন **(৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২**

ড্রাইভিং ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন

জ্যাকসন হাইটস্-এ এআর ড্রাইভিং স্কুলের জন্য একজন ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন।
যোগাযোগঃ ৩৪৭-৪৫৯-৭০৯২

পাত্রী চাই

৫৫ বছর ডিভোর্স, সিটিজেন সুদর্শন ডাক্তার পাত্রের জন্যে পাত্রী বা ঘটক সরাসরি যোগাযোগ করুন hmurshedmd@gmail.com Phone 850-866-9012

পাত্র চাই

পাত্র চাই উচ্চ শিক্ষিত পরিবারের US সিটিজেন পাত্রী কুইন্স কলেজ থেকে একাউন্টিং এ ব্যাচেলর সিটি জব রত (২৮) শিক্ষিত ও উপযুক্ত পাত্র চাই md_kayum@yahoo.com Cell: 917-497-9508

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত ৩২ বছর (৫-৬) (অনার্স) সুশিক্ষিত পাত্রের জন্য আমেরিকান সিটিজেন পাত্রী আবশ্যক। ডিভোর্সী হলেও সমস্যা নেই। যোগাযোগ: 516-247-8260 Email: jj1831847@gmail.com

হিন্দু পাত্র আবশ্যক

শিলিগুড়ি বসবাসরত এবং ব্যাঙ্গালোরে নার্সিং (৩য় বর্ষ)অধ্যয়নরত সুন্দরী পাত্রীর জন্য হিন্দু পাত্র আবশ্যক। যোগাযোগ: 347-235-7322 পাত্রীর মামা New York

পাত্র চাই

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের পি.এইচ.ডি চাকরিজীবী (৩৪ + 5-6) সিটিজেন পাত্রীর জন্য, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, পি.এইচ.ডি বা উপযুক্ত পাত্র চাই। যোগাযোগ: অভিভাবক 929-247-9441

পাত্র চাই

একজন ম্যাকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সুন্দরী হিন্দু পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। উচ্চতা ৫ ফুট ৫”। বয়স ২৭। যোগাযোগ: 347-641-8353, 718-200-6396

পাত্র চাই

পাত্রী আমেরিকান গ্রীনকার্ডধারী উচ্চশিক্ষীতা Sociology (ঢা.বি.)। সঙ্গত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ, নি:সন্তান। ৫০ উর্ধ্ব পাত্র চাই। আগ্রহী ইচ্ছুক পাত্র বা অভিভাবক যোগাযোগ করুন। zaibunnessa14@gmail.com

মেচম্যাকিং

দেশী মেচম্যাকিং (Deshi Match Making) একটি বিশ্বস্ত ম্যারেজ মিডিয়া। আমাদের আছে অনলাইন ও অফলাইন সিস্টেম। বাংলাদেশে ঢাকা, বনানীতে ও নিউইয়র্কে অফিস। যোগাযোগ: desipatropatri@gmail.com, রিমা আবেদীন (929-278-6294)

জীবনসঙ্গীর প্রত্যাশায়

মার্জিত, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সিটিজেন (৪৪) একজন ব্যাচেলর পাত্র তার জীবন সঙ্গীর প্রত্যাশায়। জীবন খুব একটা জটিল না; আমরাই জীবনকে জটিল বানাই; আপনার বর্তমান জীবনযাত্রা যাইহোক না কেন? আত্মবিশ্বাস, খোলা মন ও আন্তরিকতার সাথে ছবি ও টেলিফোন নম্বর সহ যোগাযোগ করুন। (সকল প্রকার গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।) যোগাযোগ: (718) 524-9777, everlybrown@yahoo.com

সুখবর! সুখবর!!

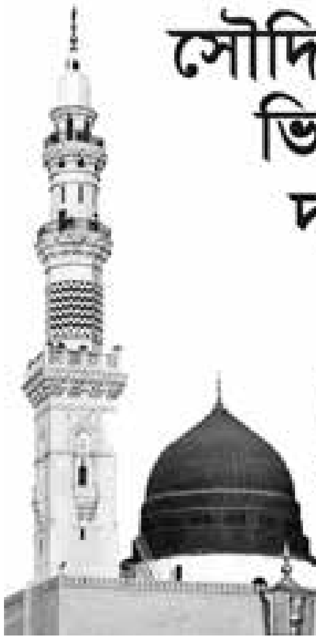

আমেরিকান সিটিজেনদের জন্য সৌদি আরবের ১০/৫ বছরের মাল্টিপল ভিসা স্বল্পমূল্যে পেতে এবং গ্রীনকার্ড দারীদের জন্য উমরাহ ভিসা পেতে আজই যোগাযোগ করুন।

571-830-9213

Email: rashid.ozonepark@gmail.com

পুলিশ প্রহরায় অনুষ্ঠিত হলো বাফেলো বিএনপির আলোচনা সভা

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

চরম হট্টগোল ও বিশৃঙ্খলার মাঝে পুলিশের কড়া নিরাপত্তা বেষ্টনীতে অনুষ্ঠিত হয়েছে বাফেলো বিএনপির আলোচনা সভা। ৩ জুলাই বুধবার বাফেলো শহরের লাভ বার্ড রেস্ট্রুরেন্টের বেইজমেন্টে অনুষ্ঠিত হয় বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় দোয়া মাহফিল ও আলোচনা সভা।

সভায় সভাপতিত্ব করেন কমিউনিটির শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিত্ব নাজমুল ভূঁইয়া। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন নিউইয়র্ক স্টেট্ বিএনপির সভাপতি অলিউল্লাহ মোহাম্মদ আতিকুর রহমান, প্রধান বক্তা ছিলেন নিউইয়র্ক স্টেস্ট বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান সাঈদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন নিউইয়র্ক থেকে আগত স্টেট বিএনপির জেষ্ঠ্য সহসভাপতি জসিম উদ্দিন, জেষ্ঠ্য সহ সাধারণ সম্পাদক আরিফুর রহমান আরিফ, সাংগঠনিক সম্পদক মোহাম্মদ রইস উদ্দিন এছাড়া স্থানীয় বাফেলো সিটি বিএনপির আহবায়ক প্রার্থী যথাক্রমে: নাজমুল আলম, হাবিবুর রহমান হাবিব এবং সিরাজুদ্দৌলা বাবুলকেও বিশেষ অতিথির মর্যাদায় সম্মানিত করা হয়েছে। অনুষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন যৌথভাবে তরিকুল ইসলাম প্রিন্স মৃধা, সোহেল হাওলাদার এবং ইমতিয়াজ বেলাল।

সভা অনুষ্ঠানের প্রথমেই নিউইয়র্ক স্টেট্ বিএনপির সাবেক সভাপতি আবুল বাসার, নিউইয়র্ক স্টেট্ বিএনপির সদ্য সাবেক যুগ্ম আহবায়ক মতিউর রহমান লিটু, ব্রুকলিন বিএনপির সাবেক সভাপতি কামাল উদ্দিন সহ অনেক সম্মানিত নেতৃবৃন্দকে অসম্মান করায় উপস্থিত দর্শকরা অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন অবশেষে আয়োজকরা আনুষ্ঠানিক ক্ষমা চাইলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে ওঠে তবে পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে পুলিশের প্রহরা দেয়া ছিল।

ঢাকা মহানগর তাঁতীদলের সাবেক সদস্য সচিব আব্দুর রহিম, নিউইয়র্ক সিটি বিএনপি নেতা আবু জাফর ফরাজী, বাফেলো সিটি হলে কর্মরত বাংলাদেশী বংশদ্ভুত জাভেদ মোস্তফা, বাফেলো বিএনপি নেতা মেজবাহ উদ্দিন, বাফেলো বিএনপি নেতা ও এবিসিএইচ সংগঠনের সভাপতি তানভীর আহাম্মেদ, বাফেলো বিএনপি নেতা জামাল উদ্দিন, শামীম মিয়া, জাহাঙ্গীর সোহেল সহ আরো অনেকে বক্তব্য রাখেন।

দীর্ঘদিনের প্রস্তুতি নিয়ে নেতৃত্বের প্রতিযোগিতায় থাকা ত্রিধা বিভক্ত বাফেলো সিটি বিএনপির নির্ধারিত একটি সভা হওয়ার কথা ছিল ৩ জুলাই বুধবার সন্ধ্যা ৯ টার সময়। এই সভাটি সফল করার লক্ষ্যে তিন গ্রুপের তিনজন তিনজন প্রতিনিধি নিয়ে মোট ৯জন প্রতিনিধির সমন্বয়ে কাজ চলছিল প্রায় মাস খানেক ধরে। কোন কাজেই ঐক্যমত্য না হওয়ায় নিউইয়র্ক স্টেট্ বিএনপির নেতৃবৃন্দের নির্দেশক্রমে সভাটি বাতিল বলে ঘোষণা করা হয়েছিল বলে জানা যায়।

এদিকে ৪ জুলাই আমেরিকার স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে সবাই একটা লম্বা ছুটিতে থাকবেন তাই নিউইয়র্ক স্টেট্ বিএনপি ওয়েস্ট গঠনের দাবিতে আন্দোলনরত ওয়েস্টার্ন নিউইয়র্কে বসবাসরত বিএনপি নেতাকর্মীরা দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতার জন্য বায়তুল মামুর জামে মসজিদে একটি দোয়া মাহফিলের ঘোষণা দেন ঠিক যেদিন সিটি বিএনপির সভা বাতিল ঘোষণা করা হয়।

যেহেতু বাফেলো বিএনপির সভা বাতিল করা হয়েছে তাই নিউইয়র্ক স্টেট্ বিএনপি ওয়েস্ট গঠনের সমন্বয়কারী জনাব মতিউর রহমান লিটু তার ফেইজবুক পেইজে নেতাকর্মীদের নতুন এই কর্মসূচি জানিয়ে দিয়েছিলেন। তার দাওয়াত জানানোর কয়েক ঘন্টার মধ্যে হঠাৎ করে ত্রিধা বিভক্ত বাফেলো সিটি বিএনপির একটি পক্ষ বিতর্কিত একটি পোস্টারের মাধ্যমে ঠিক একই সময়ে তারা আরেকটি অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেন। যেই সভাটি মূলত পুলিশ প্রহরায় অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বিতর্কিত এই সভা ঘোষণার দায়িত্বে থাকা বাফেলো সিটি বিএনপির নেতৃবৃন্দরা জানান যে, বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতার জন্য একই সময়ে নতুন আরেকটি সভার আহবান করা হয়েছে সরাসরি হাই কমান্ডার নির্দেশে। পরবর্তীতে নিউইয়র্ক স্টেট্ বিএনপির বর্তমান সভাপতি ওয়ালিউল্লাহ মোহাম্মদ আতিকুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন যে সেদিনের সভাটি বিএনপির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক আনোয়ার এইচ খোকনের সরাসরি নির্দেশে ডাকা হয়েছে। বিতর্কিত সেই পোস্টারে নিউইয়র্ক স্টেট্ বিএনপির নেতৃবৃন্দদের প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি হিসাবে সম্মোধন করা হলেও সভাপতি নিয়ে ছিল বিতর্ক। এমন পরিস্থিতিতে অর্থাৎ নিউইয়র্ক স্টেট্ বিএনপি ওয়েস্টের ঘোষিত সময় এবং তারিখ ঠিক রেখে হাই কমান্ডের নির্দেশে নতুন সভা আহবানের কারণে কমিউনিটিতে ব্যাপক বিতর্কের শুরু হয়।

অবশেষে নিউইয়র্ক স্টেট্ বিএনপির নেতৃবৃন্দকে সম্মান জানিয়ে জনাব মতিউর রহমান লিটুর নেতৃত্বধীন নিউইয়র্ক স্টেট্ বিএনপি ওয়েস্ট গঠন সমন্বয় কমিটির পক্ষ থেকে তাদের আহুত সভাটি বাতিল করে সকল নেতাকর্মীকে আনোয়ার এইচ খোকন আহুত সভায় যাওয়ার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। বিতর্কিত এই সভার শুরুতে ব্যাপক বিশৃঙ্খলা হলেও পুলিশের উপস্থিতির কারণে বড় কোন অঘটন ঘটেনি।

সভায় স্থানীয় বাফেলো সিটি বিএনপির নেতৃবৃন্দরা- কিভাবে, কখন কেমন করে বাফেলো সিটি বিএনপি গঠিত হয়েছিল সেই বিষয়ে বিস্তারিত

গাজায় প্রকৃত নিহতের সংখ্যা প্রায় ২ লাখ: ল্যানসেট

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় ৯ মাস ধরে নির্বিচার হামলা চালাচ্ছে ইসরায়েল। গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, এই ৯ মাসে ইসরায়েলি হামলায় ৩৮ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে। তবে ইংল্যান্ডভিত্তিক গবেষণা ও চিকিৎসা সাময়ীকি ল্যানসেটের দাবি, গাজায় নিহতের প্রকৃত সংখ্যা প্রায় দুই লাখ। সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার এক প্রতিবেদনে এসব তথ্য জানা গেছে।

ল্যানসেটে প্রকাশিত এক গবেষণা প্রতিবেদেন বলা হয়েছে, দাপ্তরিকভাবে নিহতের যে সংখ্যা প্রচার করা হচ্ছে, সেখানে ইসরায়েলি বাহিনীর হামলায় ধ্বংস ভবনগুলোর নিচে চাপা পড়া এবং খাদ্য ও স্বাস্থ্যসেবার অভাবে মৃতদের হিসাবে ধরা হয়নি। তাদের হিসাবে ধরলে নিহতের সংখ্যা ১ লাখ ৮৬ হাজারের বেশি হবে। ল্যানসেটের প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, যুদ্ধে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় খাদ্য সরবরাহ ও স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা। ফলে যারা হামলায় সরাসরি নিহত হয়, তাদের তুলনায় খাদ্য ও স্বাস্থ্যসেবার অভাবে মৃতের সংখ্যা ৩ গুণ বা ১৫ গুণ বেশি থাকে।

ফ্লোরিডা বইমেলা ২০ ও ২১ জুলাই

জুয়েল সাদত

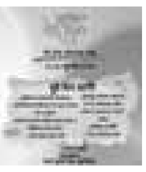

ফ্লোরিডা ৫ ম বই মেলা আগামী ২০ ও ২১ জুলাই। সফল ৪ টি বইমেলার পর এবারের ৫ ম বইমেলা নিয়ে বই পিপাসুদের মধ্যে ব্যসপক উ্যসাহ দেখা দিয়েছে। এবারের ফ্লোরিডা বই মেলার অন্যতম উদ্যেক্তো আনোয়ারুল হক দিপু জানান, ঢাকা ক্লাবের আয়োজনে এবারের ৫ ম বই মেলাকে ২ দিনের অনুষ্ঠানে সাজানো হয়েছে। থাকবে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সেমিনার, বাংলা সাহিত্যের একাল সেকাল বিষয়ক সেমিনার, নাটক, চলচিত্র প্রদর্শনী, শিশু কিশোর মেলা ও চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা। এবারের বই মেলার সহযোগীতায় থাকছে, বাংলাদেশ কনসুলেট মায়ামী। মায়ামী কনসুলেট এর হল রুমে বই মেলা অনুস্তিত হবে।

চার বঙ্গকন্যার জয়ে বাংলা টাউনে চলছে আনন্দ উৎসব

আজিজুল আম্বিয়া, লন্ডন

৪ জুলাই বৃহস্পতিবারে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ব্রিটেনের হাউজ অব পার্লামেন্টের সাধারণ নির্বাচন। কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া শান্তিপূর্ণ ভাবে শেষ হলো এই ভোট উৎসব। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট নির্বাচনে চার বাঙালি কন্যার বারবার বিজয়ে ব্রিটিশ বাঙালিরা গর্বিত। এখানে প্রায় ১০ লাখ বাঙালি রয়েছেন। তারা এই জয়ের জন্য আনন্দ করছেন । এই ব্রিটিশ বাংলাদেশী আবারো বিজয়ী হয়ে বাংলাদেশের মুখ উজ্জ্বল করেছেন ।

রুশনারা আলী তিনি পঞ্চম বারের মত এবার বিজয়ী হলেন, লেবার পার্টি থেকে ১৫,৮৯৬ ভোট পেয়ে তিনি এমপি নির্বাচিত হয়েছেন। বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত রুশনারা আলী টাওয়ার হ্যামলেটসের বেথনাল গ্রিন অ্যান্ড বো আসন থেকে জয়লাভ করেছেন । উল্লেখ্য যুক্তরাজ্যের পার্লামেন্টের প্রথম বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত এমপি হলেন রুশনারা আলী।

লেবার পার্টি থেকে বঙ্গবন্ধুর নাতনি হ্যাম্পস্টেড এবং হাইগেট আসন থেকে টিউলিপ সিদ্দিক চতুর্থবারের মতো বিজয়ী হন তার নিকটতম প্রার্থী থেকে বিশাল ব্যবধানে। তিনি মোট ভোট পেয়েছেন ২৩৪৩২ টি ।

ড. রুপা হক চতুর্থবারের মতো বিজয়ী হয়েছেন । লন্ডনের ইলিং সেন্ট্রাল এবং অ্যাক্টন আসন থেকে লেবার পার্টির মনোনয়ন নিয়ে ২২৩৪০ ভোট পেয়ে বিজয়ী হন তিনি। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কনজারভেটিভ পার্টির জেমস উইন্ডসর-ক্লাইভ পেয়েছেন ৮৩৪৫ টি ভোট। লেবার পার্টি থেকে আফসানা বেগম পপুলার ও লাইমহাউজ আসন থেকে বিপুল ভোট পেয়ে তিনি দ্বিতীয় মেয়াদে বিজয়ী হয়েছেন। তিনি মোট ভোট পেয়েছেন ১৮৫৩৫ টি। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রিন পার্টির নাথালি সিলভিয়া বিনফাইট পেয়েছেন ৫৯৭৫ভোট।

রুশনারা আলী ও টিউলিপ সিদ্দিক এবং রুপা হক পূর্বে ছায়া মন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন । এ কারণে তাদের অভিজ্ঞতার কমতি নেই । এবার লেবার সরকার গঠন হবে তাই তাদের ক্যাবিনেটে মন্ত্রী হওয়ার জন্য ডাক পড়তে পারে । তখন এই দেশে ব্রিটিশ বাঙালিরা আরেকটি নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করবে সেই স্বপ্ন এখানকার বাঙালিরা এখন দেখতে শুরু করেছেন।

আটলান্টিক সিটিতে যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা দিবস উদযাপন

সুব্রত চৌধুরী

ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা ও আনন্দ আয়োজনে আটলান্টিক সিটিতে ৪ জুলাই, বৃহস্পতিবার যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা দিবস উদযাপিত হয়েছে। সারাদিনব্যাপী বিভিন্ন আনন্দ-আয়োজনের মধ্যে ছিল ব্যক্তিগত , পারিবারিক ও সাংগঠনিক উদ্যোগে আতশ বাজি পোড়ানো, আলোকসজ্জা, বারবিকিউ পার্টি, সংগীত অনুষ্ঠান ইত্যাদি।

আটলান্টিক সিটির ক্যাসিনোগুলো খদ্দেরদের মনোরঞ্জনের জন্য নানারকম মনোমুগ্ধকর অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। আটলান্টিক সিটিতে কেউ বেড়াতে এলে বোর্ডওয়াকে বেড়াতে যাবে না, তা হতেই পারে না।তাই আটলান্টিক সিটির ঐতিহাসিক বোর্ডওয়াকে ছিল দিনমান কাদা থিকথিক ভিড়। বোর্ডওয়াক কেন্দ্রিক বিনোদনকেন্দ্রগুলো ছিল বিনোদন পিয়াসী মানুষদের ভিড়ে ঠাসা।আটলান্টিক মহাসাগরের

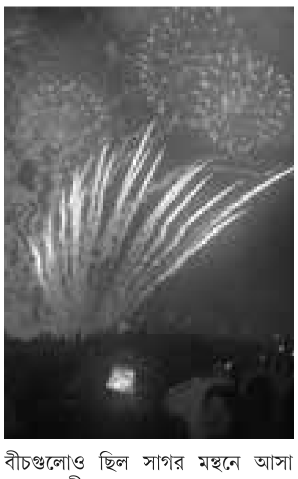

বীচগুলোও ছিল সাগর মন্থনে আসা সাগরপ্রেমীদের পদচারনায় মুখর।তাদের কেউ কেউ সার্ফিং করে, কেউবা সাঁতার কেটে,কেউবা জলকেলি করে, আবার কেউবা মহাসাগরের রূপসুধা উপভোগ করে দিন গুজরান করে।

সন্ধ্যা নামতেই বোর্ডওয়াক জনারণ্যে পরিনত হয়, উপলক্ষ স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আতশবাজি পোড়ানোর উৎসব। আটলান্টিক সিটির অন্যতম বৃহৎ ক্যাসিনো ট্রপিকানা স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে দীর্ঘকাল ধরে আতশবাজি পোড়ানোর অনুষ্ঠানের আয়োজন করে আসছে। স্হানীয় সময় রাত দশটায় সেই আতশবাজি পোড়ানো উৎসব শুরু হয়ে প্রায় দশ/পনেরো মিনিট পর্যন্ত চলে। নান্দনিক এই আতশবাজি পোড়ানোর উৎসবে অনেকেই সপরিবারে যোগ দেয়।

যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা দিবস উদযাপনে প্রবাসী বাংলাদেশীদের উদ্যোগেও বিভিন্ন আনন্দ আয়োজনে কমতি ছিল না। স্বাধীনতা দিবসের উৎসব উদযাপনের ব্যস্ততায় কখন যে দিন পার হয়ে রাত নেমে আসে তা কারো খেয়ালই ছিল না। রাত নিশুতি হতেই একে একে নিভে আসে স্বাধীনতা দিবসের উৎসবের আনন্দ আলো।

SECURITY CAMERA

আপনার বাসা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও কর্মস্থলে সিকিউরিটি ক্যামেরা লাগিয়ে, দেশ-বিদেশে যেখানেই থাকুন বাসায় বসে আপনার মোবাইল ফোনে লাইভ ভিডিও দেখুন

কোন মাসিক ফি ও হিডেন চার্জ নেই।
আমরা সবসময় ফোন রিসিভ করি

কম্পিউটার রিপিয়ার, সাউন্ড সিস্টেম ও অফিস নেটওয়ার্কিং এর কাজ করি।

PH-929-257-2015
JOY SECURITY SYSTEM INC
170-05 Hillside Ave Jamaica, NY-11432

জব জব জব

আপনি কি আমেরিকাতে একটি সরকারী জব খুজছেন? আপনার কি হাইস্কুল ডিপ্লোমা, ব্যাচেলর অথবা মাষ্টার ডিগ্রী আছে? বাংলাদেশ অথবা ইউএস থেকে যদি থাকে তাহলে আর দেরী না করে আমাদের টিমে যোগ দিন এবং আপনার পছন্দমত ফিল্ডে একটি প্রফেশনাল জবের জন্য চেষ্টা করুন।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় (সিটি, স্টেট এবং ফেডারেল জবের) আপনাদের সর্বোচ্চ স্কোর পাওয়ার জন্য আমাদের সর্বাত্নক প্রচেষ্টা থাকে এবং সেভাবেই আমরা প্রার্থীকে প্রস্তুত করে নেই। (ম্যাথ, ইংরেজী এবং অন্যান্য ট্রিকি প্রশ্নাবলী সমৃদ্ধ আমাদের নিজস্ব প্রিপারেশন গাইড ব্যাংক)। আমেরিকার অন্য স্টেট থেকেও আমাদের টিমে যোগ দিতে পারেন।

তাছাড়া প্রফেশনাল রিজুমি, কভার লেটার এবং ফেইস টু ফেইস ইন্টারভিউ-এর জন্য তৈরী করা হয়। যাদের একাউন্টিং বেকগ্রাউন্ড তাদেরকে কুইকবুক, পিচট্রি, পেরুল ও একাউন্টিং-এর টিউটরিংসহ সবাইকে কম্পিউটার বেসিক শিখানো হয়।

আগ্রহী প্রার্থীরা আজই যোগাযোগ করুন - ৭১৮-৫৩০-২৬০৫
email: roudro123@yahoo.com

এম এ জামান (বর্তমানে নিউইয়র্ক স্ট্যাট গভ-এ কর্মরত)
সাকসেস মাল্টিপারপাস এন্ড ক্যারিয়ার কনসালটিং ফার্ম (প্রতিষ্ঠাতা)
সার্টিফাইড বিজনেস ক্যারিয়ার স্কুল টিচার, দ্যা স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্ক (জব ডেভেলপার)
প্রাক্তন সাবস্টিটিউট টিচার, নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন এবং
লেকচারার ইন একাউন্টিং, এম এল আই, নিউ ইয়র্ক, কুইন্স

ইঞ্জিনিয়ার আব্দুস সবুর এমপি'র সংবর্ধনা আয়োজনের লক্ষ্যে মতবিনিময়

উত্তর আমেরিকা অফিস

ইঞ্জিনিয়ার আব্দুস সবুর এমপি'র সার্বজনীন সংবর্ধনা আয়োজনের লক্ষ্যে নিউইয়র্কে একাধিক মতবিনিময় সভাঃ দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কুমিল্লা-১ (দাউদকান্দি-তিতাস) আসনে নির্বাচিত সংসদ সদস্য গণমানুষের প্রিয় নেতা আইইবির সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার আব্দুস সবুর এমপি'র যুক্তরাষ্ট্র আগমন উপলক্ষ্যে সার্বজনীন সংবর্ধনা অনুষ্ঠান আয়োজনের লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে ব্যস্ত সময় অতিবাহিত করছেন কুমিল্লা উত্তর জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি, বিশিষ্ট শিল্পপতি জনাব বশিরুল আলম মিয়াজী। এ উপলক্ষে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত দাউদকান্দি-তিতাস বাসির সাথে জনাব, বশিরুল আলম মিয়াজীর একাধিক মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

১ জুলাই নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের ইটজি চাইনিজ রেস্টুরেন্ট পার্টি হলে বাংলাদেশ সোসাইটির প্রধান নির্বাচন কমিশনার দাউদকান্দির কৃতি সন্তান এডভোকেট জামাল আহমেদ জনি'র সভাপতিত্বে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। দলমত নির্বিশেষে কমিউনিটির লিডার থেকে শুরু করে বিভিন্ন শ্রেণী পেশার শতাধিক লোকের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতিতে বশিরুল আলম মিয়াজী সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, দাউদকান্দি তিতাসবাসির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক, আধুনিক দাউদকান্দি তিতাস বিনির্মাণের স্বপ্নদ্রষ্টা জনাব ইঞ্জিনিয়ার আব্দুস সবুর এমপির সংবর্ধনা অনুষ্ঠান বিশ্বের রাজধানীখ্যাত নিউইয়র্ক সিটিতে আয়োজন করতে পারা আমাদের জন্য সৌভাগ্যের।

অনুষ্ঠানকে সফল, সার্থক ও প্রাণবন্ত করতে দল-মত নির্বিশেষে সকলের সর্বাত্মক সহযোগিতা কামনা করেন। সভায় আরো বক্তব্য রাখেন রুহুল আমিন সরকার, বাংলাদেশ সোসাইটির সহ-সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম চৌধুরী, কুমিল্লা সোসাইটির সভাপতি সালাউদ্দিন চৌধুরী, পাঁচগাছিয়া ইউপি চেয়ারম্যান জামাল উদ্দিন চৌধুরী, দেওয়ান সাত্তার, রাসেল সরকার, হাসান কবির সুমন, নুরুল আমিন রিটু, ওয়ালীউদ্দিন সরকার, মাইনউদ্দিন ভুইয়া সুমন, সেলিম আহমেদ, মাইনউদ্দিন মিয়াজী, মোঃ শামীম খান, মোশাররফ হোসেন,একরামুল হক, শাহদাত হোসেন টিপু, ইকবাল খান, মনসুর আহমেদ মিয়াজী, রাশেদুল পাটোয়ারী, আলহাজ্ব তারেক খন্দকার, মোঃ জাকির হোসেন, সাইদুজ্জামান রিংকু, রমজান আলী, রেজা করিম,মোঃ হাবিব উল্লাহ, কাউসার রায়হান, আবুল কালাম, রাজন হাসান, এইচ আর ভুইয়া আখলাছ, আরিফ সরকার, জুনায়েদ মিয়াজী, ফিরোজ আহমেদ, আব্দুল আলীম মিয়া, মোঃ রনি, আলম হোসেন, মোঃ হোসাইন, মোঃ জামান, আঃ রাজ্জাক, জাহিদুর রহমান,শামসুদ্দিন বসির,জামিল মিয়াজী, আরিফ আহমেদ, ইন্দ্রজিত সাহা, ওয়াসির খান, কামরুল হাসান, সোহেল সরকারসহ আরো অনেকে। সভায় সঞ্চালনা করেন আ.স.ম. খালেদুর রহমান মিয়াজী সবুজ। এছাড়াও ২৪ জুন নিউইয়র্ক সিটির ব্রুকলিনে হালাল বাস্কেট রেস্টুরেন্ট পার্টি হলে বৃহত্তর কুমিল্লা সমিতির সভাপতি ডঃ এনামুল হক এমডির সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বশিরুল আলম মিয়াজী তার বক্তব্যে বরেণ্য সাংসদ জনাব ইঞ্জিনিয়ার আব্দুস সবুর এমপির সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে এই মতবিনিময় সভায় আগত সকলকে ধন্যবাদ জানান এবং সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

সভায় আরো বক্তব্য রাখেন ইয়ার আহমেদ পাটোয়ারী, পাঁচগাছিয়া ইউপি চেয়ারম্যান জামাল উদ্দিন চৌধুরী, মোঃ আবু মুসা, হাজ্বী নুরুল ইসলাম প্রমুখ।

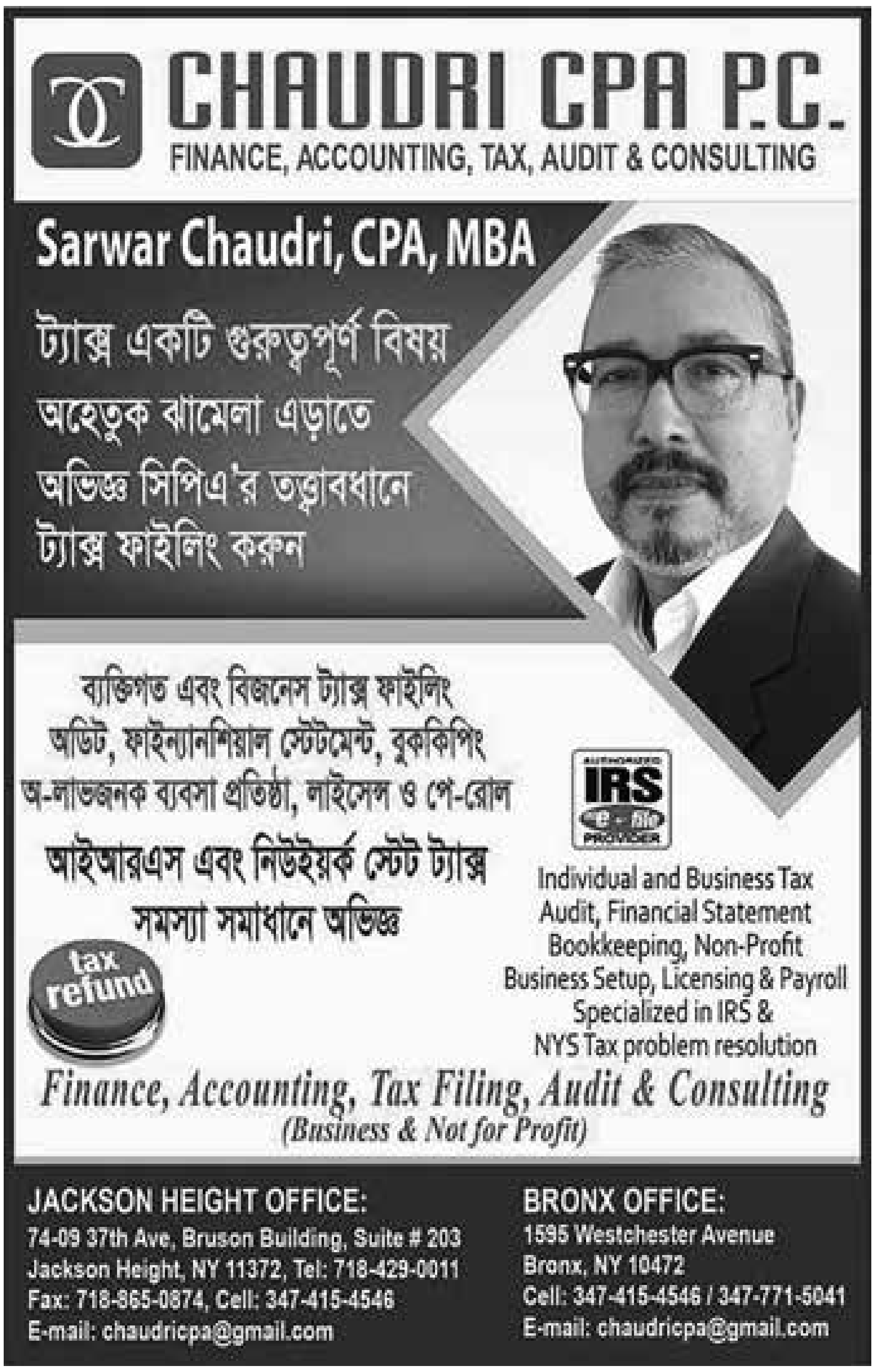

৩৮তম ওয়াশিংটন ফোবানা ৩০ আগষ্ট

জুয়েল সাদত

৩৮ তম ফোবানার প্রস্তুতি এগিয়ে চলছে। বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকার (ফোবানার) মুল ধারার ৩৮ তম আসরটি বসতে যাচ্ছে আগামী ৩০, ৩১ আগস্ট ও ১ সেপ্টেম্বর ওয়াশিংটন এর ভার্জিনিয়ায়। বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব গ্রেটার ওয়াশিংটনডিসি (বাগডিসির) আয়োজনে নানা প্রতিষ্ঠান স্পন্সর হিসাবে যোগ দিচ্ছেন। টাইটেল স্পন্সর হিসাবে আছেন ওয়াশিংটন ইউনির্ভাসিটি অব সায়েন্স এন্ড ট্যাকনোলজি , ডায়মন্ড স্পন্সরদের তালিকায় উৎসব গ্রুপ, আশা গ্রুপ অব কোম্পানিজ, ভাইয়া গ্রুপ ও জিবি গ্রুপ।

এবারের ৩৮ তম ফোবানাকে নানা আয়োজনে সাজানো হচ্ছে। নতুন নতুন নানা স্যাগমেন্ট যুক্ত হচ্ছে। হোস্ট কমিটির প্রেসিডেন্ট নুরুল আমিন নুরু জানান, বাগডিসি একটি দক্ষ সংগঠন। সকলের সম্মিলিত সহযোগীতায় ৩৮ তম ফোবানার অগ্রগতি এগিয়ে চলছে। নানা ব্যাক্তি প্রতিষ্ঠান সহযোগীতায় এগিয়ে আসছেন। নুরুল আমিন নুরু আরো জানান, এবার আমরা সারা আমেরিকায় বসবাসরত মুক্তিযোদ্ধাদের ফোবানায় সম্বর্ধিত করব, তবে অবশ্যই মুক্তিযোদ্ধাদের সার্টিফিকেটধারী হতে হবে।

ফোবানার নির্বাহী সংসদের সেক্রেটারী সাংস্কৃতিক ব্যাক্তিত্ব আবীর আলমগীর জানান, ৩৮ তম ফোবানা একটি ভাল মানের ফোবানা হবে। ভৌগলিক কারনে ওয়াশিংটন ও ভার্জিনিয়া অনেকের পছন্দের স্থান। ফোবানার নির্বাহী সংসদ দিনরাত কাজ করছে। ফোবানা কোন পথমেলা নয়, ফোবানা ৩৭ টি সফল সম্মেলনের ফসল। ফোবানা একটি ফরমেটে চলা সংগঠন, প্রতিবছর নেতৃত্ব বদল হয়।

ফোবানার নির্বাহী প্রেসিডেন্ট এটর্নী মোহাম্মদ আলমগীর, ৩৮ তম ফোবানায় সকলের অংশগ্রহণের আহবান জানান। তিনি বলেন, আমরা ফোবানার স্বকীয়তা বজায় রাখবো। ফোবানা নিয়ে বিভ্রান্ত হবার সুযোগ নাই। ফোবানার নির্বাহী সহ সভাপতি মাসুদ রব চৌ: জানান, ফোবানা আগের যে কোন সময়ের চেয়ে সাংগঠনিক দিক দিয়ে অনেক শক্তিশালী। ফোবানায় অনেক নতুন নতুন সংগঠন যুক্ত হচ্ছে।

ফোবানার নির্বাহী সংসদের যুগ্ন সাধারন সম্পাদক খালেদ উর রউফ জানান, ফোবানায় অনেক নতুন নতুন সেগমেন্ট যুক্ত হচ্ছে। যা ফোবানাকে আকর্ষনীয় করে তুলেছে। ফোবানা স্কলারশীপ বেশ জনপ্রিয়।

ফোবানার নির্বাহী সংসদের ট্রেজারার ড. প্রিয়লাল কর্মকার জানান, বাংলাদেশের ব্যবসায়ীরা ফোবানাকে অনেক গুরুত্ব দিচ্ছেন ও সহযোগীতা করছেন। যা আমাদের জন্য উৎসাহের।

৩৮ তম হোস্ট কমিটির কনভেনর, রোকশানা পারভীন জানান, সবাই একটি মানসম্মত ফোবানা উপভোগ করবেন। ফোবানার হোস্ট কমিটির মেম্বার সেক্রেটারী আবু রুমি জানান, আমাদের টীম নতুন কিছু উপহার দেবার জন্য কাজ করছে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলো কালারফুল হবে।

৩৮ তম ওয়াশিংটন ফোবানার হোস্ট কমিটির চীফ কর্ডিনেটর সাংস্কৃতিক ব্যাক্তিত্ব এন্থনী পিউ গোমেজ, যিনি ওয়াশিংটন ফোবানার গুরুত্বপুর্ন দায়িত্ব পালন করছেন। অসাধারন পরিশ্রমী এন্থনী গোমেজ জানান, আমরা ওয়াশিংটন ফোবানাকে একটি সফল, কালারফুল এবং সর্বোপরি জমজমাট ফোবানা করার জন্য নানা টীম নিয়ে কাজ করছি।

এবারের ফোবানায় যা থাকছে- আমেরিকার নানা শহরের শিল্পীদের নান্দনিক পরিবেশনা। বাংললাদেশ থেকে আগত জাতীয় শিল্পীদের মনোমুগ্ধকর তিনদিনের সাংস্কৃতিক সন্ধা, জাতীয় ও স্থানীয় নানা বিষয়ের উপর সেমিনার, যুব উন্নয়ন ও যুব নেতৃত্ব গঠনের উপর সেতুবন্ধন তৈরী, তরুন প্রজন্মের ফ্যাশন শো ও লাইফ স্টাইল শো।

১২ নভেম্বর থেকে হুইলি ট্র্যাশ বিন ব্যবহার

শেষ পৃষ্ঠার পর

ধরে অপরাধ কমেছে। সামগ্রিক অপরাধ ক্রমাগত নিম্নগামী এবং বছরের পর বছর ধরে কমছে। সেইসাথে এই ত্রৈমাসিক এবং বছরের নরহত্যার সংখ্যা ডবল ডিজিটে নেমে এসেছে। গ্র্যান্ড লার্সেনি অটোও ডাবল ডিজিটে নেমেছে। শুটিং কমে গেছে, চুরির ঘটনাও কমেছে।'

ইয়র্কবাসীদেরকে সাবওয়েতে নিরাপদ রাখতে পাবলিক ট্রানজিট সিস্টেমে আনা হয়েছে ব্যাপক পরিবর্তন। এ বছর ফেব্রুয়ারিতে সাবওয়ে সিস্টেম ব্যবস্থায় ১,০০০টিরও বেশি অতিরিক্ত অফিসার মোতায়েন করা হয়েছে। ক্যামেরা এবং ডেটা চালিত অফিসার মোতায়েন সহ অতিরিক্ত প্রযুক্তি চালু করা হয়েছে। ফলস্বরূপ, ট্রানজিট অপরাধ কমেছে এবং মহামারীর বছরগুলোর সাথে তুলনা করলে, গত ১৪ বছরের মধ্যে ট্রানজিট অপরাধ সর্বনিম্ন স্তরে পৌঁছেছে।

অ্যাডামস্ বলেন, 'আমরা জানি যে জননিরাপত্তার উন্নতির জন্য কমিউনিটি ইনপুট গুরুত্বপূর্ণ। সেজন্য আমরা অপরাধ কমাতে এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে উদ্ভাবনী পন্থা খুঁজতে শহর জুড়ে অংশীদারদের যুক্ত করছি। গত সপ্তাহে, আমরা মিডটাউন ম্যানহাটনে পঞ্চম মানের জীবন উন্নতি কেন্দ্র তৈরি করার ঘোষণা দিয়েছি। এই হাবগুলি চুরি, পদার্থের ব্যবহার, মানসিক স্বাস্থ্য সংকট, সৌন্দর্যায়ন, অবৈধ ভাড়া, লাইসেন্সবিহীন গাঁজার দোকান এবং আরও অনেক কিছু মোকাবেলায় আইন প্রয়োগকারী, পুলিশিং, কর্তৃপক্ষ এবং স্থানীয় এলাকা এবং ব্যবসায়িক অগ্রগামীদের একত্রিত করবে।'

কোয়ালিশন নিয়মিত ট্যুর পরিচালনা করার জন্য দলগুলিকে মোতায়েন করে যেখানে তারা বিদ্যমান বাস্তব সমস্যাগুলি পর্যবেক্ষণ করে এবং স্থানীয় ব্যবসা এবং সম্প্রদায়ের সদস্যদের সাথে চ্যাট করে তাদের উদ্ভূত সমস্যাগুলি নোট করে। তারা এলাকার নির্দিষ্ট ব্যক্তিদেরও শনাক্ত করে যাদের পরিষেবাগুলির সংযোগের প্রয়োজন হতে পারে, যেমন আবাসন বা চিকিৎসা যত্ন, এবং উপযুক্ত শহরের সংস্থা বা পরিষেবা প্রদানকারীর কাছে রেফারেল করে। অ্যাডামস্ বলেন, 'নিরাপত্তার উন্নতির জন্য একই ধরনের দল ইতোমধ্যেই শহর জুড়ে কাজ করছে। আমাদের প্রশাসন তাদের প্রচেষ্টায় সহায়তা করতে এবং ইঁদুরের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে পরিষ্কার রাস্তার জন্য মান নির্ধারণ করতে নিবেদিত। নিউ ইয়র্কবাসীদের মতো ইঁদুর উপদ্রব বহুদিন ধরেই আমারও অপছন্দ, আমাদের প্রশাসন এই সঙ্কট মোকাবেলা করার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যবস্থা নিতে প্রস্তুত রয়েছে। কালো ট্র্যাশ ব্যাগগুলি রাস্তায় দীর্ঘকাল ধরে বিশৃঙ্খল ছিল এবং ইঁদুরদের খাদ্য যোগান দিচ্ছিল। আমরা সেগুলিও প্রতিস্থাপনে প্রচুর অগ্রগতি করেছি।'

এই সপ্তাহে, প্রশাসনটি রাস্তা থেকে ব্যাগ অপসারণের জন্য 'ট্র্যাশ রেভুলিউশন"-এর পরবর্তী পদক্ষেপে ঘোষণা করেছে।

আবর্জনা তোলার সুবিধার্থে এক থেকে নয়টি আবাসিক ইউনিট সহ বিল্ডিংগুলিকে অবশ্যই ১২ই নভেম্বর থেকে হুইলি ট্র্যাশ বিন ব্যবহার করা শুরু করতে হবে৷ অ্যাডামস্ বলেন, 'উপরন্তু, বিল্ডিং মালিকরা যাতে খরচের দ্বারা নিরুৎসাহিত না হয় তা নিশ্চিত করার জন্য আমাদের নিজস্ব বিন তৈরি করা হয়েছে। এই বিনগুলি উচ্চ-মানের এবং সাশ্রয়ী মূল্যের, সবচেয়ে সাধারণ আকারের দাম $৫০ এর কম। আমাদের পাবলিক স্পেস, নিউ ইয়র্ক সিটির সবচেয়ে মূল্যবান এবং সীমিত সম্পদ যা গত পঞ্চাশ বছর ধরে প্রতি বছর ১৪ বিলিয়ন পাউন্ডের দুর্গন্ধযুক্ত, কালো আবর্জনার ব্যাগগুলিকে ছাপিয়ে গেছে। আমরা এটি একসাথে পরিবর্তন করছি।'

প্রশাসনের কাজের জন্য তাদের ধন্যবাদ জানিয়ে অ্যাডামস্ যুক্ত করেন, '১২ই নভেম্বরের মধ্যে, আমাদের শহরের বর্জ্যের ৭০ শতাংশ কন্টেইনারাইজ করা হবে এবং রাস্তা থেকে প্রায় ১০ বিলিয়ন পাউন্ড আবর্জনা সরিয়ে ফেলা হবে।'

সবশেষে অ্যাডামস্ বলেন, 'আমরা জননিরাপত্তার উন্নতি, অর্থনীতি পুনর্গঠন এবং নিউ ইয়র্ক সিটিকে সমস্ত নিউ ইয়র্কবাসীর জন্য আরও বাসযোগ্য করে তোলার স্পষ্ট লক্ষ্য নিয়েই অফিসে এসেছি। আমাদের উন্নতি করছি নিউ ইয়র্কবাসীরা প্রতিদিন অনুভব করছে। অপরাধ কমানো বা জীবনযাত্রার মান উন্নত করা-প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমরা

পরাজয়ের পথে এগিয়ে যাচ্ছেন বাইডেন

শেষ পৃষ্ঠার পর

আমেরিকাকে স্বীকৃতি দেয়নি। ১৭৭৭ সালে ২৪৭ বছর আগে মুসলিম রাষ্ট্র মরক্কো প্রথম স্বীকৃতি দেবার মাধ্যমে আমেরিকা কে আন্তর্জাতিক ভাবে গ্রহণযোগ্য করার পথ তৈরি করে। তার আগে আমেরিকা একটা স্বীকৃতিহীন রাষ্ট্র ছিল। অথচ এতোদিন পর আমরা দেখতে পারছি যে আমেরিকার প্রশাসন একটি মুসলিম বিদ্বেষী মনোভাব নিয়ে আছে। যেন মুসলমানরাই আমেরিকার বড় শত্রু। আমেরিকার দুটো রাজনৈতিক পার্টি ডেমোক্রেটিক এবং রিপাবলিকান, এই দুই দলের সমর্থকরা অনেকেই তাদের প্রার্থী নিয়ে পুরোপুরি সন্তুষ্ট নন। প্রথমত আমরা দেখছি, নির্বাচন যত ঘনিয়ে আসছে ততোই বাইডেনের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে নিজের দলের মধ্যেই দ্বিধাদ্বন্দ্ব দেখা যাচ্ছে। সেই ক্ষেত্রে কাগজে কলমে ডেমোক্রেটিক দলের প্রার্থী হিসাবে বাইডেন চূড়ান্ত হলেও বাস্তবে অনেক সমীকরন রয়েছে। গত ২৭জুনের বিতর্কে তিনি রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে যে ধরনের কর্মদক্ষতা দেখিয়েছেন তা খুবই হতাশাজনক। তাকে নিয়ে নতুন চিন্তা ভাবনা করার অবকাশ সৃষ্টি হয়েছে। শক্তিশালী এবং জনপ্রিয় সংবাদপত্র "নিউইয়র্ক টাইমস" বাইডেন কে সরে যাবার পরামর্শ দিয়েছে যা খুবই দুঃখজনক। নির্বাচনের চারমাস আগেই বর্তমান প্রেসিডেন্ট বাইডেন তার প্রতিদ্বন্দ্বীর সাথে নির্বাচনী জরিপে বেশি ব্যবধানে পিছিয়ে আছেন। একইভাবে রিপাবলিকান দলে ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট হিসাবে তার প্রথম টার্মে খুব যে ভালো করেছেন তা কিন্তু নয়। তিনিও সততার সাথে অনেক বিষয় স্বীকার করেন নাই, প্রয়োজনীয় প্রশ্নের উত্তরও দেন নাই।"

সোহানা নাজনীনের পরবর্তি প্রশ্ন ছিল, 'ডেমোক্র্যাটদের এই অবস্থার মধ্যে নাটকীয় কিছু ঘটনা ঘটতে পারে কিনা!' মাহফুজুর রহমান বলেন, "এ ধরনের পরাজয় কে মেনে নিয়েই নির্বাচনে যেতে হবে। বিস্তর ব্যবধানে পিছনে থেকে একজন বর্তমান প্রেসিডেন্ট তার প্রতিদ্বন্দ্বীর সাথে লড়াই করবে, এটা কিন্তু তার দল এবং সমর্থকদের জন্যে খুবই হতাশাজনক। সেক্ষেত্রে নাটকীয় অনেক কিছুই ঘটতে পারে, আমরা সবাই সেই ঘটনার জন্য অপেক্ষমান। আমেরিকার মতো শক্তিশালী দেশে বাইডেনের মতো বয়স্ক ব্যক্তি, চলৎ শক্তিহীন, স্মৃতিভ্রম, দুর্বল ব্যক্তি হতাসাজনক। ইতিহাস সৃষ্টির করার মাধ্যমেই পরিবর্তন আনা উচিত এবং এগিয়ে যাওয়া উচিত। করোনা পরবর্তীতে অর্থনীতির দুরাবস্থা মেরামত হলেও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি নিয়ে আমেরিকার মানুষের নাভিশ্বাস উঠে গেছে। বাইডেনের জনপ্রিয়তা হ্রাসের পিছনে শুধু অসুস্থতা দায়ী নয়। যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া, মধ্যপ্রাচ্য নীতি, ইউক্রেনে সীমাহীন অর্থ ব্যায়, দেশের অর্থনীতিতে মন্দা, এসব নিয়ে মানুষ আজকে হতাশ। এই হতাশা নিয়ে তারা কিভাবে ভোট দেবে? ইতিহাস সৃষ্টি করে নতুন একজন প্রার্থী পেলে মানুষ তাকে নিয়ে উৎসাহ পাবে।"

রিপাবলিকান দলে সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে কোন বিকল্প দাঁড়াতে পারেনি। মাহফুজুর রহমান মনে করেন এতে করে ট্রাম্প আরও বেপরোয়া হয়ে উঠতে পারেন। তিনি জানান, "আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামকে সমর্থন দেয়া সবচাইতে প্রাচীন দল রিপাবলিকান। সেই রাজনৈতিক দলটি আজকে ট্রাম্পের মতো একজন ভ্রষ্ট রাজনীতিবিদকে চুড়ান্ত প্রার্থী হিসাবে মেনে নিচ্ছে। তিনি আবারো প্রতিযোগীতা করবেন তৃতীয়বারের মতো।"

সাবেক প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে নিয়ে মুসলমানদের মধ্যে একটা ভীতি কাজ করছে সব সময়। এ নির্বাচনে আমেরিকান মুসলমানদের সিদ্ধান্ত একটা বড় প্রভাব ফেলতে পারে। মাহফুজুর রহামান এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করে জানান, "ট্রাম্প

> বাংলাদেশি কমিউনিটির যারা মূলধারার রাজনীতি করেন তাদের প্রতি আহব্বান জানিয়ে মাহফুজুর রহামান বলেন, "শুধুমাত্র ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রতি মোহাবিষ্ট না হয়ে নির্বাচনের প্রতি সৎ ভুমিকা রাখতে হবে।"

মুসলমানদের বিরুদ্ধে অনেক বক্তব্য রেখেছে। মধ্যপ্রাচ্যে মুসলিম দেশগুলোতে ট্রাম্পের সময়ে যুদ্ধ বা আক্রমণ হয়নি, মধ্যপ্রাচ্য অনেক শান্ত ছিল। বরঞ্চ বাইডেনের সময় মধ্যপ্রাচ্যে আবারো অগ্নিগর্ভ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, গাঁজাতে ক্রমাগত হামলা, শিশু নির্যাতন, নারী-শিশুদের অবলীলায় হত্যা, হাসপাতালে আক্রমণ, এই ঘটনাগুলোর জন্যে জনগণ ট্রাম্পের চাইতে বাইডেনের প্রতি বিদ্বেষ আনবে। রমজানের ঈদের অনুষ্ঠানে আরব মুসলিমরা বাইডেনকে বয়কট করেছিল। মিশিগানে প্রাক নির্বাচনী কর্মসূচীতে শক্তিশালী আরব মুসলিমরা বাইডেন কে বর্জন করেছিল। মুসলমানেরা সংঘবদ্ধ হয়ে বাইডেনের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়াতে ট্রাম্প কিছুটা সুবিধাবোধক অবস্থানে আছে। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে মুসলমানেরা হয়তো প্রেসিডেন্ট পদের জন্য তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ নাও করতে পারে। শুধু তাই নয়, ইমিগ্রান্ট, শ্রমজীবী নিম্ন আয়ের মানুষ, এদের মধ্যেও ভোট প্রদানে অনীহা থাকতে পারে। আমরা হয়তো এবারে দেখতে পারবো আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে সবচাইতে কম সংখ্যক ভোট পড়েছে।"

ইসরাইল ও ফিলিস্তিন ইস্যু নিয়ে আমেরিকান মুসলমানেরা ডেমোক্র্যাট প্রার্থী জো বাইডেনের উপর হতাশ। তিনি বলেন, "আমেরিকায় প্রতিদিনই মুসলিম জনসংখ্যা বাড়ছে। তারা এখন আমেরিকার মোট জনসংখ্যার ৫%। তারা প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ভোট না দিলেও স্থানীয় নির্বাচনে মুসলিম প্রার্থী বা সহমর্মী প্রার্থীদের ভোট দিয়ে কংগ্রেসে-সিনেটে মুসলিম কমিউনিটিতে রাজনৈতিক প্রভাব বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কাজ করবে।"

বাংলাদেশীরা আমেরিকার রাজনীতি নিয়ে কতটা সচেতন-সোহানা নাজনীনের এ প্রশ্নে মাহফুজুর রহমান বলেন, "আমেরিকান রাজনীতিতে বাংলাদেশী কমিউনিটির সক্রিয়তার দুটি ভাগ আছে। আমরা বাংলাদেশী স্টাইলে যে রাজনীতি করি তাতে গভীরতা নেই, অনেকটা লোক দেখানো। আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম রাজনীতিতে অন্যান্য আমেরিকানদের মতো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। তারা কোন জায়গায় জমায়তের মাধ্যমে সমর্থন প্রকাশ করে না। তারা ধীরে ধীরে আমাদের কমিউনিটিকে মূল ধারার রাজনীতির সাথে কার্যকারী ভাবে সম্পৃক্ত করছে, ফটোসেসনের মাধ্যমে নয়।"

আমেরিকার জাতীয় রাজনীতি নিয়ে এখানকার বাংলা সংবাদ মাধ্যম এবং কমিউনিটি সংগঠনগুলো খুবই দুর্বল বলে মনে করে মাহফুজুর রহামান। তিনি মনে করেন একটি সংবাদ মাধ্যমকে শক্তিশালী ভূমিকা রাখতে হলে তাকে আমেরিকার রাজনীতি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জনকারী সম্পাদক, সাংবাদিক অথবা সাব এডিটর রাখা উচিত। তিনি বলেন, "টিবিএন ২৪ নিউজ চ্যানেলটি সঠিক ভাবে বাংলাদেশীদেরকে আমেরিকান রাজনীতিতে মেশোনার জন্যে ভালো ভূমিকা রাখে। কিন্তু বাংলাদেশী সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলো শুধুমাত্র নির্বাচনের সময় খবর প্রকাশ করে। অথচ সারা বছর জুড়ে আমেরিকার রাজনীতি সচল থাকে। সংবাদের বিশাল উৎসগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করার সামর্থ্য আমাদের বাংলাদেশী পত্রিকাগুলোর নেই। কারণ তাদের দুর্বল আর্থিক ভিত্তির কারনে বিনিয়োগ করার মতো সুযোগ নেই।"

বাংলাদেশি কমিউনিটির যারা মূলধারার রাজনীতি করেন তাদের প্রতি আহব্বান জানিয়ে তিনি বলেন, "শুধুমাত্র ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রতি মোহাবিষ্ট না হয়ে নির্বাচনের প্রতি সৎ ভুমিকা রাখতে হবে।"

আলোচনার এক পর্যায়ে দর্শকদের পক্ষ থেকে এইচ বি রিতা প্রশ্ন রাখেন, বাইডেনকে নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে। গতমাসে জো বাইডেনের নিরাপত্তা সংক্রান্ত পদক্ষেপকে রিপাবলিকান এবং সমালোচকরা ইতোমধ্যেই ব্যর্থ বলে ইঙ্গিত করছেন। বাইডেন বলেছিলেন, অবৈধ অভিবাসীদের করা আশ্রয়ের দাবীগুলো বন্ধ করা হবে। ভিসা ছাড়া মেক্সিকো সীমান্ত অতিক্রম করা আশ্রয়প্রার্থী অবৈধদের ফিরিয়ে দেয়া হবে। সমালোচকরা এটাকে কড়া সমালোচনার চোখে দেখছেন। তাদের মতে বাইডেন ঘুরে ফিরে সেই ট্রাম্প নীতিতেই চলে যাচ্ছেন। আপনি কি বলেন?

তিনি বলেন, 'ট্রাম্পের সেই সীমান্তে দেয়াল, অবৈধ অভিবাসীদের ঢুকতে না দেওয়া, বিষয়গুলোকে পুঁজি করেই বাইডেন ২০১৯ সালে নির্বাচনী ক্যাম্পেইন করেছিলেন। সবাই আশা করেছিলেন জো বাইডেনের সময় একটি সাধারণ ক্ষমা বা এমনেস্টি পাওয়া যাবে। তারা বরং উল্টো ডাকা'র বিষয়টি এখন পর্যন্ত নিষ্পত্তি করেনি। সেইসাথে বাইডেনের সীমান্ত খুলে দিয়ে মানুষকে অবাধে প্রবেশ করার বিষয়টি আমেরিকার জন্যে হুমকি স্বরূপ। এটা রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও অখণ্ডতার জন্যে হুমকিস্বরূপ। বিষয়টি দেরিতে হলেও বাইডেন প্রশাসন আবারো এই বিষয়ে কঠোর পদক্ষেপ নিচ্ছে। এজন্যেই অনেকেই কাছে ব্যাপারটা দ্বিপাক্ষিক মনে হচ্ছে।"

এইচ বি রিতার আরেকটি প্রশ্ন ছিল, 'আমারা বাঙ্গালিরা গত নির্বাচনে বাইডেন কে সাপোর্ট করেছি। বেশিরভাগ মানুষের ধারণা ছিল, বাইডেন নির্বাচিত হলে মুসলমানদের সুবিধা বাড়বে এবং তাদের পক্ষে কাজ করবে। কিন্তু বাইডেন সেইসময় অনেক কিছু করলেও অনেকে মনে করেন বাইডেনের দ্বারা অবৈধদের আমেরিকায় প্রবেশ করতে দেয়ায়, সুযোগ সুবিধা দেয়ায়, অন্যদের ট্যাক্স বেড়ে গেছে। স্কুল প্রজেক্ট সহ অনেক প্রশাসন থেকেই বড় আকারের বাজেট কেটে নেয়া হয়েছে। তাই এবারের নির্বাচনে অনেকেই বাইডেন থেকে বিমুখ হচ্ছেন। আপনার মতামত কি?'

মাহফুজুর রহমান উত্তরে জানান, "বাংলাদেশীরা একটা সহজাত প্রবৃত্তির জন্যে ডেমোক্রেটিক পার্টিকে সমর্থন করে। এর কোন যৌক্তিক কারণ আমি দেখিনা। প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ছাড়াও স্থানীয় নির্বাচনে বাংলাদেশীরা একপেশে ভাবে ডেমোক্রেট সমর্থন করে। আমাদের বাংলাদেশীদের উচিত আমেরিকান রাজনীতিতে পক্ষপাতিত্ব না করা। দক্ষিণ মহাদেশীয় অন্যান্য দেশের মানুষেরা কিন্তু অন্ধের মতো দল সাপোর্ট করে না। যেভাবে আমরা বারাক ওবামাকে ভোট দিয়েছিলাম ঠিক সেভাবেই বাইডেন কে ভোট দিয়েছি।"

কঠোর আলোচনা-সমালোচনার মাধ্যমে সেদিনের অনুষ্ঠানটি শেষ হয়। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনায় ছিলেন সোহানা নাজনীন, কারিগরি সহায়তায় ছিলেন এইচ বি রিতা। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার সাপ্তাহিক "টক অফ দ্য উইক" অনুষ্ঠানটি প্রতি বৃহস্পতিবার নিউইয়র্ক সময় রাত নয়টায় ফেসবুক লাইভে সম্প্রচারিত হয়ে থাকে।

এক দশকে সবচেয়ে তীব্র

শেষ পৃষ্ঠার পর

গেছেন। ফিনিক্সের সাউথ মাউন্টেন পার্কে হাইকিং করার সময় একটি ১০ বছর বয়সি বালকের সাম্প্রতিক মৃত্যু এই তাপপ্রবাহের দ্বারা সৃষ্ট গুরুতর বিপদকে আরও স্পষ্ট করে। বাল্টিমোর এলাকার জন্য জাতীয় আবহাওয়া সার্ভিস প্রচুর পরিমাণে তরল পানি পান, শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে থাকতে ও বাইরে না বেরোনোর পরামর্শ দিয়েছে। গত সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমে গরম ও শুষ্ক আবহাওয়া এবং বাতাসের অবস্থার কারণে দমকল কর্মকর্তারা ও পূর্বাভাসকারীরা দাবানলের উচ্চতর ঝুঁকি সম্পর্কে সতর্কতা জারি করতে বাধ্য হন।

সমুদ্র সৈকত, সুইমিংপুল আর আইসক্রিমের দোকানে ভিড়ই বলে দেয়, প্রচণ্ড গরমে একটু স্বস্তির জন্য হাসফাঁস করছে মানুষ। প্রাণিকূলের অন্য সদস্যদের জন্যও পরিস্থিতি অনুকূলে নেই। তাপপ্রবাহ যতো পূর্বে সরছে, ততোই উত্তপ্ত হয়ে উঠছে যুক্তরাষ্ট্রের মিড-আটলান্টিক ও নিউ ইংল্যান্ড অঞ্চল। অতিরিক্ত আর্দ্রতায় আরও অসহনীয় রূপ নিয়েছে গরম।

স্থানীয়রা বলেন, অসহ্য গরম পড়েছে। সানস্ক্রিন পছন্দ করি না, তাও এবার দিতে হচ্ছে। রোদে পুড়ে যেতে আরাম লাগে না। দৈনন্দিন জীবনে কিছু ছোট পরিবর্তন আনতে হচ্ছে এমন গরমে। বাইরে কাজ কমিয়ে দিয়েছি, ভেতরে বেশি থাকছি। আগে পার্ক বা লেকের ধারে হাঁটতাম, এখন কমিউনিটি সেন্টারে হাঁটছি। নিজেদের সঙ্গে পোষা প্রাণীরাও যেন পানিশূন্যতায় না ভোগে, সে চেষ্টা করছি।

যুক্তরাষ্ট্রের ওপর দিয়ে সবচেয়ে বেশিসংখ্যক তাপপ্রবাহ বয়ে গেছে গেলো বছর। ১৯৩৬ সালের পর, অর্থাৎ ৮৭ বছরে প্রথমবার অস্বাভাবিক গরম দু'টি দিন দেশটি পার করেছে ২০২৩ সালেই। একই পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তির শঙ্কায় সাড়ে সাত কোটির বেশি মানুষকে সতর্ক করেছে প্রশাসন। বলা হচ্ছে, পূর্বাঞ্চলের বড় অংশের ওপর অবস্থান করছে একটি বিশাল ও তীব্র 'হিট ডোম'। এর প্রভাবে আগামী সাতদিন হতে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রে চলতি বছরের এখন পর্যন্ত উষ্ণতম সপ্তাহ এবং গ্রীষ্মের শুরু। এ সময়ে আবহাওয়া সংক্রান্ত শতাধিক রেকর্ড ভাঙতে পারে বলেও ধারণা করা হচ্ছে।

> সমুদ্র সৈকত, সুইমিংপুল আর আইসক্রিমের দোকানে ভিড়ই বলে দেয়, প্রচণ্ড গরমে একটু স্বস্তির জন্য হাসফাঁস করছে মানুষ। প্রাণিকূলের অন্য সদস্যদের জন্যও পরিস্থিতি অনুকূলে নেই।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রশান্ত উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের মধ্যে অরিগন অঙ্গরাজ্যে তাপমাত্রা আগের রেকর্ড ভাঙতে পারে। অঙ্গরাজ্যটির ইউজিন, পোর্টল্যান্ড ও সালেমসহ বিভিন্ন শহরে হতে পারে নতুন রেকর্ড। চলমান দাবদাহে দেশটির আরও কয়েক ডজন জায়গায় তাপমাত্রার নতুন রেকর্ড হতে পারে। এর ফলে অ্যারিজোনার বুলহেড সিটি থেকে ভার্জিনিয়ার নরফোক পর্যন্ত লাখ লাখ মানুষকে গরম থেকে বাঁচতে কুলিং সেন্টারে আশ্রয় নিতে হতে পারে।

মধ্যপশ্চিম আর উত্তরপূর্বে ১৮টি মার্কিন অঙ্গরাজ্যের বড় অংশই আবহাওয়া বিভাগের নজরে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে তাপমাত্রা সবচেয়ে বিপদজনক ছিল অ্যারিজোনার ফিনিক্সে, যেখানে গেলো বছরই গরমজনিত অসুস্থতায় প্রাণ যায় রেকর্ড ৬৪৫ জনের।

বাংলাদেশ সোসাইটির

শেষ পৃষ্ঠার পর

আরো অনেকে। আগামী অক্টোবরের শেষ সপ্তাহে বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। কমিউনিটির প্রায় ১৮ হাজার ৩৩০ জন সদস্য ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ পাবেন।

অন্য একটি প্যানেল আনুষ্ঠানিকভাবে প্রার্থীতা ঘোষণা করে নি। তবে ৭ জুলাই রোববার সর্বশেষ তথ্যানুসারে সেলিম—আলী প্যানেলের বিপরীতে রুহুল—জাহিদ প্যানেল নির্বাচন করছে বলে জানা গেছে। রুহল আমিন সিদ্দিকী সোসাইটির বর্তমান কমিটির সাধারন সম্পাদক। জাহিদ মিন্টু বৃহত্তর নোয়াখালী সমিতির জনপ্রিয় সাধারন সম্পাদক ছিলেন। তবে গত রোববার নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কমিউনিটিতে গুঞ্জন উঠে রব, রুহল ও জাহিদ মিন্টুদের সর্মথনে সোসাইটির সাবেক জনপ্রিয় সভাপতি মরহুম কামাল আহমেদের মেয়ে রুমানা আহমেদ বড় একটি পদে প্রার্থী হচ্ছেন।

সভাপতি পদে রুহুল, সাধারন সম্পাদক জাহিদ,

সহসভাপতি ফারুক চৌধুরী, সহসাধারন সম্পাদক আমিনুল ইসলাম ও কোষাধ্যক্ষ পদে নওশেদ হোসেন নির্বাচন করছেন তা নিশ্চিত। আনুষ্ঠানিক ঘোষণা ২ থেকে ৩ দিনের মধ্যে আসছে। বর্তমান কমিটির প্রচার সম্পাদক রিজু মোহাম্মদ জানান নির্বাচন করবেন কিনা ঠিক করেননি, আর করলেও কোন প্যানেলের প্রার্থী হবো তাও চুড়ান্ত নয়।

শুরু হল ঢাকা–বেইজিং সরাসরি ফ্লাইট

ঢাকা অফিস

ঢাকা থেকে সরাসরি বেইজিংয়ে ফ্লাইট শুরু করেছে এয়ার চায়না। বুধবার রাজধানীর শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ফ্লাইটের উদ্বোধন করেন বেসামরিক বিমান পরিবহনমন্ত্রী মুহাম্মদ ফারুক খান।

এ নিয়ে চীনের তিনটি শহরের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হলো ঢাকা। দেশটির কুনমিং ও গুয়াংজু শহরে আগে থেকেই ঢাকা থেকে সরাসরি ফ্লাইট আছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিমানমন্ত্রী আশা করেন, ঢাকা বেইজিং সরাসরি ফ্লাইট দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য সম্প্রসারণে নতুন মাত্রা যোগ করবে।

ফারুক খান বলেন, ‘এই সরাসরি ফ্লাইট বাংলাদেশ এবং চীনের মধ্যে বন্ধুত্ব, সহযোগিতা, উন্নয়ন এবং ক্রমবর্ধমান কানেক্টিভিটির নিদর্শন। এই ফ্লাইট চালুর ফলে আমাদের দেশের জনগণ, ব্যবসায়ী এবং শিক্ষার্থীগণ সরাসরি বেইজিং যাতায়াত করতে পারবেন। পর্যটন সহ অন্যান্য ব্যবসার ক্ষেত্রেও এর সুফল পাওয়া যাবে।’

বিমানমন্ত্রী বলেন, ‘যারা উন্নয়ন চায় না তারা কানেক্টিভিটি নিয়ে অসত্য বলে। তারা দেশকে বিচ্ছিন্ন করে রাখতে চায়।

একটি বাম্বল-বি

পরীক্ষামূলক ভ্রমণের পরে ক্লান্তিকর ও সময়সাপেক্ষ এ ভ্রমণ পরিকল্পনা বাদ দিতে হয় তাঁদের।

এরপরই ১৭ বছর বয়সে করা মোটরসাইকেল ড্রাইভিং লাইসেন্সকে কাজে লাগানোর সিদ্ধান্ত নেন অলি। মোটরবাইক চালিয়ে বিশ্বভ্রমণের সিদ্ধান্তের পর কে ইউকে ডিলারশিপ মোটরসাইকেল ওয়ার্ল্ড তাঁদের একটি সুজুকি ভি-স্ট্রম টেনফিফটিএক্সটি ধার দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

সেন্ট্রাল ইংল্যান্ডের পিক ডিস্ট্রিক্টে পরীক্ষামূলক ভ্রমণের পর তাঁরা গুগল ম্যাপ দেখে বিশ্বভ্রমণের পরিকল্পনা তৈরি করেন। শুরু করেন অর্থ সংগ্রহ। কোভিড মহামারির পর একটি বিরতি নিয়ে ২০২২ সালের এপ্রিলে উত্তর-পশ্চিম লন্ডন থেকে যাত্রা শুরু করে এ জুটি। সে সময় অনেক দেশ তাদের আন্তর্জাতিক সীমা খোলেনি। তবে ভ্রমণের পর বিভিন্ন দেশ তাদের সীমানা উন্মুক্ত করতে শুরু করে।

খরচ কম রাখার জন্য লাভি-অলি যতটা সম্ভব ক্যাম্পিং বেছে নিয়েছিলেন এবং বাইরের খাওয়া এড়িয়ে চলতে শুরু করেন। কখনো শক্ত নুড়ি আবার কখনো কর্দমাক্ত পথ, কোথাও তুষারঝড় আবার কখনো বজ্রপাত মাথায় নিয়ে পাড়ি দিয়েছেন কিলোমিটারের পর কিলোমিটার।

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে দক্ষিণ ও পশ্চিমে ফ্রান্স, স্পেন ও মরক্কো যাওয়ার পরিকল্পনায় পরিবর্তন আনতে হয়েছিল লাভি-অলিকে। ভ্রমণের

ভ্রমণের অভিজ্ঞতা থেকে দক্ষিণ আমেরিকার প্রতিটি দেশকে ‘অনন্য’ বলে আখ্যা দিয়েছেন অলি। উত্তর আমেরিকায় প্রবেশ করে লাস ভেগাসে ২০২৩ সালে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন লাভি-অলি।

অভিজ্ঞতা থেকে দক্ষিণ আমেরিকার প্রতিটি দেশকে ‘অনন্য’ বলে আখ্যা দিয়েছেন অলি। আর্জেন্টিনা পাড়ি দিয়ে উত্তর আমেরিকায় প্রবেশ করে পূর্বপরিকল্পনামতো লাস ভেগাসে ২০২৩ সালে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন লাভি-অলি। সেখানে চার দিনের একটা বিরতি নিয়ে আবার রাস্তায় নেমে পড়েন তাঁরা। ভ্রমণের শেষ দিকে দক্ষিণ-পূর্ব যুক্তরাজ্যের ডোভার বন্দর থেকে লন্ডন পর্যন্ত আরও বেশ কয়েকজন রাইডারের সঙ্গে যোগ দিয়ে বেশ কিছু অ্যাডভেঞ্চার সম্পন্ন করেন তাঁরা। গত বছরের ১৯ নভেম্বর লন্ডনে যাত্রা শুরু করা ক্যাফেতে গিয়ে দীর্ঘ ভ্রমণের সমাপ্তি টানেন লাভি-অলি।

মরক্কো, আর্জেন্টিনা, মঙ্গোলিয়াসহ ৩৯টি দেশে ভ্রমণ শেষ করেছেন লাভি-অলি। পুরো সময় তাঁদের বাহন ছিল বাম্বল-বি। এ দীর্ঘ ভ্রমণ শেষ হয় মোট ৫৮৯ দিনে। বর্তমানে যুক্তরাজ্যে বসবাস করছেন লাভি-অলি।

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক্
ট্যাক্স
★ পারসনাল ট্যাক্স
★ বিজনেস ট্যাক্স
★ সেলস ট্যাক্স
★ বিজনেস সেটআপ
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
ইমিগ্রেশন
★ ফ্যামিলি পিটিশন
★ সিটিজেনশীপ আবেদন
★ গ্রীণকার্ড নবায়ন
★ সব ধরনের এফিডেভিট
আলম টুর এন্ড ট্রাভেলস
AIR TICKET
-Emirates - Qatar Airways - Etihad Airways - Turkish Airlines - Saudia & More
(646) 685-3785, (212) 810-0449
E: Alamttravels@gmail.com, WWW.Alamtourandtravels.com
Immigrant Elder Home care LLC
Authorized Homecare Provider
ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে
প্রতি ঘন্টা ২১.০০ ডলার পর্যন্ত উপার্জন করুন
কোন প্রশিক্ষনের প্রয়োজন নেই এবং
আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

Jahangir M Alam
President & CEO
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
E: jmalamms@gmail.com (347) 891-7070

বাংলাদেশের ই-পাসপোর্টের অনলাইন আবেদন প্রসেস করা হয়
অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, বৃটেন, সেনজেন, চায়না, ইন্ডিয়া, আমিরাত (দুবাই)সহ সৌদী আরবের ভিসা আবেদনে সহায়তা করা হয়
SAUDI (UMRAH) | UAE (DUBAI)
Old Club Man
(718) 724-9688
16308 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432
EUROPE | BANGLADESH
CANADA | AUSTRALIA | NEW ZEALAND | UK (LONDON) | BRAZIL | CHINA | THAILAND | INDIA

ভিজিট বা স্টুডেন্ট অথবা ট্রানজিট বা অন্য যে-কোন ভিসায়
কিংম্বা মেক্সিকো বর্ডার দিয়ে আমেরিকায় আগতদের বৈধতার বিষয়ে ফ্রি পরামর্শ
এসাইলাম এর মাধ্যমে ৭ মাসের মধ্যে ওয়ার্ক পার্মিট ও সোসাল সিকিউরিটি'র ১০০% নিশ্চয়তা
E2 | EB3 | L1A | EB5 | SIJS | VAWA | POLITICAL ASYLUM
আমেরিকান সিটিজেন বিয়ে করার পরও যদি গ্রীনকার্ড পেতে সমস্যায় পরে যান - নিশ্চিন্তে চলে আসুন আমাদের কাছে। আমরা গ্রীনকার্ড এপ্লিকেশনও প্রসেস করি। স্পাউসের অসহযোগীতায় গ্রীনকার্ড থেকে কন্ডিশন রিমোভ করতে সমস্যা হলে আমাদের সংগে যোগাযোগ করুন। মনে রাখবেন, আপনাকে গ্রীনকার্ড আপনার স্বামী বা স্ত্রী দেয়নি, দিয়েছে ইউএসসিআইএস। সুতরাং আপনার গ্রীনকার্ড রিভোক করার কোন ক্ষমতা-ই আপনার স্পাউসের নেই। বিয়ের মাধ্যমে পাওয়া কন্ডিশনাল গ্রীনকার্ডটি পারিবারিক সমস্যা বা অশান্তি অথবা কোন ভুলের কারণে টিকিয়ে রাখা ঝুঁকিপূর্ণ হলে নিশ্চিন্তে আমাদের সংগে কথা বলুন।
এসাইলাম | ওয়ার্ক পার্মিট (EAD) | সোসাল সিকিউরিটি (SSN) | ভাওয়া (VAWA) | গ্রীনকার্ড | সিটিজেনশীপ
ইবি-থ্রি (এমপ্লয়মেন্ট বেইজড গ্রীনকার্ড) ভিসায় এডজাস্টমেন্ট বা বাংলাদেশে বসবাসরতদের ইবি-থ্রি'তে আমেরিকায় নিয়ে আসতে যাবতীয় সহায়তা করি।
আমেরিকায় নিজস্ব কোম্পানী রেজিস্ট্রেশন, নিজ নামে ইআইএন প্রাপ্তি ও ব্যাংক একাউন্ট; এবং নতুন ব্যবসা শুরু করতে যাবতীয় সহায়তা করি।
আমেরিকায় নতুন এসে থাকলে আমাদের সংগে অন্তত একবার কথা বলুন -
গ্যারান্টি দিচ্ছি এদেশে আপনার চলার পথ অনেকটাই মসৃণ ও সহজ হয়ে উঠবে
(718) 839-5812 টেক্সট করুন, আমরা কল ব্যাক করবো
163-10 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432

POWERED BY
rivertel
GOLDEN AGE
HOME CARE
Licensed Home Health Care Agency
PRESENTS
GRAND SPONSOR
রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
NURUL AZIM
Eastern Investment
150 Great Neck Road,
Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com
ঢালিউড ফিল্ম এন্ড মিউজিক অ্যাওয়ার্ড
বহির্বিশ্বের সর্বাধিক জনপ্রিয় অনুষ্ঠান
PRODUCTION
Khalil Biryani House
LIVE IN CONCERT
DALLYWOOD
IN STATLER BUFFALO
107 DELAWARE AVE, BUFFALO , NY 14202
SATURDAY, 13TH JULY @ 8 PM
TICKET PLACE
1. BAY LEAF RESTAURANTS
CALL +1 (716) 424-0047
864 BROADWAY ST BUFFALO
NY 14212 UNITED STATES
2. BUFFALO BAZAR EAST GROCERIES
CALL +1 (716) 464-6993
977 SYCAMORE ST BUFFALO
NY 14212 UNITED STATES
FOR MORE INFORMATION
RAJON - 561 346 4386
বিস্তারিত তথ্যের জন্য 646 546 6038
SHOWTIME MUSIC
TICKET PRICE
$25
$50
VIP $100
CIP $500

যেভাবে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শেষ হতে পারে

আব্দুর রাজ্জাক

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হয়েছিল ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২২ সালে। রাশিয়ার দিক থেকে যুদ্ধের মূল কারণ ছিল ইউক্রেন যেন রাশিয়ার সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি না হয়। ইউক্রেনের যেসব অঞ্চলে রাশিয়ান ভাষাভাষী মানুষ বেশি, ওই সব অঞ্চলে যেন জাতিগত কোনো বিবাদ না হয়। এই অঞ্চলগুলোর মধ্যে আছে দানিয়েস্ক, লুহানস্ক, অর্থাৎ দোনবাস অঞ্চল, আরও আছে খেরসন ও জাপারোঝিয়া। রাশিয়ার অভিযোগ, ২০১৪ সাল থেকে যুদ্ধ শুরুর আগপর্যন্ত এই সব অঞ্চলে শুধু রাশিয়ান ভাষাভাষী ও রাশিয়ান বংশোদ্ভূত হওয়ার কারণে ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রীয় সহযোগিতায় বিভিন্ন গোষ্ঠী ১৪ হাজার নিরীহ মানুষকে হত্যা করেছে। রাশিয়া আরও যে কারণে ইউক্রেনের ওপর রুষ্ট তা হলো, ইউক্রেন ন্যাটো জোটে যুক্ত হতে চাইছিল। এটা স্বাভাবিক, রাশিয়াকে ন্যাটো চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলেছে। এ অবস্থায় যদি ইউক্রেন ন্যাটো জোটে যুক্ত হয়, তাহলে রাশিয়ার সার্বভৌমত্ব অবশ্যই ঝুঁকির মুখে পড়বে। তাই রাশিয়া ইউক্রেন আক্রমণ করেছে। ওপরে যে চারটি অঞ্চলের কথা বললাম, সেগুলো মোটামুটি এখন রাশিয়ান বাহিনীর দখলে আছে। রাশিয়া প্রতিদিন নতুন নতুন অঞ্চল দখল করে নিচ্ছে।

যুদ্ধ বন্ধ নিয়ে আলোচনা চলছে। সুইজারল্যান্ডে আলোচনা হয়েছে, অথচ সেখানে রাশিয়াকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। রাশিয়াকে বাদ দিয়ে কোনো আলোচনাতেই ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধ হবে না—এ কথা মোটামুটি সবাই বোঝে। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নভুক্ত যে দেশটির সঙ্গে রাশিয়ার সম্পর্ক ভালো, তা হলো হাঙ্গেরি। হাঙ্গেরির প্রেসিডেন্ট ভিক্টর অরবান রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিনের সঙ্গে এই যুদ্ধ বন্ধের ব্যাপারে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন। পুতিন স্পষ্ট বলে দিয়েছেন, রাশিয়া চায় পুরোপুরি যুদ্ধ বন্ধ করতে। রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে যুদ্ধ বন্ধের অন্তরায় হলো ন্যাটো জোট ও আমেরিকা। গত ২৩ জুন ইউক্রেন আমেরিকান তৈরি অস্ত্র দিয়ে রাশিয়ার অভ্যন্তরে সিভাস্তাপোল শহরে হামলা চালিয়েছে। এ হামলায় তিন শিশুসহ পাঁচজন সাধারণ মানুষ নিহত হয়েছে, ১২০ জন মানুষ আহত হয়েছে। ATACMS মিসাইল ব্যবহার করে ক্লাস্টার বোমা নিক্ষেপ করা হয়। এ রকম পাঁচটি মিসাইল নিক্ষেপ করা হয়, যার চারটি রাশিয়ার আকাশ প্রতিরক্ষাব্যবস্থা ধ্বংস করে দিয়েছ, একটিমাত্র বার্স্ট হয়েছে। এখন পেন্টাগন অত্যাধুনিক অস্ত্র দিয়ে ইউক্রেনকে সাহায্য করছে, অর্থাৎ পেন্টাগন চাইছে রাশিয়াকে ধ্বংস করতে।

যেদিন এই হামলা করা হয়েছিল, সেদিন ছিল খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বীদের একটি পবিত্র দিন, এই পবিত্র দিনে রাশিয়ার অভ্যন্তরে সাধারণ মানুষের ওপর এ রকম জঘন্য হামলা চালিয়েছে ইউক্রেনীয় বাহিনী। হোয়াইট হাউস এই সব আক্রমণের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করছে—কীভাবে রাশিয়াকে কাবু করা যায়, এই যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী করা যায়, হোয়াইট হাউস সেই চিন্তাভাবনাই করছে বলে রাশিয়া মনে করে। রাশিয়া ধরেই নিয়েছে এই যুদ্ধ ইউক্রেনের সঙ্গে নয়, এই যুদ্ধ ন্যাটো ও পেন্টাগনের সঙ্গে।

এখন শোনা যাচ্ছে, ন্যাটো ও পেন্টাগন ইউক্রেনীয় এয়ারফোর্সকে এফ-১৬ জঙ্গিবিমান সরবরাহ করবে। এটা জানার পরে এফ-১৬ প্রতিহত করার জন্য অবশ্যই রাশিয়া সর্বাত্মক ব্যবস্থা নেবে। ইতিমধ্যে ইউক্রেনের বিভিন্ন বিমানবন্দরে হামলা চালিয়েছে রাশিয়া। গত সপ্তাহে একটি মিগ-২৯ ও চারটি এসইউ ২৭ ধ্বংস করেছে। রাশিয়া তার এয়ারফোর্সকে সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থায় রাখছে। ন্যাটো জোট ও পেন্টাগন যতই চেষ্টা করুক না কেন, এফ-১৬ দিয়ে রাশিয়ার অভ্যন্তরে হামলা চালিয়ে দেশটিকে কাবু করা সহজ হবে না। রাশিয়া বুঝেশুনে বিশ্বের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে, সবকিছু মাথায় নিয়ে যুদ্ধ পরিচালনা করছে। দিন দিন যুদ্ধে রাশিয়ার অবস্থা ভালো হচ্ছে, ইউক্রেনীয় বাহিনী কোণঠাসা হচ্ছে।

এ অবস্থায় উচিত হবে, হাঙ্গেরির প্রেসিডেন্ট ভিক্টর অরবানের মধ্যস্থতা দুপক্ষই যেন মেনে নেয়। সব দিক বিবেচনা করে এই সিদ্ধান্তে আসা যায়, যেভাবে যুদ্ধের অগ্রগতি হচ্ছে, এভাবে চলতে থাকলে আগামী ডিসেম্বর নাগাদ ইউক্রেনের দ্বিতীয় বৃহত্তর শহর খারকভ দখল করে নেবে রাশিয়া। যখন রাশিয়া আরও শক্ত অবস্থানে যাবে, তখন কিন্তু যুদ্ধ বন্ধ করা কঠিন হয়ে পড়বে।

সব দিক বিবেচনা করে বিশেষজ্ঞদের অনেকেই মনে করছেন, এই যুদ্ধে রাশিয়াকে পরাজিত করা যাবে না। এই মহা সত্যটি অনুধাবন করেছিলেন হেনরি কিসিঞ্জার। তিনি বলেছিলেন, ইউক্রেনকে তার কিছু জায়গা অবশ্যই রাশিয়াকে ছেড়ে দিতে হবে; অর্থাৎ যেসব অঞ্চলে রাশিয়ান ভাষাভাষীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, যেসব অঞ্চল রাশিয়ান জনসংখ্যা-অধ্যুষিত, এই সব অঞ্চলে একটি গণভোট হয়েছিল, যার ফলে তারা রাশিয়ার পক্ষে চলে গেছে। সেই সব অঞ্চলের দাবি ইউক্রেনকে ছাড়তে হবে। ন্যাটো জোট ও পেন্টাগনকে এই সত্যটা উপলব্ধি করতে হবে। ইউক্রেনকে এমন অস্ত্র সরবরাহ করা ঠিক হবে না যে অস্ত্র দিয়ে দেশটি রাশিয়ার অভ্যন্তরে যত্রতত্র হামলা করতে পারে। এ রকম হামলা করলে রাশিয়া অবশ্যই তার প্রতিরক্ষাব্যবস্থা আরও জোরদার করবে, ইউক্রেনের নতুন নতুন অঞ্চল দখল করে নেবে। যুদ্ধ আরও দীর্ঘায়িত হবে। পরিশেষে ইউক্রেন নামের রাষ্ট্রটির অস্তিত্বের সংকট দেখা দেবে।

বিশ্বের সাধারণ শান্তিপ্রিয় মানুষ অবশ্যই চাইবে, ভিক্টর অরবানের মধ্যস্থতায়, পুতিনের ভাষ্য অনুসারে পুরোপুরি যুদ্ধ বন্ধ করার প্রয়াসের দিকে এগিয়ে যেতে।

ইরি ওয়াটারফ্রন্ট

হাজার বছরের ইতিহাস, ঐতিহ্য, নিদর্শন ধরে রেখেছে পর্যটন নগরী ইরি

পার্থ সারথী দেব

১০ হাজার বছরের ইতিহাস, ঐতিহ্য, নিদর্শন ধরে রেখেছে পর্যটন নগরী ইরি। কি শীত কি গ্রীষ্ম সারা বছর পর্যটকদের পদচারণায় মুখরিত থাকে যে শহর তার নাম ইরি। যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভেনিয়া অঙ্গরাজ্যের এক জনপ্রিয় শহর তথা জনপদের নাম ইরি। প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ মানুষ এখানে আসেন ইতিহাসের বিভিন্ন নিদর্শন দেখতে, জানতে। শহরের পশ্চিমে মিলক্রিক টাউনশিপে সমারহেইম পার্ক প্রত্নতাত্ত্বিক এলাকায় গেলে দেখা যায় প্রাচীন আমলের অনেক নিদর্শন যার সময়কাল ৮০০০ খ্রিষ্টপূর্ব থেকে ৫০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত।

ইরি শহরের অবস্থান হচ্ছে নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের বাফেলো শহর হতে ৮০ মাইল, ওহাইও অঙ্গরাজ্যের ক্লিভল্যান্ড শহর থেকে ৯০ মাইল এবং পিটসবার্গ শহর থেকে ১২০ মাইল দূরে অবস্থিত। এই শহরের নামকরন ইরি হয়েছে এজন্য যে এখানে এক সময় নেটিভ আমেরিকান ইরিরা বসবাস করতেন । এখানের অর্থনৈতিক চালিকা শক্তি হচ্ছে পর্যটন, বীমা, স্বাস্থ্যসেবা, উচ্চশিক্ষা, প্রযুক্তি ও পরিসেবা শিল্প। ইরি হচ্ছে পেনসিলভেনিয়ার গ্রেট লেকের একমাত্র বন্দর। ইরির সবচেয়ে আকর্ষণীয় হচ্ছে এর জলরাশি। রয়েছে ছোট ছোট পাহাড়ি এলাকা। রয়েছে ইরি মেরিটাইম মিউজিয়াম যেখানে গেলে দেখা যায় অতীতের এখানের বিভিন্ন যুদ্ধে ব্যবহৃত কামান, জাহাজের পাল, যুদ্ধে ব্যবহৃত তলোয়ারসহ বিভিন্ন সরঞ্জাম। রয়েছে যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী বিভিন্ন বীরদের ছবি ও তাদের বীরত্বের কাহিনি। মিউজিয়ামের বাইরে রয়েছে একটি বিরাট স্মৃতিসৌধ, পেনসিলভেনিয়ায় নাইন এলাভেনে যারা নিহত হয়েছিলেন তাদের স্মৃতি রক্ষায় এ সৌধ।

ইরি মেরিটাইম মিউজিয়ামের সামনে লেখক

এই শহরে রয়েছে ছোট ছোট পাহাড়ের মধ্য দিয়ে যাওয়া আঁকাবাঁকা, উঁচুনীচু সড়ক। নিরিবিলি এ শহর। এ শহরকে আমেরিকার শপিং হেভেন বলা হয়। যেখানে রয়েছে অসংখ্য দোকান, প্লাজা, বুটিক, কোণায় কোণায় রয়েছে মার্কেট। পেনসিলভেনিয়ায় পোষাক ও জুতা ক্রয় করলে কোন বিক্রয় কর দিতে হয় না তাই আমেরিকার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ আসেন এখান থেকে শপিং করতে। প্রতি বছর এখানে পর্যটকেরা ১ দশমিক শূন্য তিন (১.০৩) বিলিয়ন ডলার খরচ করেন।

এখানের ইরি হ্রদে বিশ্বের বৃহত্তম মিঠা পানির মৎসসম্পদ রয়েছে। এখানের জৈবিক বৈচিত্র ও সর্বোচ্চ মাছের উৎপাদন হয়। এখানে রয়েছে শত শত বিভিন্ন ধরনের ছোট বড় বোট (নৌকা) যা ভাড়া নেয়া যায় নির্দিষ্ট সময়ের জন্য, বড়শি দিয়ে মাছ ধরার ব্যবস্থা রয়েছে। রয়েছে মাছ কেটে দেয়ার ব্যবস্থা। এখানের মাছ সুস্বাদু।

ইরি হচ্ছে আমেরিকার তৃতীয় তুষারময় স্থান। এখানে শীতে প্রচুর তুষারপাত হয়।

এই শহরের দখল নিয়ে অতীতে ফ্রান্স ও বৃটিশদের সাথে স্থানীয় অধিবাসীদের ৭ বছরব্যাপী দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ সংগঠিত হয়।

গহনা পরতে কে না ভালোবাসে? প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে গহনা বা অলঙ্কারের প্রচলন।অলঙ্কার বা গহনা একপ্রকার পরিধেয় সামগ্রী যা শরীরের বিভিন্ন অঙ্গকে সুসজ্জিত ও আকর্ষণীয় করার উদ্দেশ্যে পরা হয়। অলংকার এর প্রতি মানুষের চাহিদা সৃষ্টির আদিকাল থেকেই বিশেষ করে নারীরা অলংকার খুবই পছন্দ করে। শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের জন্য পৃথক পৃথক ধরনের গহনা ব্যবহার করা হয়।জাতি ও সংস্কৃতি ভেদে অলংকারের গড়ন ও প্রকৃতি বিভিন্ন হয়ে থাকে। প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতায় লোহার তৈরি গহনার বিশেষ কদর ছিল। বিংশ শতাব্দীর শেষাংশে প্লাটিনামের গহনা তৈরিও শুরু হয়। প্রাচীন কালে সোনা, রূপা, মনি-মুক্তার প্রচলন ছিল না। অলঙ্কার হিসেবে ব্যবহৃত হতো ফুল, লতা-পাতা, গাছের ছাল-বাকল, শেকড়, জন্তু-জানোয়ারের হাড়, শিং, পাখির পালক ইত্যাদি। অবশ্য অলঙ্কার হিসেবে ফুলের কদর এখনও কমে নি। বিয়ে বাড়িতে হলুদের অনুষ্ঠানে এখনও ব্যবহৃত হয় ফুলের গহনা। আর বর্তমানে অলঙ্কার হিসেবে এসেছে সোনা, রূপা, হীরা, মুক্তা রত্নরাজি। তবে বর্তমানে সোনা,হীরার গহনার চেয়ে ইমিটেশনের হালকা গহনায় বেশি জনপ্রিয়। এখন মাটির সাথে বিভিন্ন মেটালের সমন্বয়ে নানা ধরনের গহনা তৈরি হয়। সেগুলো সাজে আনে নতুনত্ব। ফুটিয়ে তোলে বাঙালিয়ানা। হাল ফ্যাশনের সাথে আরো যুক্ত হয়েছে মেটাল ও বিডসের গহনা। কাঠ, বাঁশ, পুঁতি, সুতা, টারশেল দিয়েও তৈরি হচ্ছে ফ্যাশনাবল গহনা। আজকাল সোনার চেয়ে রূপার গহনা বেশ জনপ্রিয়। এর কারণ সোনার দাম এবং নিরাপত্তার অভাব। আবার অন্যদিকে সোনা বা রূপার বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে ইমিটিশেনের গহনা। পোশাকের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পরা হয় সেসব। আর দাম কম হওয়ায় কেনাও সহজ। সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে ডিজাইনের পরির্বতন ঘটেছে। নানি-দাদীরা ভারি গহনা ছাড়া চিন্তাই করতে পারতেন না। কিন্তু এখন সময় পাল্টেছে। বদল হয়েছে রুচির। এখন ভারী গহনার চেয়ে হালকা গহনায় বেশি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

'শিল্পঘরে'-এক আজকের আয়োজন দু'জন গহনা শিল্পীকে নিয়ে। আশাকরি আপনাদের ভালো লাগবে। ধন্যবাদান্তে—**রোকেয়া দীপা**

হস্তশিল্পের প্রতি অনুরাগী সিতুয়া আফরিন জ্যোতি

গহনা যদি হয় খুব ফ্যাশনেবল আর একেবারেই নিজের হাতে তৈরি করা, তবেতো কথাই নেই! চোখ জুড়ানো এমন সব গহনাই ডিজাইন করেন সিতুয়া আফরিন জ্যোতি। দারুণ স্টাইলিশ, ক্রিয়েটিভ এবং ভীষণ কাজপাগল মানুষ সিতুয়া আফরিন জ্যোতি। তিনি বর্তমানে নিউইয়র্কের কুইন্সে বাস করছেন। নিজেকে আর্টিস্ট পরিচয় দিতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। তার কাজের জন্ম সেই ২০০৫ সাল থেকেই। এস এস সি পরীক্ষা শেষ হবার পর ঘরে বসে বসে বিভিন্ন রকম হাতে তৈরি ঘর সাজানোর জিনিষ তৈরির নেশা হয়ে গিয়েছিল তার। সেখান থেকেই কখনো দেয়াল সাজানোর জিনিস বা কখনোও গ্লাস পেইন্টিং করতেন। নিজের জন্য এবং বান্ধবীদের জন্য হাতের ব্রেসলেট বা পায়ের নূপুর তৈরি করা দিয়ে শুরু। তার বান্ধবীরা প্রায়ই তাকে অর্ডার করতো জামার সাথে ম্যাচ করে কিছু বানিয়ে দেবার জন্য।

ছোট বেলা থেকে হস্তশিল্পের প্রতি তার তীব্র অনুরাগ ছিল। তার কাছে আর্ট বা শিল্প বলতে চিরাচরিত ক্যানভাস বা রংতুলি বলে মনে হয় না। শিল্প তার প্রাত্যহিক জীবনের সাথে জড়িত থাকতে হবে। সকালের চায়ের কাপ থেকে রাতে ঘুমাবার আগে বালিশে মাথা রাখা পর্যন্ত ব্যবহৃত প্রতিটি জিনিষেই থাকবে শিল্পের ছোঁয়া। শিল্প একজন মানুষের অভিরুচিকে উপস্থাপন করবে, শিল্প একটি দেশকে উপস্থাপন করে। তাই শিল্প সীমাহীন। তার আশেপাশের প্রতিটি জিনিষই তার হস্তশিল্পের অণুপ্রেরনা যোগায়।

সিতুয়া আফরিন জ্যোতির কাজের পরিধি বিশাল। তিনি কখনো দেয়ালঘড়ি তৈরি করেন, কখনো ক্যানভাসে আঁকেন, কখনো তৈজসপত্রে অঙ্কন করেন, কখনো গহনা তৈরি করেন। আবার কখনো দাবার সেট বানান। কখনো তার চেষ্টা থাকে আয়নার ফ্রেমে রং করবার। তিনি এসকল কাজের ক্ষেত্রে রং নির্বাচন করেন প্রকৃতির রং থেকে। কখনোবা তার কাজে সমুদ্রের ঢেউ আর ফেনা রাশির প্রাধান্য দেখা যায়। কখনোও বা থাকে ফুলের আতিশয্য।

সিতুয়া আফরিন জ্যোতি বলেন, 'শিল্প নির্বাচনের ক্ষেত্রে সবসময়ই নিজের ভালোলাগাকে প্রাধান্য দিই। এই একটি জায়গায় আমি একদম বাঁধনহারা, স্বাধীনচেতা, সম্পূর্ন কারো নিয়ন্ত্রণের বাহিরে। আমার কাজের ধারা শুরুতে ছিল গ্লাস পেইন্টিং।' কাঁচের উপরে পেইন্টিং করে বাংলাদেশে ২০০৭ সালে তিনি বেশ সাড়া জাগিয়েছিলেন। তার কাছে অনেকে পেইন্টিং শিখতে আসত। কিন্তু পড়াশোনার জন্য ঐভাবে কখনোও চর্চা করার সাহস হয়নি। এভাবেই ২০১০ সালে তিনি বেশ বড় একটি কাজের অর্ডার পান। অস্ট্রেলিয়ার একটি সংস্থায় বাংলাদেশি সুভেনিয়ের হিসেবে তিনি প্রায় ১৫ পিস গ্লাস পেইন্টিং সেল করেন। এরপরেই বিভিন্ন গিফট শপে, রেস্টুরেন্টে এমনকি অফিসের কালচারাল রুমেও তার গ্লাস পেইন্টিং এর জন্য অর্ডার আসতো। পরবর্তীতে পড়াশোনা, বিয়ে আর চাকরিতে জয়েন করার ফলে এই শখের কাজে ভাটা পড়ে যায়। তবে মনের কোনো এক কোণায় সবসময়ই পিপাসা ছিল তার, এই কাজটাকে নিয়ে নতুন করে ভাবার।

২০১৪ সালে তিনি জাগো ফাউন্ডেশানে এ অনলাইন টিচার হিসেবে জয়েন করেন। তখন ঢাকার অফিসে বসে অনলাইনে প্রত্যন্ত অঞ্চলের সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের স্কুলটিচার ছিলেন। অনলাইনে ওদের গণিতের টিচার থাকলেও তিনি ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে ওদের ড্রইং ও শিখাতেন। এমন করেই একদিন শুনলেন, তার কাছ থেকে আঁকা শিখে ওরা একজন ঢাকার কোন একটা অংকন প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছে। সিতুয়া আফরিন জ্যোতি বলেন, 'নিজেকে খুব বেশি যোগ্য মনে হয়েছিল সেদিন। আমি কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নিইনি শিল্পের জন্য। পুরোটাই নিজের আগ্রহে শেখা। তাই সবসময়ই একটা দ্বিধা কাজ করতো মনে। মানুষ আমার কাজকে ভালোবাসবে কি না, তা নিয়ে সংশয় ছিল। তাই কখনোই ভালোবাসার এই

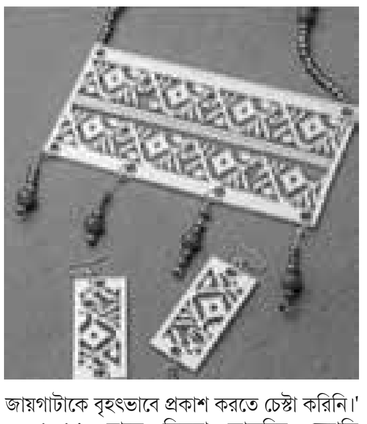

জায়গাটাকে বৃহৎভাবে প্রকাশ করতে চেষ্টা করিনি।'

২০১৬ সালে সিতুয়া আফরিন জ্যোতি আমেরিকা চলে আসেন। তখন থেকেই তার প্রিয় জায়গা যে কোনো আর্ট এন্ড ক্র্যাফ্‌ট স্টোর। এখানে আসার পর তার স্বপ্ন ছিল, নিজের একটা আর্ট এন্ড ক্রাফ্‌ট এর স্টোর করার, যেখানে প্রতিটি জিনিসে থাকবে তার হাতের ছোঁয়া। থাকবে ঘর সাজানোর সব ধরনের শৈল্পিক জিনিস, হাতে তৈরি গহনা আর প্রতিদিনের ব্যবহার্য ব্যাগ-পোশাক আশাক সবকিছু।

এই উদ্যোগটির মূল লক্ষ্য নিয়ে তিনি বলেন, 'বাংলাদেশের শিল্প এবং সংস্কৃতিকে নতুন মাত্রা যোগ করে ভিন্ন আঙ্গিকে আমার সেকেন্ড হোম আমেরিকায় উপস্থাপন করাই আমার লক্ষ্য। আমার স্বপ্ন-কেবল বাঙালিরা নয় বরং সবদেশের মানুষের কাছে আমার স্টোরের একটি হলেও সামগ্রী থাকবে। সেই স্বপ্ন থেকেই আমি প্রতিনিয়ত নতুন নতুন জিনিস তৈরির কাজ শিখছি, বানাচ্ছি। আমার এই স্বপ্নের নাম "Afrin's only। এভাবেই 'Afrin'S Only' তে গহনা তৈরির বিষয়টি মাথায় আসে আমার। গহনা তৈরি করা বেশ পরিশ্রমের কাজ। কিন্তু গহনা নিজের দেশের সংস্কৃতিকে মানুষের হাতের নাগালে পৌঁছে দেবার একটি চমৎকার মাধ্যমও। তাই গহনা তৈরির ওপর আমি একটি কোর্স করি। এবং সেখান থেকে সম্পূর্ন নিজের আইডিয়া নিয়ে তৈরি করি মাসকট গহনা।'

এক্ষেত্রে তার অনুপ্রেরণা ছিল বাংলাদেশি পহেলা বৈশাখের মঙ্গল শোভাযাত্রায় বহন করা বিশালাকৃতির মাসকটের আকৃতি গুলো। এর সাথে ছিল দেশীয় বাদ্যযন্ত্র। ২০২৩ সালে এসে তিনি একটি সংস্থার সাথে যুক্ত হন যারা বিভিন্ন দেশীয় শিল্পীদের নিয়ে কাজ করছে। এই সংস্থাটির নাম HUG xyz . ।তাদের উদ্দ্যেশ্য হল বিবিধ দেশের সংস্কৃতিকে নতুন ধারার রূপ দিয়ে এমন কিছু হস্তশিল্প সৃষ্টি করা যা আগে কেউ কখনোও দেখেনি। সেই প্রচেস্টা থেকেই তার সাথে ওরা যোগাযোগ করেন। এবং তিনিই একমাত্র বাংলাদেশি যে এত বড়ো পরিসরে কাজ করবার সুযোগ পেয়েছেন।

সিতুয়া আফরিন জ্যোতি ওদেরকে সর্বপ্রথম তার হাতে তৈরি গহনা প্রদর্শন করেন। তার তৈরি রেসিন আর্ট প্রদর্শন করেন, ওরা তার কাজের বেশ প্রশংসা করেন এবং তার সাথে আরও অনেক ভিন্নদেশীয় শিল্পীদের কাজের প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। সেই প্রদর্শনীতে সিতুয়া আফরিন জ্যোতির প্রায় ১৫০ জোড়া দুল বিক্রি হয় , যার অধিকাংশই ছিল মাসকট দুল। ঐ প্রদর্শনীতেই তিনি একটি মেক্সিকান বিয়ের উপহার হিসেবে ৩০০ জোড়া দুলের অর্ডার পান। এরকম আরও অনেক হস্তশিল্প যা তার দেশকে তুলে ধরে যেমন রিকশা পেইন্টিং, ঘড়ি, চায়ের মগ, চেজবোর্ড এসবের অর্ডার ও পেয়েছেন এবং এখনো পাচ্ছেন।

সিতুয়া আফরিন জ্যোতির কাজের একটি বড় দিক হচ্ছে তিনি প্রতিটি কাজের গুণগত মান নিয়ে অসম্ভব খুঁতখুঁতে। তিনি যেহেতু শখের আর্টিস্ট নন, পেশাদার হতে চান তাই এই বিষয়ে তিনি সবসময়ই বেশ সিরিয়াস থাকেন। তার পেইন্টিং করা রান্নাঘরে ব্যবহৃত জিনিষের ক্ষেত্রে রং সবসময়ই ফুডগ্রেড এবং ন্যাচারাল। একই ভাবে গহনার ক্ষেত্রেও গহনার ব্যবহার করা ধাতু যাতে ত্বকের জন্য নিরাপদ থাকে সেটা মাথায় রাখেন। আবার রেসিনের ক্ষেত্রেও বর্তমানে FDA অ্যাপ্রুভড রেসিন তিনি সবসময় ব্যাবহার করেন। যেহেতু তার এসকল কাজের সময় তার বাচ্চারা সাথে থাকে তাই নিরাপত্তার বিষয়টা সবসময়ই তার মাথায় থাকে। এসব শিল্পের নিখুঁত কাজ বেশ সময়, খরচ ও শ্রমসাপেক্ষ । কিন্তু ব্যাক্তিগত ভাবে তিনি চ্যালেঞ্জিং কাজ করতে বেশ ভালোবাসেন বলে তার শিল্পকে তিনি খুব শ্রদ্ধার সাথে সৃষ্টি করেন।

সিতুয়া আফরিন জ্যোতির কাজের পরিসর বেশ বিস্তৃত। তিনি বলেন, 'প্রতিনিয়ত নতুন করে শিখতে হয়। নতুন জিনিসের আইডিয়া নিয়ে ভাবতে হয়। গহনা তৈরির পাশাপাশি আরও বেশ কিছু জনপ্রিয় হাতে তৈরি শৌখিন শিল্প ভাবনা আছে আমার। বর্তমানে কাজ করছি ডেকোরেটিভ আয়না নিয়ে। এক্ষেত্রেও আমাকে অনেক সূক্ষ্ম বিষয় জানতে হচ্ছে। কাজের ফিনিশিং এবং জিনিসের টেকসই এর ব্যাপারটাও আমাকে রিসার্চ করতে হয়। যেহেতু কাজকে আমি ব্যবসার আকারে রুপ দিতে চাই, তাই কাজটি মানসম্পন্ন কিনা তাও আমাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিতে হয়।'

তার নিজস্ব উদোগে সৃষ্টি এই ব্যবসায় প্রকল্প অন্য সকল বাংলাদেশিদের থেকে অনেক ভিন্ন। আমাদের যারা এদেশে শৌখিন জিনিসের বিজনেস করছেন তাদের বেশিরভাগই দেশ থেকে এনে এখানে দেশীয়দের মাঝেই সেল করছেন। তার প্রচেষ্টা হল দেশীয় সংস্কৃতিকে আমেরিকান কালচারের সাথে যুক্ত করে সকল ধরনের শৌখিন হস্তশিল্প নিজের হাতে তৈরি করে নিউইয়র্কের বুকে একটি শপ চালু করা। এই উদ্যোগ থেকেই বর্তমানে তিনি বিভিন্ন ভিন্নদেশীয় মেলায় অংশগ্রহণ করছেন। সেখানে তিনি নিজের স্টল নিয়ে হাতে তৈরি শৌখিন সামগ্রী দিয়ে সাজান। মোট কথা তিনি নিজস্ব ব্রান্ড 'Afrin's only' কে প্রোমোট করেন। তার এই প্রকল্পটি তার সন্তানের মতোই।

সিতুয়া আফরিন জ্যোতির বলেন, 'আমার সাত বছর ও দুইবছর বয়সী ছেলে রাহীন ও ঋষভের মতোই আমার নিজস্ব প্রকল্প 'আফরিন'স অনলি' ধীরে ধীরে বড় হয়ে বাংলাদেশের সংস্কৃতির একটি প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠবে এবং আমেরিকার বুকে জায়গা করে নেবে, যে কোন দেশের মানুষ নিঃসংকোচে macys বা walmart এর মতন যে কোন শৌখিন জিনিস কেনার জন্য আমার শপের কথা মনে করবে, এটাই আমার স্বপ্ন। জানি অনেক বড় স্বপ্ন দেখেছি, কিন্তু আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ স্যারের ভাষায় "মানুষ তার আশার সমান বড়।" আমার স্বপ্ন বড়ো কিন্তু অসম্ভব নয়। সবার সাপোর্ট আর দোয়া পেলে আমি এই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে পারবো বলে বিশ্বাস করি। ইতোমধ্যেই দেশী বিদেশী অনেকেই আমার কাজকে ভালোবাসছেন। প্রশংসা করছেন। মেলায় অংশগ্রহণের জন্য আমাকে আমন্ত্রণ করছেন। এভাবেই আশা করি সবার মাঝে আমার স্বপ্ন ছড়িয়ে দিতে পারবো।'

গহনা বানাতে ভালো লাগে : সুমাইয়া সুলতানা

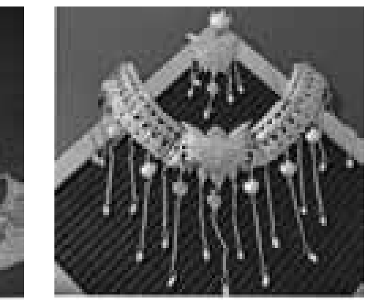

আমাদের আরেকজন গহনা শিল্পী সুমাইয়া সুলতানা। গহনা গায়ে জড়ানোর প্রতি তার কখনোই কোনো ফ্যাসিনেশন ছিল না। কিন্তু তারপরও কিভাবে চলে আসলেন এই সেক্টরে, ঠিক মনে নেই। তবে গহনা বানাতে ভালো লাগে তার।

সুমাইয়া সুলতানা বিজনেস শুরু করেন ২০১৭ সালে, বয়স যখন তার ঊনিশের কোঠায়। ভার্সিটি উঠেছেন। বাসা থেকে কোনো আর্থিক সাপোর্ট নিতে চান নি তিনি। তাছাড়া আম্মুকে সাহায্য করবেন এই ভাবনা। তাই ৩০০ টাকা দিয়ে ক্রাফ্‌ট সামগ্রী কিনে হ্যান্ডমেইড গহনা বানানো শুরু করেন। আর সাথে কিছু টুকটাক কাগজের জিনিস।

একটা ফেইসবুক পেইজ ওপেন করেন Anbaar's নামে।সেখান থেকে আস্তে আস্তে আফগানি এবং ইন্ডিয়ান গহনা নিয়ে কাজ করা শুরু তার। তবে তা ছিল অল্প সময়ের জন্য। একসময় তিনি দেখলেন, বেশ কিছু পেইজে সেইম আইটেম সেল করা হচ্ছে। আরও কিছু ইস্যু চলে আসলো সামনে। তারপর হন্যে হয়ে তিনি নিজের ডিজাইনের পিছনে লেগে পড়লেন।

সুমাইয়া সুলতানার ভাবনা ছিল, নিজের দেশের ডিজাইন করা জিনিস বানাবেন, তাহলে এর সাথে সাথে দেশের মানুষের উপকার হবে। মাসের পর মাস পাগলের মত ঘুরার পরে গহনার কারিগরের সোর্স পান। তখন ছিলো ২০১৯ সাল। শুরু করেন দুইটা ডিজাইন দিয়ে।

সুমাইয়া সুলতানা জানান, দেশী গহনা করা হয় মিক্সড মেটাল দিয়ে বিশেষ করে পিতল। তারপর যে যার পছন্দসই গোল্ড প্লেটেড, সিলভার বা নিকেল প্লেটেড করে নেয়। এই গোল্ড কালারেও ভালো খারাপ কোয়ালিটি আছে, বুঝে শুনে কিনেন। তখন যে দেশী গহনার পেইজ একদম ভরপুর ছিলো এমনটা নয়। আস্তে আস্তে তিনি পুরনো দিনের গহনা রিক্রিয়েট করা শুরু করেন কারণ সেকেলে জিনিস তাকে খুব টানে।

তিনি বলেন, 'এর মধ্যে কাটাই গহনার কথা না বললেই নয়। এই গহনা একটা আর্ট। পাত কেটে নকশা করা হয় তারপর ছোট করাত দিয়ে খোদাইকর্ম। নিজে ডিজাইন করে, অন্য গহনা মডিফাই করে কাস্টমাইজড অর্ডার নেই, কারিগরের ডিজাইন সেল করে এভাবেই চলতে থাকি। কোভিডের প্রথম দুইটা লকডাউনে ব্যবসা ছিলো রমরমা। তখন বেশ কিছু নতুন ডিজাইন আনি, এর মাঝে জামদানী মোটিফ ও ছিলো। এত সাড়া পেয়েছি যে, মনে হয় হাজার হাজার পিস সেল করেছি। সেখানে আমাদের নিজস্ব নকশা ছিলো আবার কারিগরেরও। এছাড়া আমাদের বেশিরভাগ গয়নাই সর্বোচ্চ ২৪ পিস করে বানানো হয়।'

সাত বছর ব্যবসার বয়স হলেও প্রচার এবং পুঁজির অভাবে এখনও বেশ ছোট বিজনেসই রয়ে গেছে সুমাইয়া সুলতানার। তাছাড়া ব্যবসা বৃদ্ধি করতে হলে ভালো লিঙ্ক আপের একটা ব্যাপার আছে, পরিচিত মহল থেকে যেই সুবিধা পাওয়া যায় সেটা তিনি কখনো পাননি। এরজন্য একসময় ভীষণ মন খারাপ হতো তার। তবে তিনি সবচেয়ে বেশি সাপোর্ট পেয়েছেন তার মা, বোন আর পার্টনার থেকে। তবে বরাবরই প্রতিবন্ধকতা ছিলো তার পুঁজি। যা সেল করতেন তাই আবার ইনভেস্ট করেছেন। এভাবে কখনোই বড় কোনো প্রজেক্ট হাতে নিতে পারেননি তিনি। মাঝে একটা বিশাল ভুল করে ফেলেন। নিজের সর্বস্ব দিয়ে একটা স্টুডিওতে ডিসপ্লে কর্নার দেন। যেটা লস প্রজেক্ট ছিলো। সেটা সামাল দিতে খুব কষ্ট হয়েছে তার। এ ব্যাপারে তিনি বলেন, 'যখন বড় ব্যবসায়ী হবো তখন আমার স্ট্রাগল শুনে কেউ মোটিভেট হতে পারে।এখনও পূর্ণ সাফল্যের কাছাকাছি আসতে পারিনি, তবে কাজ করে যাচ্ছি।'

সুমাইয়া সুলতানা কানাডায় আছেন দু'বছর যাবত। এখানে চাকরি করছেন আর Anbaar's Canada নামে একটা উইং ওপেন করেছেন। যেখানে তার গহনার পাশাপাশি দেশীয় শাড়ি, ব্যাগ, ব্লাউজ, জুতা থেকে শুরু করে মোটামুটি সব ইউনিক আইটেম রাখার চেষ্টা করেছেন। এখানে অল্প সময়ে পরিচিতি পেয়ে গেছেন। তবে মজার ব্যাপার হলো গহনার ক্লায়েন্ট বেশি আমেরিকাতে।সবাই খুব পছন্দ করে তাদের জুয়েলারি। একসাথে দুই দেশে সময় দেয়া কষ্টসাধ্য ব্যাপার তার জন্য। তাই দেশে Anbaar's পরিচালনা করার জন্য পার্টনার হিসেবে এক বছর যাবত আছে তার ফ্রেন্ড ফাহিমা। এর আগ পর্যন্ত বিজনেসের 'এ টু জেড' সব নিজেই হ্যান্ডেল করেছেন। তবে সাথে টুকটাক হেল্প করতো তার ছোট বোন।

নতুন গহনার আইডিয়া পাওয়া আসলে সহজ নয়। যেহেতু তাদের প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান নেই ডিজাইনিং নিয়ে। তাই দেখা যায় বিভিন্ন সোশ্যাল সাইটে দেখা জুয়েলারি, ফুল, বা জ্যামিতিক নকশা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি গহনা বানান। তবে আশা করছেন শীঘ্রই একাডেমিক কোনো কোর্স করবেন।

ক্লায়েন্ট কম হলেও যারা তার কাছে থেকে কিনেন, ভীষণ ভালো এবং রুচিশীল। একটা নির্দিষ্ট ক্লায়েন্ট বেইজ। আজ পর্যন্ত তিনি গহনা নিয়ে খুব একটা অভিযোগ পাননি বলে জানান।

এই বিজনেস কখনো শখ ছিল না তার। তাছাড়া খুব একটা প্রফিটেবলও না। ছাড়ার চেষ্টা করেছেন কয়েকবার। তারপরও কোনো এক অজানা টানে তিনি ছাড়তে পারেননি।

সুমাইয়া সুলতানা বলেন, 'মায়া কাটানো বেশ মুশকিল। একটা উদ্যোগ নিজের সন্তানসম সবাই বলে।ইচ্ছে আছে বিদেশের মাটিতে দেশী পণ্যের এক বড় আসর বসাবো। একই ছাদের নিচে যেনো মানুষ সবকিছু পেয়ে যায়।'

তাছাড়া গোল্ড এবং ডায়মন্ড নিয়েও কাজ করতে চান তিনি। রুপার কাজ তিনি বহুদিন ধরে করছেন। সুমাইয়া সুলতানা আরো বলেন, 'সাজ-সজ্জায় পোশাকের পর গহনা পরা হয় সৌন্দর্য বাড়াতে। তাই জানা প্রয়োজন কোন অনুষ্ঠানে কী শাড়ি ও কী রকম মেক-আপ এর সাথে কী ধরনের গহনা পরলে আপনাকে মানাবে। আধুনিক নারীরা এখন আর আগের মতো ভারি গহনা পরেনা। তাঁতের শাড়ির সঙ্গে বাহারি মাটির গহনা বেশ মানানসই। এসব গহনা যে কোনো পোশাকের সাথে বেশ মানিয়ে যায়। যেমন টপসের সাথে মেটালের মালার সাথে বড় লকেট পরতে পারেন। সালোয়ার কামিজের সাথে কাঠ, বাঁশ বা মাটির যে কোন গহনা বেশ মানিয়ে যাবে। আর শাড়ির সাথে পরতে পারেন হালকা বা ভারি মেটালের গহনা।'

বিদেশে থেকেও দেশীও ডিজাইন নিয়ে গহনা করার মত আনন্দ সুমাইয়া সুলতানার মনকে ছুঁয়ে যায় বারবার।

আমেরিকার ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন ফোর্থ অফ জুলাই, স্বাধীনতা দিবস। ১৭৭৬ সালের ২ জুলাই ইংল্যান্ডের শাসন থেকে পৃথক হওয়ার জন্য ভোট দেন আমেরিকার দ্বিতীয় কন্টিনেন্টাল কংগ্রেস। এর দুদিন পর স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে চূড়ান্ত অনুমোদন দেয় কংগ্রেস। কিন্তু পৃথক হতে ব্রিটেনের সঙ্গে চূড়ান্ত স্বাক্ষর ২ আগস্টে অনুষ্ঠিত হলেও প্রত্যেক বছর ৪ জুলাই স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করে যুক্তরাষ্ট্র। এ দিনটির জন্য জীবন দেন ২৫ হাজার বিপ্লবী আমেরিকান এবং ২৭ হাজার ব্রিটিশ ও জার্মান সেনা। এই দিনটি শুধু স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র স্বাক্ষরের উদযাপন নয়, বরং এটি জাতির আত্মপরিচয়, ঐক্য, এবং স্বাধীনতার মূলমন্ত্রকে পুনরায় স্মরণ করার দিন। আমেরিকার জন্মকথা, সংগ্রামের ইতিহাস, এবং স্বাধীনতার মূল্যবোধকে গভীরভাবে অনুভব করার একটি বিশেষ উপলক্ষ। উত্তরের সাহিত্য পাতায় আমরা তাই এই বিশেষ দিনটিতে আমেরিকার ইতিহাস, উৎসবের নানা রং, এবং সাহিত্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে স্বাধীনতার অর্থ তোলে ধরে আমেরিকাকে জানাতে চাই প্রাণঢালা শুভেচ্ছা। স্বাধীনতার এই বিশেষ দিনটিকে উদযাপন করার জন্য আমাদের সাহিত্য পাতায় আপনাকে স্বাগতম।—**এইচ বি রিতা**

ঝড়ো হাওয়া

রুদ্র সাহাদাৎ

ঝড়ো হাওয়া বয়ে যায় হৃদমাঝারজুড়ে
শ্রাবণ মেঘে যেমন দমকা হাওয়ায়
দোলে বৃক্ষলতাপাতা প্রকৃতি -দুলছি দোটানায়

উড়ছি যেন নভোমণ্ডলজুড়ে
বারেবার থমকে যায় পুড়ামন অবাক বিস্ময়

উপকূলজুড়ে যেমন কিছুদিন পর পর ঘূর্ণিঝড়
তান্ডব লীলা দেখায়
আমার হৃদশহরেও ভেঙে শঙ্কচুর সবই
অগোছালো যৌবন

বেলা-অবেলার দ্বিধা

অলোক আচার্য

পাথর চাপা ঘৃণা ছিল
আগুন ছিল ঠোঁটে
তবু কি অবুঝ বালিকার হৃদয় প্রস্ফুটিত ছিল
পুষ্পমঞ্জুরীর সাথে?
দিনগুলো তো কেটে গেল বেলা অবেলার দ্বিধায়
তোমার স্পর্শ করা উঠান পোড়ে
আজন্মকালের চিতায়!
দ্বিধা কেটে উঠে দ্যাখো,
ডুব দেওয়া সাঁতারের স্বাদ হাতের মুঠোয়
পোড়া মেঘ জমে, শিশিরও কিছুটা জমেছে
চোখের কোণায়।

মানুষ

এনাম রাজু

তবুও সময় হোক, ক্লান্ত হয়ে হলেও
সব ডাকনাম উপাধি মুছে আয়নামুখে-
স্মৃতির কুয়াশা ঝেড়ে নিজেকে দেখার।

একান্তে নিজের সাথে নিজের কথা...!

লুকিয়ে থাকা কথা শুনতে হয়, বুঝতে হয়,
এ যে এক আশ্চর্য চেরাগ, ভাবনার অধিক।

একবার যদি ভেতরটা বাহির হয়
অথবা স্থান বদল করে
নিশ্চিত করা যায়,
আত্মহত্যা অথবা নির্জনতা
প্রিয় হবে মানুষের।

এটা আশা মাত্র! মানুষ তো
অন্তত একবার নিজের ভেতরে ঢুকে
অথচ বাহির হলে হয়ে ওঠে ফোঁস।

যাযাবর শিকারী

সুশান্ত হালদার

যে দেশে থাকি
সেখানে এখন নদী শুকিয়ে বেনামী চর
কতটা বেকুব আমি
টয়োটা চড়া মানুষ দেখে মনে করেছি
মাধবীলতার অনুচর
আসলে সে যে ভূমিদস্যু, ঋণখেলাপী
বুঝেছি, দেশ লোপাটে যখন নগ্ন করেছে আমারই
রক্তাক্ত জননী

যে দেশে থাকি
সেখানে এখন নৈশভোজে দুম্বা উট এ্যারাবিয়ান নাশপাতি
মনে করেছিলাম দেশজ পটভূমিতে তুমি-ই
মাধবীলতার অনুগামী
আসলে বিলাসী সভ্যতায় তুমিই যে যাযাবর শিকারী
তা বুঝেছি
যখন আমারই বুকে হত্যায় উদ্ধত তোমার
মোহাম্মদী বেগের ছুরি!

বেশ কিছু চাই না

এলি বড়ুয়া

আমি বেশি কিছু চাই না একটা স্বাধীন দেশের কাছ থেকে।
শুধু চাই আমার সন্তানের একটা নিশ্চিত ভবিষ্যৎ।
যে দেশে তাদের হাত-বুক কাঁপবেনা কাগজ কলমের গতিতে
অন্যায়ের বিরুদ্ধে, মুক্ত ভাবনা ও মুক্ত চিন্তার প্রকাশে।
হারাতে হবেনা তাদের কোমল প্রাণ
নির্মম ভাবে খুন হতে হবে না আর কোনো হুমায়ন আজাদ, অভিজিৎ রায় কিংবা সাগর-রুনির মত
অনুসন্ধিৎসু লেখকদের।
যাদের ফাঁসির রায় ঝুলে থাকবেনা বহুকাল ধরে
হবে না অবহেলিত-হবে অনায়্যের জোরালো প্রতিবাদ।

আমি বেশি কিছু চাই না একটা স্বাধীন দেশের কাছ থেকে।
শুধু চাই নারী পুরুষ ভেদাভেদ ভুলতে,
যে দেশে লিঙ্গ বৈষম্য ছাপিয়ে গিয়ে, নারী ও পুরুষ হাতে
হাত মিলিয়ে মোকাবেলা করবে দেশের সকল
ঘাত-প্রতিঘাত।
এগিয়ে নিয়ে যাবে দেশকে উন্নয়নের দোরগোড়ায়।

আমি বেশি কিছু চাই না একটা স্বাধীন দেশের কাছ থেকে।
শুধু চাই আমার বোনের সুরক্ষার নিশ্চয়তা।
যে দেশে স্কুল বা অফিস থেকে সে নিশ্চিন্তে ফিরতে পারে
রাতে বা দিনে তার আপন বাসস্থানে।
যে নারীর চাকরি টিকিয়ে রাখার বিনিময়ে তার দেহ হবে
না-একমাত্র হাতিয়ার।

আমি বেশি কিছু চাই না একটা স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসাবে। শুধু চাই সামান্য কিছু অধিকার।
আমি চাই নিজের মতো করে বাঁচতে।
নিজের মতো করে জীবনকে অনুভব করতে।
নিজের মতো করে জগতটাকে দেখতে।
নিজের মতো করে স্বপ্ন দেখতে; জীবন সাজাতে।

আমি বেশি কিছু চাই না একটা স্বাধীন দেশের কাছ থেকে।

বর্ষা ও প্রেম পিয়াসী মন

এনাম আনন্দ

প্রকৃতির খরতাপ মুছে দিতে
সবুজ বাংলায় নেমে এলো প্রাণচাঞ্চল্যের বর্ষা
ছায়ালোকে ঘনকালো মেঘে- বৃষ্টি নামে।
আষাঢ়ি জলধারার স্নানে পরিশুদ্ধ বিস্তীর্ণ মাঠ
পত্রপল্লবে বেজে ওঠে মনহরিণীর গান।
কাম-কানুনে ফণা তুলে আছড়ে পড়ে কামাগ্নি ঢেউ
থৈ থৈ জলে ফোলে ওঠলো কুমারী নদী।
বর্ষা এলো- কেয়া-কদম ফোঁটলো
হাওর-বাঁওড়-খাল-বিল তলিয়ে গেলো।
সপ্তর্ষি!
তুমি আজো এলে না।

বাঁশি-১

আমার মেয়েটার নাম বাঁশি। ক্লাস টু'তে পড়ে। ওর ক্লাস শুরু হয় সকাল ৮টা থেকে। সাধারণত ও ঘুম থেকে ওঠে সকাল ৭টায়। রেডি হয়। আমি ওকে খাওয়াই, রেডি করি। বাঁশি সকালে খেতে চায় না। টালবাহানা করে। আমি জোর করে খাওয়াই। ওর মা নেই। দালালকে ৬ লাখ টাকা দিয়ে গৃহকর্মী হিসাবে সৌদি আরব গিয়েছিল। একসময় কফিনভর্তি হয়ে ওর লাশ আসে।

আমাদের ছোট্ট বাড়ির জানালা দিয়ে সরিষা ক্ষেত দেখা যায়। হলুদ সরিষা ফুল বাতাসে দোলে। ক্ষেতের পাশেই আমার স্ত্রীর কবর। বাঁশিকে স্কুলের জন্য রেডি করতে করতে ওদিকে তাকিয়ে থাকি। অভাবের ফাঁক ফোকড় দেখি, মেয়েটার মুখের দিকে আগামী স্বপ্ন বাঁধি।

মেয়ে আমার আজ মহাখুশি যে ওরই স্কুলে আমার চাকরি হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষক। পকেট থেকে যোগদানপত্র বের করে তাকিয়ে থাকি। যেন সোনার হরিণ।

নাম: মো: বেদার উদ্দিন মৃধা
পিতা: মৃত ছালু মৃধা
সাং: ডাসার
থানা: কালকিনি
জেলা: মাদারীপুর

১৫তম গ্রেড (পিটিআই প্রশিক্ষণবিহীন) ৯৭০০-২৩,৪৯০/ স্কেলে নলিয়াকান্দি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক পদে সংযুক্ত করা হইল।

এই আদেশ জনস্বার্থে জারী করা হইল।

যোগদানপত্রের দিকে তাকাতে তাকাতে হিসাব করি টাকার ঘ্রাণ।

মূল বেতন: ৯৭০০/ টাকা
বাড়ি ভাড়া ৫০%: ৪,৮৫০/
চিকিৎসা ভাতা : ১,৫০০/
টিফিন : ২০০/
মোট: ১৬,২৫০ টাকা

কল্যান ভাতা ও রেভিনিউ স্ট্যাম্প ব্যয় বাদে ১৬,০৫০ টাকা থাকবে। সন্তান পড়াশোনারত থাকলে ১ সন্তান মাসিক ৫০০/-টাকা। সর্বমোট ১৬,৫৫০ টাকা।

বাঁশির ডাকে বাস্তবে ফিরে আসি। আমারও রেডি হতে হবে। প্রথম স্কুলের দিন দেরি করা যাবে না। মন আরো ভালো যে বাঁশির স্কুলেই আমি পড়াব।

বাঁশির হাত ধরে যাত্রা শুরু করি। স্কুলটা দূরে না। বাঁশি আমার হাত ধরেই লাফাচ্ছে। ওকে শান্ত রাখা যাচ্ছে না। সরিষার ক্ষেতের পাশ ধরে সরু আলপথ রাস্তা। আজ মনে হচ্ছে সমস্ত গ্রাম রোদের টাঙ্গাইল সূতি পরেছে। কলাপাতাকে মনে হচ্ছে পল্লি কবি জসীম উদ্দিন।

বাঁশির মা কি টের পাচ্ছে কিছু?

ক্লাস শুরু হলো। কী অবাক কাণ্ড আমার জীবনের প্রথম ক্লাস বাঁশিদের সাথেই। ক্লাসে ঢুকেই সারিসারি ছেলেমেয়েদের মাঝে আমার মেয়েটাকে খুঁজতে থাকি। ওকে আবিস্কার করতে বেশি সময় লাগে না। কী আনন্দ ওর চোখেমুখে..

মা হারা এই মেয়ের আনন্দে আমি কোন কথা খুঁজে পাই না। টিনের চালের গরমে আমি ঘামতে থাকি।

হাজিরা খাতা ধরে আমি ক্লাসরুমে দাঁড়িয়েই থাকি..

বাঁশি-২

ক্লাসরুমের গরমে ঘামতে থাকি। রুমের বাচ্চা ছেলেমেয়েদের চেঁচামেচিতে সম্বিত ফিরে আসে। রোলকলের খাতাটা খুলে নাম ডাকতে শুরু করি।

আমার মেয়ের ভালো নাম প্রবহমান সুসমিতো। ডাক নাম বাঁশি। হাজিরাখতায় ওর নামের কাছে এসে এক মুহূর্ত থামি। ভালো নামে না ডেকে ডাকলাম: বাঁশিইইইই

বাচ্চারা খিলখিল হেসে ওঠে। তাকিয়ে দেখি বাঁশি আমার দিকে লজ্জিত তাকিয়ে আছে। পৃথিবীর সারল্য নিবেদিত মুখ। বেচারী লজ্জিত। কী বলবে বুঝে উঠতে পারে না। ওর সাথের বন্ধুরা ওরা হয়ে জবাব দেয় উপস্থিত স্যার।

পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছি। আজ কি বেশি গরম?

স্কুলের জানালা দিয়ে ধান ক্ষেতের আল। গরমের রোদের কম্পমান ছায়া। মেদাকুল বাজার থেকে কি বাতাস উধাও হলো? মেদাকুল বাজারের পাশে পরপর দুটো পুরানো মঠ আছে। প্রাচীন আমলের। তার পাশেই শতবর্ষী বট গাছ। কত বাদুর যে ঝুলে থাকে।

রোলকল শেষ হলে একটু বসি। ভাবছি কিভাবে শুরু করব। এইসব বাচ্চাদের মন জয় করতে হবে। আমার বাঁশির মন জয় করতে হবে। বাইরে কিসের যেন কোলাহল শুনতে পাই। দরজার দিকে তাকাতে দেখি আমাদের স্কুলের প্রধান শিক্ষক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, আমাদের জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার আর সানগ্লাস পরিহিত জেলা প্রশাসক মহোদয়।

তাঁরা সবাই আমার ক্লাসে ঢুকছেন।

ক্লাসের বাইরের তেঁতুল গাছে কয়েকটা কাক তারস্বরে চেঁচাচ্ছে। আমি একসাথে এতজন কর্মকর্তা আমার ক্লাসে ঢুকছে দেখে নার্ভাস হয়ে গেলাম আরো। যে সাদা জামাটা পরে এসেছিলাম, কুলকুল ঘামে ভিজে চিপসে গেলাম। গলা শুকিয়ে সাহারা।

এক গ্লাস পানি খেতে পারতাম যদি এখন।

প্রধান শিক্ষক স্যার আমাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন ওনাদের সাথে, এটাও জানাতে ভুললেন না যে আজই আমার প্রথম কর্ম দিবস। এক ঝলক বাঁশির দিকে নজর পড়ল। সে রাজ্যের সুষমা নিয়ে আমাকে দেখছে।

ডিসি স্যার আমার দিকে না তাকিয়েই প্রশ্ন শুরু করেন;

: নাম কি মহাশয়ের?
: স্যার মো: বেদার উদ্দিন মৃধা
: পড়াশুনা কতটুকু?

ডিসি সাহেব ভালো করেই জানেন প্রাথমিক স্কুলের সহকারী শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা। তোতলাতে তোতলাতে বললাম;

: স্যার গোপালগঞ্জ কলেজ থেকে বিএসসি

তিনি ভ্রুকুটি করলেন। ক্লাসের ছেলেমেয়েরা বুঝতে পারছে না। তবে ভাগ্য ভালো যে তারা বেশ শান্ত হয়ে আছে। কিন্তু পাশের গাছের কাকগুলোর চেঁচামেচি থামছে না। তেঁতুল গাছের পাশ গলে স্কুলের খেলার মাঠ। একটা মোরগ মুরগীর সাথে ওসব শুরু করে দিলো। আমি এক নজর ওদিকে তাকাতেই লজ্জা পেলাম, চটজলদি চোখ সরিয়ে নিলাম। যেন আমিই ওদের ওসবে অনুমতি দিয়েছি।

ডিসি সাহেবও দেখলেন। সানগ্লাসটা খুলে সাথের গানম্যানের হাতে দিলেন যিনি স্যারের ব্রিফকেস ধরে আছেন। এক গ্লাস ঠান্ডা পানি খেতে পারতাম যদি।

আমাকে আবার প্রশ্ন শুরু করলেন;

: আচ্ছা মৃধা বলেন তো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বাবার নাম কি?

বঙ্গবন্ধুর মায়ের নাম জানি, বাবার নাম আর মনে পড়ছে না। ঘামছি।

: বলেন তো ডেপুটি কমিশনার বানান কি?

ডেপুটি বানান করে কমিশনারে এসে আটকে গেলাম। জট পাকিয়ে যাচ্ছে কয়টা এম বা কয়টা এস।

তাঁর চোখে শবে বরাতের হালুয়া রুটির মতো খুশির খুশবু মনে হলো। আমাকে আবার প্রশ্ন করলেন;

: বলেন তো এ বছর গণিতে কে নোবেল প্রাইজ পেয়েছে?

: স্যার গণিতে নোবেল দেয়া হয় না

তিনি একটু হোঁচট খেলেন বলে মনে হলো। খুব দ্রুত প্রশ্ন করলেন;

: আচ্ছা শার্ল বোদলেয়ার বানান করেন তো

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার স্যার এবার আমতা আমতা করে বলার চেষ্টা করলেন;

: স্যার ও তো বিজ্ঞানের ছাত্র

জেলা প্রশাসক মহোদয় মনে হয় শিক্ষা অফিসারের কথা শুনতে পেলেন না। খানিকটা রেগে গিয়েই বললেন;

: এসব শিক্ষক নামের কলঙ্ক। আপনারা ধরে এসব পেটাতে পারেন না?

ক্লাসের সবাই চুপ হয়ে গেলো আরো। গরমের দাপুটে সন্ত্রাসে আমি একদম বোধহীন হলাম কিনা বুঝতে পারছি না। কতদিন যে আকাশে মেঘ করছে না, বৃষ্টি হচ্ছে না ঝুপুর ঝুপুর। কতদিন বৃষ্টিতে ভিজে আমি আর বাঁশি মাঠে খেলছি না। তেঁতুল গাছের কাকগুলো কোথায় গেল? চেঁচামেচি আর শুনতে পাচ্ছি না কেন?

মোরগ মুরগী দুটোকেও দেখতে পাচ্ছি না। বাঁশি কী মনে করে যেন ওর বেঞ্চ থেকে উঠে আমার কাছে এসে গা ঘেঁষে দাঁড়াল। ও কি ভয় পেয়েছে?

আমি শক্ত করে বাঁশির হাত ধরে রাখলাম।

কী আশ্চর্য বাঁশির হাতও আমার মতো ঘামে টইটই...

শ্রমজীবি কর্মজীবি পেশাজীবি - জনগণ এক হও

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল - জেএসডি'র কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির সাধারণ সম্পাদক জননেতা

শহীদ উদ্দিন মাহমুদ স্বপন

এর যুক্তরাষ্ট্র আগমন উপলক্ষ্যে স্থানীয় সাংবাদিকদের সাথে

মতবিনিময় সভা

ও যুক্তরাষ্ট্র জেএসডি'র নবগঠিত আহ্বায়ক কমিটির পরিচিতি

স্থান: নবান্ন রেষ্টুরেন্ট পার্টি সেন্টার

37-22 73rd St, Jackson Heights, NY 11372

তারিখ: ১৭ জুলাই, ২০২৪, বুধবার সন্ধ্যা ৮ ঘটিকা

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল - জেএসডি, যুক্তরাষ্ট্র।

কুলিয়ারচর ইসলামিক সোসাইটি ইউএসএ, ইন্‌ক

১০তম বার্ষিক বনভোজন ২০২৪

১৪ জুলাই রবিবার, সকাল ১০টা

স্থান: Prospect Park, Brooklyn, New York.

ধন্যবাদান্তে

আহবায়ক
শামীম হোসাইন
৯২৯-৩৩১-৫৯০৬

প্রধান সমন্বয়কারী
মজিবুর রহমান
৯১৭-৬৪০-৬৩৫৪

সদস্য সচিব
মান্নান মিয়া
৩৪৭-৮৮৫-৩৯১৬

সমন্বয়কারী: সায়েদুল হক ৩৪৭-৫৬৯-৪৩৫৩, আজহারুল হক ৬৪৬-৫৩৬-৫২৬৬
সামসুল হুদা ৬৪৬-৮৭৫-৭৭৪৯, এ মাসুম-৬৪৬-৮৭৫-৭১৭৩, রাসেল-৩৪৭-২৪৮-৭৭৪৯

সভাপতি
ইঞ্জিঃ মোহাম্মদ ফজলুল হক
৯১৭-৪৯৪-৫৩১৬

সাধারন সম্পাদক
সাব্বির আহমেদ
৬৩১-৫২০-৪৬৯৯

সার্বিক সহযোগিতায়: নাজিম আহমেদ, তারিকুল হক, খালেকুজ্জামান, মুবিনুর রহমান, সালা উদ্দিন, নাঈম, আল-আমিন ও মাসুদ

পিকনিকের দিন নতুন কমিটি গঠন করা হবে।

গ্র্যান্ড স্পন্সরঃ ডা: ছায়েরা হক-৭১৮-৬৩৩-৫৮০০

www.SayeraHaqueMD.com | Email: drhaque7@aol.com

সিলেট এম. সি. এন্ড গভঃ কলেজ এলামনাই এসোসিয়েশন অব ইউএসএ ইনক
SYLHET M. C. & GOVT COLLEGE ALUMNI ASSOCIATION OF USA INC.

অভিষেক ও পুনর্মিলনী

Venue : GULSHAN TERRACE
59-15, 37th Ave, Woodside, NY 11377

তারিখ ঃ ১৮ই আগস্ট ২০২৪
রোববার, সন্ধ্যা ৬ টা

প্রিয় এলামনাই,
সিলেট এম.সি. এন্ড গভঃ কলেজ এলামনাই এসোসিয়েশন অব ইউএসএ ইনক এর অভিষেক ও পুর্নমিলনী অনুষ্ঠানে সকল প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ সপরিবারে আমন্ত্রিত।

বিনীত

মোঃ শাহনওয়াব চৌধুরী
আহ্বায়ক
৯১৭-৩৪৫-৭৬৫৮

দেওয়ান শাহেদ চৌধুরী
সদস্য সচিব
৯১৭-৫১৭-৯২০৫

সার্বিক সহযোগিতায়

কার্যকরী পরিষদ ঃ

আজিমুর রহমান, শাকাওয়াত আলী, মামুনুর রশীদ, ইফজাল আহম্মেদ, মোঃ আকমল হোসেন খান, মোঃ সামাদ মিয়া, মোঃ আমিনুল হক চুন্নু, মোঃ খায়রুল ইসলাম, মোঃ সেলিম আদমজী, মোঃ মাহফুজুল বারী চৌধুরী, দিদার শাহীন, হাসান আলী, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, মোঃ শাহনওয়াজ চৌধুরী, কাজী ওদুদ আহম্মদ, গোলাম কিবরিয়া চৌধুরী, মোঃ শাহীন কামালি, জুলকার নাঈম হায়দার।

বোর্ড অব ট্রাস্টি

সালেহ আহমেদ ফারুকী, বেলাল উদ্দিন, আবুল কালাম, আজাদ উদ্দিন, আলতাফ হোসেন চৌধুরী ইসবা।

সফিক উদ্দিন চৌধুরী
সভাপতি
৬৪৬-২৩৮-৪৮৮৫

মোহাম্মদ রেজাউল করিম রেজু
সাধারণ সম্পাদক
৬৪৬-৭৩২-১২২৬

উপস্থাপিকা ঃ
অনিমা দত্ত কর

অনুষ্ঠানে কলেজের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী সকলে আমন্ত্রিত

বিশেষ আকর্ষণ
এম.সি. এন্ড গভঃ কলেজ এলামনাই
ম্যাগাজিন এবং ফটো এ্যালবাম
মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা
ও নৈশভোজ
র‍্যাফেল ড্র

ফটো এ্যালবাম ও ম্যাগাজিনে লেখা নিম্নের ই-মেইলে পাঠাতে পারবেন। লেখা পাঠানোর শেষ তারিখ ঃ ১০ই জুলাই ২০২৪ইং।
E-mail: mcgovtcollege.sylhet@gmail.com, Web : www.mccollegealumni.us

রেজিস্ট্রেশন ও ফটো এ্যালবামে ছবি পাঠানোর জন্য উল্লেখিত ফোন নাম্বারে গুলোতে আগামী ৫ই আগস্ট এর মধ্যে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।
রেজিস্টেশন শেষ তারিখ ঃ ৫ই আগস্ট ২০২৪

প্যাকেজ-১	প্যাকেজ-২	প্যাকেজ-৩	প্যাকেজ-৪
পরিবারের ছবি :	কাপলের ছবি :	সিঙ্গেল ছবি :	স্ট্যাম্প সাইজ ছবি :
নাম :	নাম :	নাম :	নাম :
স্থায়ী ঠিকানা :	স্থায়ী ঠিকানা :	স্থায়ী ঠিকানা :	স্থায়ী ঠিকানা :
কলেজের নাম :	কলেজের নাম :	কলেজের নাম :	কলেজের নাম :
সেশন :	সেশন :	সেশন :	সেশন :
ইয়ার অব বার্থ :	ইয়ার অব বার্থ :	ইয়ার অব বার্থ :	ইয়ার অব বার্থ :
ই-মেইল ও ফোন :	ই-মেইল ও ফোন :	ই-মেইল ও ফোন :	ই-মেইল ও ফোন :

প্রচারে- আমিনুল হক চুন্নু

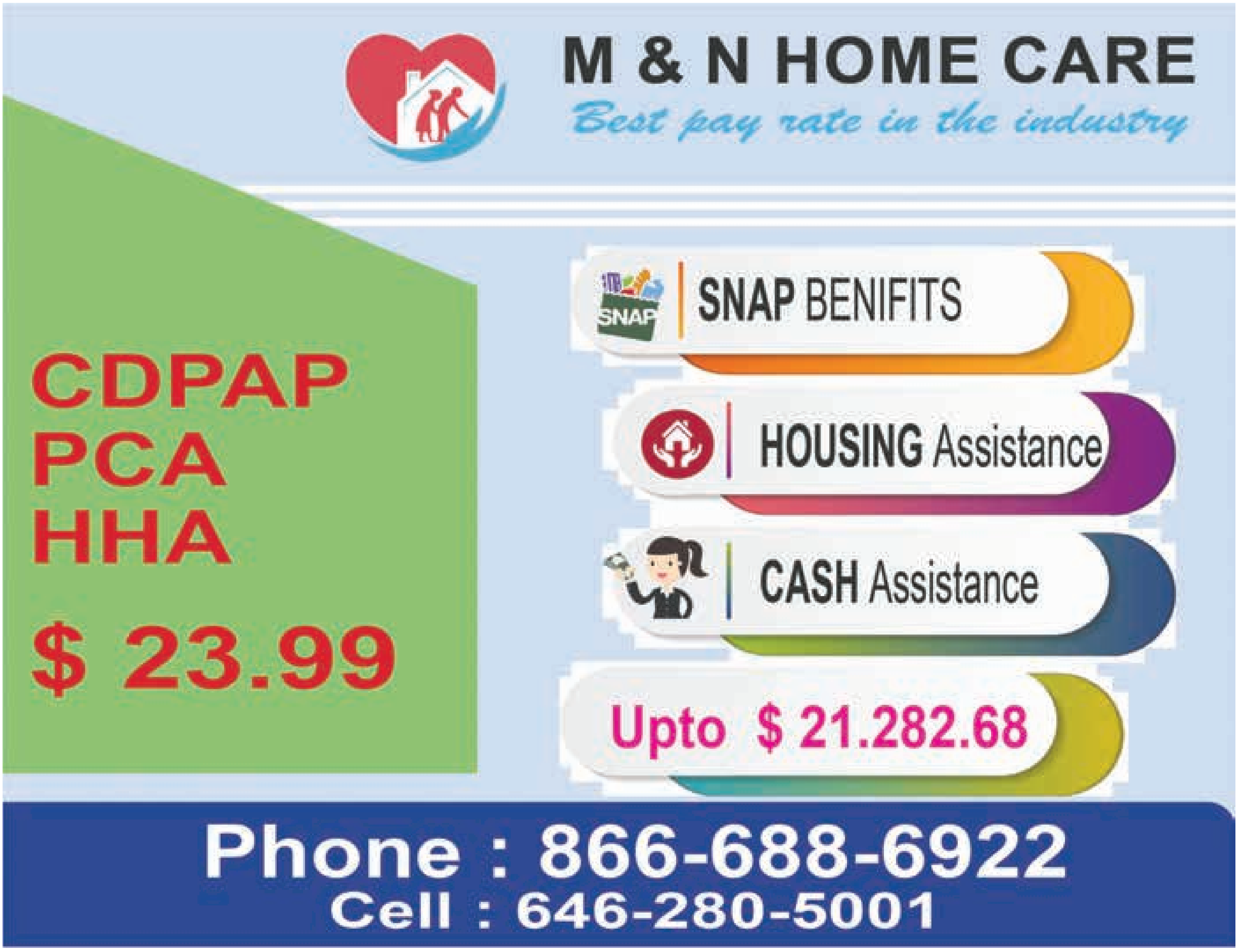
M & N HOME CARE
Best pay rate in the industry
CDPAP
PCA
HHA
$ 23.99
SNAP
SNAP BENIFITS
HOUSING Assistance
CASH Assistance
Upto $ 21.282.68
Phone : 866-688-6922
Cell : 646-280-5001

Parkchester Medical
PARKCHESTER MEDICAL
পার্কচেষ্টার মেডিক্যাল
WE WELCOME WALK INS
MEDICAL CENTER
PARKCHESTER MEDICAL SERVICES
718.828.6610
INTERNAL MEDICINE
ASTHMA DIABETES CENTER
CARDIOLOGY
PHYSICAL THERAPY
UROLOGY
GYNECOLOGY
PODIATRY
GASTRO-ENTEROLOGY
ORTHO-PEDICS
HEALTH CARE FOR THE ENTIRE FAMILY
1211 WHITE PLAINS ROAD, BRONX, NY 10472
TEL: 718-828-6610
WE ARE OPEN:
MONDAY & THURSDAY 8:30AM-8:00PM
TUESDAY, WEDNESDAY & FRIDAY 8:30AM-6:00PM
SATURDAY 9:00AM-3:00PM
WE ACCEPT ALL MEDICAID / MEDICARE MOST INSURANCES ACCEPTED INCLUDING WORKERS COMP. NO-FAULT, SLIP AND FALL.
শারীরিক অভ্যন্তরীন সমস্যা
শ্বাসকষ্ট, ডায়বেটিস চিকিৎসা
হৃদরোগ
শারীরিক ব্যায়াম বা থেরাপি
মূত্র সংক্রান্ত চিকিৎসা
নারী স্বাস্থ্য চিকিৎসা কেন্দ্র
পায়ের চিকিৎসা
পরিপাকতন্ত্রীয় চিকিৎসা
হাড়ের চিকিৎসা
সম্পূর্ণ পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র
আমরা বাংলায় কথা বলি
মেডিক্যাল সময়সূচি:
তাৎক্ষনিক চিকিৎসা সেবায় স্বাগতম!
সোমবার এবং বৃহস্পতিবার
সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৮:০০টা
মঙ্গলবার, বুধবার এবং শুক্রবার
সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৬:০০টা
শনিবার
সকাল ৯:০০ মিঃ থেকে দুপুর ৩:০০টা
আমরা সকল প্রকার মেডিকেইড ও মেডিকেয়ার সহ অধিকাংশ ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।
সাথে আরো আছে: •কর্মস্থলের ক্ষতিপুরন
•নির্দোষ প্রমাণের ব্যবস্থা •পিছলে পড়ে যাওয়া

ABRAMS
LAW GROUP
ABRAMS LAW GROUP
আব্রামস আইন গ্রুপ
INJURED?
WE CAN HELP!!
FREE
Accident
Consulation
PERSONAL INJURY
TOP 10
LAW FIRM
2022
Have you or a loved one been injured by a carelessly driven vehicle or 18-wheeler or by another's irresponsible conduct?
Let us protect your rights and recover the full amount due from the insurance companies and responsible parties.
WE ALSO HANDLE
CAR ACCIDENTS | গাড়ি দুর্ঘটনা
TRUCK ACCIDENTS | ট্রাক দুর্ঘটনা
TRIP AND FALL | ট্রিপ এবং পতন
UBER/LYFT ACCIDENT | UBER/LYFT দুর্ঘটনা
DEPORTATIONS | নির্বাসন
ADJUSTMENT OF STATUS | স্থিতির সামঞ্জস্য
ASYLUM APPLICATIONS | আশ্রয়ের আবেদনপত্র
VAWA PETITIONS | তাদের পিটিশন আছে
FIANCE VISA PETITIONS | বাগদত্তা ভিসা পিটিশন
FAMILY PETITIONS | পারিবারিক পিটিশন
EB1/E82 PETITIONS | EB1/E82 পিটিশন
UNCONTESTED DIVORCE | অপ্রতিদ্বন্দ্বী বিবাহবিচ্ছেদ
ATTORNEY AT LAW
MELANIE ABRAMS, ESQ.
RECOVERED MILLIONS FOR OUR CLIENTS.
GET HELP TODAY!
718-997-9797
104-70 QUEENS BOULEVARD, SUITE 502
FOREST HILLS, NY 11375
abramslawgroupny.com
https://g.co/kgs/iC36XA
abramslawgrouppc
abramslawgrouppc
প্রয়োজনে এটর্নী হাসপাতাল বা বাসায় আসবেন

প্রথম আলো
Prothom Alo North America
11 July 2024, Thursday, Issue 382
১১ জুলাই ২০২৪, ২৭ আষাঢ় ১৪৩১, ৫ মহররম ১৪৪৫, বৃহস্পতিবার

টক অব দ্য উইক

মাহফুজুর রহমান

পরাজয়ের পথে এগিয়ে যাচ্ছেন বাইডেন

সোহানা নাজনীন

"মধ্যপ্রাচ্য নীতি, ভ্রান্ত ইমিগ্রেশন নীতি, দ্রব্যমুল্য-বাড়িভাড়া অসম্ভব রকমের বেড়ে যাওয়া, বিষয়গুলোর সাধারণ মানুষের মধ্যে একধরনের হতাশার সৃষ্টি করেছে। আমরা বিভিন্ন জরিপে দেখেছি যে বাইডেন তার প্রতিদ্বন্দ্বী ট্রাম্পের থেকে অনেক পিছিয়ে আছেন। সেক্ষেত্রে আমরা মনে করি যেন ডেমোক্রেটিক পার্টির নীতি-নির্ধারকরা বাইডেনের পরিবর্তে এমন কাউকে প্রার্থী হিসাবে আনবেন যিনি ডেমোক্রেটিক পার্টিকে জয়ের পথে নিয়ে যাবেন।"

আসন্ন নির্বাচন নিয়ে নিজস্ব মতামত প্রকাশ করেছেন সাংবাদিক মাহফুজুর রহমান। গত ৪ জুলাই, বৃহস্পতিবার যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা দিবসে প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার 'টক অফ দ্যা উইক" অনুষ্ঠানে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন তিনি। মাহফুজুর রহমান, যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশী সাংবাদিকতার সমাজের অন্যতম পথিকৃৎ। তিনি একজন সিনিয়র সাংবাদিক ও সম্পাদক-নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বর্ণমালা bornomalanews.com এবং banglanewyork.com সাবেক সভাপতি, নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাব।

নির্বাচনের আর মাত্র চার মাস বাকি। শুরুতেই উপস্থাপিকা সোহানা নাজনীন অতিথির কাছে এবারের নির্বাচন সম্পর্কে জানতে চান। নির্বাচন সম্পর্কে মাহফুজুর রহমান বলেন, "বর্তমান আমেরিকান প্রশাসনের ইসরাইল প্রীতি, গাঁজায় বোমাবর্ষণ, শিশু ও নারীহত্যা, এগুলো এবারের নির্বাচনে প্রধান ভূমিকা রাখবে। আমেরিকার মুসলিম কমিউনিটির এই নির্বাচন নিয়ে ভাবার অনেক কিছু রয়েছে। রাষ্ট্র গঠনের ৩১ বছর পর্যন্ত পুরো রাষ্ট্র

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৩

গত এক দশকের মধ্যে তীব্র দাবদাহের কবলে পড়েছে যুক্তরাষ্ট্র।

এক দশকে সবচেয়ে তীব্র দাবদাহ

যুক্তরাষ্ট্র

চরম তাপে বিপর্যস্ত পুরো দেশ। উচ্চ তাপমাত্রার মধ্যেই আবারও তাপপ্রবাহের রেকর্ড ভেঙেছে দেশটি।

নিউজ ডেস্ক

এক দশকের মধ্যে সবচেয়ে তীব্র দাবদাহের কবলে পড়েছে যুক্তরাষ্ট্র। দেশের বড় অংশে তাপমাত্রা সতর্কতার আওতায় ১৩ কোটির বেশি মানুষ। চরম তাপে বিপর্যস্ত পুরো দেশ। উচ্চ তাপমাত্রার মধ্যেই আবারও তাপপ্রবাহের রেকর্ড ভেঙেছে দেশটি। এই তাপমাত্রা আরও বাড়তে পারে বলে সতর্ক করেছেন পূর্বাভাসকারীরা। ৬ জুলাই শনিবার জাতীয় আবহাওয়া বিভাগের (এনডব্লিউএস) বরাত দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক রেডিও সম্প্রচারকারী ভয়েস অব আমেরিকা জানিয়েছে, পূর্ব উপকূল থেকে পশ্চিম উপকূলজুড়েই এই তাপপ্রবাহ অনুভূত হবে। আনাদোলু এজেন্সি।

এনডব্লিউএস বলেছে, একটি বিপজ্জনক এবং ঐতিহাসিক তাপপ্রবাহ সবেমাত্র এলাকাজুড়ে শুরু হয়েছে। রোববার থেকে বুধবার সময়সীমার মধ্যে তাপমাত্রা সর্বোচ্চ হতে পারে বলেও ইঙ্গিত দিয়েছে আবহাওয়া বিভাগ। এনডব্লিউএসের কর্মকর্তা জ্যাকব অ্যাশারম্যান বলেছেন, প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তর-পশ্চিম, মধ্য-আটলান্টিক ও উত্তর-পূর্বের কিছু অংশে তাপমাত্রা ৩৮ ডিগ্রিতে পৌঁছাতে পারে। পূর্বাভাসকারীরা জানিয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বাঞ্চলেও তাপপ্রবাহ থাকবে। তীব্র তাপপ্রবাহের সতর্কতা রয়েছে বাল্টিমোর ও ম্যারিল্যান্ডের কিছু অংশেও। এসব এলাকায় তাপমাত্রা পৌঁছাতে পারে ৪৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। দুঃখজনকভাবে, গরমে ইতোমধ্যে বেশ কয়েকজনের মৃত্যু হয়েছে। চলতি বছর অ্যারিজোনার মারিকোপা কাউন্টিতে এবং ফিনিক্সে কমপক্ষে ১৩ জন তাপজনিত কারণে মারা

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ১

বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচনে প্রার্থীদের তোড়জোড়

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচন নিয়ে প্রার্থীদের মধ্যে ব্যাপক তোড়জোড় চলছে। বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বি দুটি প্যানেলই প্রায় চুড়ান্ত। আতাউর রহমান সেলিম ও মোহাম্মদ আলী প্যানেল অধিকাংশ পদের বিপরীতে প্রার্থীতা নির্বাচিত করেছে। সেলিম—আলী প্যানেলের সিনিয়র সহসভাপতি মহিউদ্দীন দেওয়ান, সহসভাপতি কামরুজ্জামান কামরুল, সাংগঠনিক সম্পাদক ডিউক খান, কোষাধ্যক্ষ মফিজুল ইসলাম রুমি ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক মোস্তফা অনিক রাজ। এই প্যানেল থেকে নির্বাচন করতে পারেন আহসান হাবিব ও হাসান জিলানীসহ

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ১

কমিউনিটি অপ এডে মেয়র

১২ নভেম্বর থেকে হুইলি ট্র্যাশ বিন ব্যবহার করা শুরু

এইচ বি রিতা

এরিক অ্যাডামস

নিউ ইয়র্কবাসীর জননিরাপত্তা এবং বাসযোগ্যতা হল দুটি মৌলিক প্রতিশ্রুতি — যা তাদেরকে কোনো উদ্বেগ ছাড়াই একটি উন্নতমানের জীবনযাত্রার সাথে স্বপ্নগুলি বাস্তবায়িত করতে দেয়- ৮ জুলাই সোমবার কমিউনিটি অপ:এড-এ সিটি মেয়র এরিক অ্যাডামস্ এ কথা বলেন।

অ্যাডামস্ বলেন, 'নিউইয়র্ক এখনও সবচেয়ে নিরাপদ আমেরিকান শহর। প্রশাসনের কার্যকর জননিরাপত্তা পরিকল্পনার কারণে শহরটিতে ছয় মাস

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৩

লাভি-অলি এবং তাদের বাম্বল-বি।

একটি বাম্বল-বি এবং লাভি-অলি

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

উত্তম-সুচিত্রা অভিনীত 'সপ্তপদী' চলচ্চিত্রের বিখ্যাত গান 'এই পথ যদি না শেষ হয়...'। সুচিত্রা সেনকে মোটরবাইকের পেছনে বসিয়ে রোমান্টিক এই গানে ঠোঁট মিলিয়েছিলেন উত্তমকুমার। সাদাকালোয় ধারণ করা সেই দৃশ্য এখনো বাঙালি নারী ও পুরুষের মনে রোমান্সের ঝড় তোলে।

বাস্তবেও এমন প্রেমিকযুগলের খোঁজ মিলেছে। তাঁরা হলেন ৩২ বছর বয়সী লাভি আর ৩৪ বছর বয়সী অলি। এই যুগল বাম্বল-বি নামে তাঁদের মোটরবাইকে চেপে ঘুরে বেড়ান পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে। মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই তাঁরা মোটরসাইকেলে দীর্ঘ পথ অতিক্রমকারী যুগলের মর্যাদা পেয়েছেন। মোটরবাইকে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করা সর্বকনিষ্ঠ জুটি হিসেবে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে নাম লেখা হয়েছে তাঁদের।

সালটা ২০১৭। লাভি ও অলি একটি ফার্মে কাজ করতেন। পরিচয়ের একপর্যায়ে তাঁরা একসঙ্গে ঘুরে বেড়ানোর পরিকল্পনা করেন। সেই সময় লাভির একটা ক্যাম্পার ভ্যান ছিল। সেটি চালিয়ে তিনি ক্যাম্প করতেন। তাঁরা সেই ক্যাম্পার ভ্যানে ভ্রমণ শুরু করেন। অস্ট্রেলিয়া ছাড়ার পর লাভি ও অলি নিউজিল্যান্ডের চারপাশে প্রায় সাড়ে পাঁচ মাস হাইকিং করে কাটান। এ সময় তাঁরা বুঝতে পারেন, তাঁরা ভ্রমণে আনন্দ পাচ্ছেন। এবার দুজনে সিদ্ধান্ত নেন সাইকেলে বিশ্বভ্রমণ করার। তবে একটি

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ২

সম্পাদক: **ইব্রাহীম চৌধুরী**, নির্বাহী সম্পাদক: **মনজুরুল হক**। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা কর্তৃক ৩৭-১৮, ৭৩ স্ট্রিট, স্যুট # ২০২ জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক-১১৩৭২ থেকে প্রকাশিত।
ফোন: ৭১৮- ৩০৮ - ৫০২০, **ই-মেইল: নিউজ:** news@prothomalony.com, **বিজ্ঞাপন:** cm@prothomalony.com